মাসুদ রানা
বড় ক্ষুধা
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা

বড় ক্ষুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ড. আলবার্ট ফেরেল মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে আসছেন, এই সময় তাঁকে দেখে ফেলল জলদানব। দুটো চাবুকের একটা কুণ্ডলী পাকাল, পরমুহূর্তে সেটা ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লম্বা হলো শূন্যে, তারপর লাফ দিল সামনের দিকে। ওটাকে আসতে দেখে এড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি, মই থেকে পিছলে খসে পড়ল পা দুটো, একটা ধাপ ধরে ঝুলে পড়লেন। মইটাকে ঘিরে ফেলল চাবুক, পেঁচাল, তারপর এক টানে মট করে বোটের বাল্কহেড থেকে ভেঙে ফেলল। ফ্লাইং ব্রিজের মাথার ওপর তুলে ফেলছে, এখনও সেটা ধরে ঝুলছেন ড. ফেরেল।

তারপর বোটটাকে ভাঙতে শুরু করল জলদানব। চাবুক দুটো চারদিকে এলোপাতাড়ি উড়ছে, একটা কিছুর স্পর্শ পেলেই পেঁচিয়ে ধরছে সেটাকে—মোটা রশির কুণ্ডলী পাকানো স্তূপ, হ্যাচ কাভার, অ্যান্টেনা মাস্ট— আছাড় মেরে ভাঙছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সাগরে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, এবার দেখতে পেয়েছে মাসুদ রানাকে।

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা - ২২৮

বড় ক্ষুধা ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

facebook.com/groups/we.are.bookworms

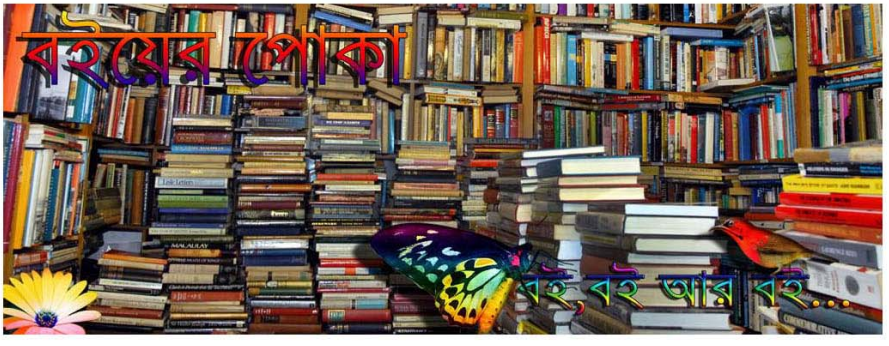

মাসুদ রানা ২২৮

বড় ক্ষুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7228 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আবদুল আলীম

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-228
BODO KHUDHA
Part-2
By Qazi Anwar Husain

সাতাশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা।

এক

একটা ঢেউ এসে মাথার ওপর তুলে নিল সুসিকে, বোটটাকে দেখতে পেল সে, পুরোটা—কাছাকাছি! প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে গাঢ় একটা আকৃতি, মাস্তুলে জ্বলছে সাদা, লাল আর সবুজ বাতি।

চিৎকার করে হাত নাড়ল সে, তারপর পানির ঢাল বেয়ে ঢেউয়ের মাথা থেকে আবার নেমে এল নিচে।

ওরা তাকে দেখতে পায়নি, চিৎকারও শুনতে পায়নি। কেন! এত কাছে ওরা! ওদের আওয়াজ তো শুনতে পেল সে—এঞ্জিনের শব্দ, এমন কি বোধহয় একটা গলাও শোনা গেল।

বাতাসের উল্টোদিকে রয়েছে, তাই। শব্দগুলো ওদের দিক থেকে তার কাছে ভেসে আসছে, কিন্তু তার কাছ থেকে ওদের দিকে ভেসে যাচ্ছে না।

অন্ধকার। অন্ধকার হয়ে গেছে, প্রায় রাতই বলা যায়। আর ঠাণ্ডা। সমুদ্র এখানে কত গভীর? বোধহয় কোন সীমা নেই। গভীর পানিতে ডুবে যাবে সে? হ্যাঁ, আজ এখানেই তার মরণ। কি আছে গভীর পানিতে? সে কি ডুবে মারা যাবে, নাকি মরার আগে তাকে কষ্ট দেবে অজানা-অচেনা কোন হিংস্র প্রাণী? ঈশ্বর, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও!

এতক্ষণে আতঙ্ক গ্রাস করল সুসিকে। মনে হলো আতঙ্ক একটা বিষ, তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে, টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে প্রতিটা

নার্ভ।

তার বাবা জলদানবের কথা বলছিলেন। সুসি এখন জানে, সেই জলদানবরাই এবার ধরবে তাকে। দুঃস্বপ্নের ছবিগুলো দ্রুত আসা-যাওয়া শুরু করল মনের পর্দায়, যে-সব ছবি অনেক বছর হলো দেখে না সে, শেষবার দেখেছে ছয় কি সাত বছর বয়েসে—বিছানার তলায়, আলমিরার ভেতর, জানালার বাইরে গাছের ডালে কিম্ভূতকিমাকার সব রাক্ষস আর ভূত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তাকে। সেই বয়েসে যতবার ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে, ঘরে ঢুকে বুকে তুলে নিয়েছে মা, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভূত বা দানব বলে কিছু নেই।

কিন্তু এখন তাকে অভয় দেয়ার কেউ নেই। কল্পনাই এখন বাস্তব সত্য।

নিজেকে অসম্ভব একা লাগল সুসির, এরকম নিঃসঙ্গতার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না ওর, মনে হলো গোটা পৃথিবীতে ও-ই যেন একমাত্র জীবিত প্রাণী।

মাথার ভেতর একের পর এক প্রশ্ন জাগছে। সমুদ্রে আসার জন্যে কেন জেদ ধরতে গেল? জারটা বাবাকে খালি করতে দেয়নি কেন? কেন, কেন, কেন?

প্রার্থনা করার চেষ্টা করল সুসি, কিন্তু ভাবতে পারল শুধু—এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

তারমানে কি মারা যাচ্ছে সে?

না!

আবার চিৎকার করল সুসি—কিছু ভেবে নয়, কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে নয়—মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবিত প্রাণীর প্রতিবাদ।

আবার একটা ঢেউ ওপরে তুলে নিল তাকে। বোটটাকে দেখতে

পেল সে, এবার আরও কাছে। কিন্তু কি যেন অন্য রকম লাগল ওর।

বোট আছে, তবে স্থির, নড়ছে না। তারপর খেয়াল করল সুসি, বোটের এঞ্জিন কোন শব্দ করছে না। ঢেউটার মাথা থেকে নেমে আসছে, একটা গলা শুনতে পেল। তার বাবা, লাউড-হেইলারে কথা বলছেন।

'সুসান, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছি, যাতে তোমার কথা শুনতে পাই। আমার কথা শুনতে পেলে, আমি থামার সঙ্গে সঙ্গে যত জোরে পারো চিৎকার করো, সুইটহার্ট। ঠিক আছে? এবার চিৎকার করো!'

সুসি ভাবল, বাবা আমাকে সুসান বলল।

চিৎকার করল সে।

সারফেস থেকে একশো ফুট নিচে রয়েছে জলদানব। থেমে আছে, অনুভূতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

ওপর থেকে আসা স্পন্দন বা কাঁপুনিটা থেমে গেছে, তবে সারফেসে আলোড়নটা আছে—ছোটখাট কি যেন একটা, নড়ছে।

জ্যান্ত কিছু।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল জলদানব।

'আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, সুসান! আবার, আবার!'

আবার চিৎকার করল সুসি। তার গলা ভেঙে গেছে, খুব একটা জোরালো আওয়াজ বেরুল না, তবে গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে বারবার চিৎকার করে যাচ্ছে।

একটা ঢেউয়ে ধাক্কা খেলো, সেটার মাথা থেকে দেখতে পেল চারপাশে ঘোরাফেরা করছে একটা সার্চলাইটের আলো। তারপর

আলোটা এগিয়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে। প্রার্থনা করল সে, ঢেউ থেকে নেমে যাবার আগেই যেন আলোটা তার গায়ে পড়ে। কিন্তু না, আলোটা কাছে আসার আগেই ঢেউয়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেল সে। নামছে, নামছে। হাত নাড়ল সুসি। মনে হলো আলোটা তাকে ছুঁতে পারবে না।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আলোটা তার উঁচু করা হাতের নাগাল পেয়ে গেল। সুসি দেখল, তার মুঠো করা আঙুলগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর স্থির হলো আলো। লাউড-হেইলার থেকে তার বাবার চিৎকার ভেসে এল, 'পেয়েছি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনতে পেল সুসি।

পানিতে কাঁপুনিটা আবার শুরু হয়েছে···কাছাকাছি, আগের চেয়ে স্পষ্ট, ছোটখাট জ্যান্ত জিনিসটার দিকে সরে আসছে।

এখন উত্তেজিত, ওপরে উঠতে শুরু করল জলদানব, বদলে যাচ্ছে গায়ের রঙ। ক্ষুধার কারণে উত্তেজিত নয় ওটা, যুদ্ধ করার ঝোঁকও চাপেনি বা মারাত্মক কোন হুমকিও অনুভব করছে না, উত্তেজিত খুন করার নেশায়।

সারফেসের কাছাকাছি উঠে আসায় এতক্ষণে ঢেউগুলো অনুভব করতে পারছে জলদানব।

এরপর আবার যখন একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ল সুসি, সার্চলাইটের তীব্র আলো আঘাত করল চোখে, অন্ধ হয়ে গেল সে। তবে বোটটা আছে, এঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছে, নাকে গন্ধ আসছে পোড়া ফুয়েলের।

তার পাশে কি যেন ছলকাল। খুব বড় একটা কিছু। সুসি অনুভব করল, কি যেন তার কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর একটা গলা শুনতে

পেল, 'ব্যাস, ব্যাস, হয়েছে··আর কোন ভয় নেই···তুমি বেঁচে গেছ···।'

পিয়ার্স। সুসি দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ভাইকে। অনুভব করল, টেনে তোলা হচ্ছে তাকে, বোটের গায়ে ঠেকল তার হাত।

জ্যান্ত জিনিসটা সরাসরি ওপরে রয়েছে, আলোড়ন তুলছে পানিতে।

আহত একটা প্রাণী।

শিকার।

শিকারের চেয়েও বেশি।

খোরাক!

শরীরের গভীর গহ্বরে বিপুল পানি টেনে নিল জলদানব, পেটের ফানেল দিয়ে বের করে দিল সঙ্গে সঙ্গে, তীর বেগে ছুটল ওপর দিকে।

কয়েক জোড়া হাত সুসিকে ধরে এত জোরে টান দিল, ওর মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে ওগুলো। পরমুহূর্তেই বাবা ওকে আলিঙ্গনে আটকে বুকে টেনে নিলেন, বলছেন, 'ওহ্ সুইটহার্ট···ওহ্ বেইবী···ওহ্ সুসান···!'

আরও কয়েক জোড়া হাত টেনে তুলে ফেলল পিয়ার্সকে। ডেকে পড়ে খকখক করে কাশতে শুরু করল সে।

তারপর কে যেন বলল, 'গন্ধটা কিসের?'

সুসি শুনতে পেল আবার স্টার্ট নিল এঞ্জিন, তারপর চলতে শুরু করল বোট।

বাবা তাকে বুকে তুলে নিয়ে আফটার হ্যাচের দিকে এগোচ্ছেন, কয়েকটা গলা ভেসে এল।

'ওহে, দেখো!'

'কি?'

'ওই যে ওদিকে, পিছনে।'

'কোথায়?'

'পানিতে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।'

'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওই তো! আমার হাত বরাবর তাকাও।'

'কি? কি ওটা?'

'বুঝতে পারছি না। অদ্ভুত কিছু একটা···।'

'কোন তিমি-টিমি নাকি?'

'মনে হয় না।'

'দূর, বাদ দাও। সুসিকে ফেরত পেয়েছি, সেটাই বড় কথা। ওখানে কি আছে না আছে ভুলে যাও।'

পানির কাঁপুনিটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে আবার, জ্যান্ত জিনিসটাও এখন আর নেই।

ঢেউয়ের সঙ্গে মাথাচাড়া দিল জলদানব, হলদেটে-সাদা একটা চোখ পানির পিঠে দৃষ্টি বুলাল। তারপর চাবুক দুটো উঁচু করে ঝাপটা মারল পানির গায়ে—খুঁজছে। কিন্তু কিছুই পেল না, কাজেই আবার তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতলতলে।

কম্বলে গা মুড়ে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে সুসি, বাবা তাকে নিজের হাতে সুপ খাওয়াচ্ছেন। এই হাসছেন এই কাঁদছেন তিনি। তাঁর হাতে ধরা সুপের কাপটা এত বেশি কাঁপছে যে মনে হলো পড়ে যাবে। কাপটা নিয়ে নিজেই খেতে শুরু করল সুসি।

তার ভিজে কাপড়চোপড় খুলে দিয়েছে নিভিয়া। এখন আর নির্লিপ্ত

আর গম্ভীর লাগছে না মেয়েটাকে, এড়িয়েও থাকেনি। কাপড় খুলে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে সুসির শরীর, তারপর নিজের একটা সুইট স্যুট পরিয়েছে।

শাওয়ারে যাবার পথে বাঙ্কের পাশে একবার থামল পিয়ার্স। কোন কথা বলল না, শুধু ঝুঁকে চুমো খেলো বোনের কপালে।

মাইকেল আর টমাস এল, এলেন চাচা, তারপর একে একে সবাই—একজন করে এল, কিছু একটা বলল সুসিকে। না, কেউই বিরূপ কোন মন্তব্য করল না।

নিজেকে বিখ্যাত কোন ব্যক্তিত্ব মনে হতে লাগল সুসির, অনুভূতিটা দারুণ উপভোগ করছে। এতদিন পর এইবার একটা বলার মত গল্প পেয়ে গেছে সে, এখন আর সবাইকে গর্ব করতে শুনলে চুপচাপ বসে থাকতে হবে না তাকে। এতদিন পর উত্তেজনাকর স্মৃতি রোমন্থনে তারও ভূমিকা নিশ্চিত হয়েছে।

চোখ দুটো বুজে এল সুসির। ওর মনে হলো, বারমুডা পর্যন্ত পুরোটা পথ ঘুমাতে পারলে ভাল হয়।

দুই

শ্বাস টানার সময় রানা অনুভব করল, বাতাস খুব ধীরে আসছে, ইতস্তত ভঙ্গিতে, যেন খালি একটা সোডার বোতল শুষছে সে। ওর ট্যাঙ্ক প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পানির ওপর মাথা তোলার আগে আর হয়তো একবার

শ্বাস টানতে পারবে, খুব বেশি হলে দু'বার।

চিন্তার কিছু নেই, সারফেস থেকে মাত্র পাঁচ ফুট নিচে রয়েছে ও। এরপর বাতাস না পেলে মুখ থেকে খুলে ফেলবে মাউথপীসটা, নিঃশ্বাস ছাড়বে, তারপর মাথাচাড়া দেবে পানির ওপর।

তবে শুধু এই ধৈর্যক্তিকর কাজটা করার জন্যে ওপরে উঠে ট্যাঙ্ক বদলে আবার নিচে নামার ইচ্ছা নেই ওর। কাজটা শেষ করতে বিশ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়,অথচ এক ঘণ্টার বেশি পার করে দিয়েছে। সরকারী বয়া রিপ্লেস করা সহজই, যে-কেউ একজোড়া প্লায়ার্স থাকলেই করতে পারবে। নিজে কখনও করেনি, তবে কিভাবে করতে হয় জানে রানা। চেইন থেকে বয়াটা খোলো, টেম্পোরারি ফ্লোটে চেইন আটকাও, টেনে বয়াটা তোল বোটে, বোট থেকে রিপ্লেসমেন্ট বয়া পানিতে ফেলো, চেইনের সঙ্গে আটকাও সেটা, তারপর নিজের ফ্লোটটা উদ্ধার করো। পানির মত সহজ।

তবে এবার নয়। প্রথমে বেল ওকে চেইনে লাগাবার জন্যে যে রিঙ দিল, সাইজে তা মিলল না, তারপর মিলল না রিঙের জন্যে দেয়া পিনগুলো। সঠিক মাপের পিন যা-ও বা হাতে এল, আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল সেটা। নতুন একটা আনার জন্যে বোটে উঠতে হলো ওকে, কারণ পানির নিচে রানা একা থাকায় এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল বেল যে একটা পিন খুঁজে বের করতে পারল না। তারপর কি হলো? রানা পিন খুঁজছে, বোট হুকটা ফেলে দিল বেল। বয়াটাকে ওই হুক দিয়েই ধরে রেখেছিল সে। স্রোতে পড়ে ভেসে যাচ্ছে বয়া, কাজেই নোঙর তুলে সেটাকে ধাওয়া করতে হলো। উপায় কি, ভ্রমণ বিলাসী তিনশো পাউণ্ড ওজনের একটা ইস্পাতের বয়াকে পানিতে নেমে টেনে-হিঁচড়ে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না!

উচিত ছিল বেলের পানিতে নামা, রানা তাকে একটা একটা করে

ধরিয়ে দেবে ইকুইপমেন্টগুলো। পানিতে সে নামেনি, সেজন্যে অবশ্য তাকে দায়ী করা যায় না। নিজে নামবে, এ সিদ্ধান্তটা রানারই। তবে ওর এরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে দায়ী বেলই। পানিতে এখন যে-ই নামবে, তাকেই বিরাট একটা ভিলেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এ-কথা একশো বার শুনতে হয়েছে রানাকে। অন্তত খেয়ে যদি না-ও ফেলে, ভয়ে দম আটকে মারা যেতে হবে তাকে। এ-সব শুনে বাধ্য হয়ে নিজে নামার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে রানাকে।

দম আটকে চেইনের রিঙে পিন সেট করল ও, তারপর হ্যামার দিয়ে ঠুকল। পানির ভেতর হ্যামার খুব ধীর গতিতে নড়ে, আঘাত হানার আগেই বেশিরভাগ শক্তি ব্যয় হয়ে যায়, কাজেই পিনের মাথায় আবার ঘা দিতে হলো ওকে। পানি আর মাস্কের কারণে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে, ফলে পিনের মাথায় না লেগে ঘা পড়ল পাশে। রিঙ থেকে ছুটে গেল পিন, নেমে গেল অতল গভীরে।

'শিট!' মাউথপীসের ভেতর চিৎকার করল রানা। ট্যাঙ্ক থেকে শেষবার বাতাস টানল, শুষে নিল সবটুকু অক্সিজেন, বেদিং স্যুটের ওয়েস্ট ব্যাণ্ড থেকে বের করল স্পেয়ার পিনটা। হ্যামার দিয়ে বাড়ি মারল ওটার মাথায়, তাজা মাংসের ভেতর ছুরির মত ঢুকে গেল ভেতরে। প্লায়ার্স দিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে আঁট করল, তারপর নিচে চোখ মেলে চারদিকে তাকাল, নিশ্চিত হতে চায় নীলচে অন্ধকার থেকে কোন কিছু এগিয়ে আসছে কিনা ওর দিকে। মুখ থেকে মাউথপীসটা খুলে পা ছুঁড়ল, উঠে এল রোদের ভেতর।

ডাইভ স্টেপে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে বেল। 'শেষ?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত বাড়িয়ে রানার ট্যাঙ্ক আর ওয়েট বেল্টটা ধরল, তুলে নিল বোটের ওপর।

মাথা ঝাঁকাল রানা, উঠে পড়ল ডাইভ স্টেপে, তারপর শুয়ে হাঁপাতে

লাগল। 'এখানে আমরা কি করছি, বেল?' দম একটু ফিরে পেতে জিজ্ঞেস করল ও। 'কথা ছিল ভেরো বীচে পিকনিকে যাব, রোদ পোহাবো আর বিয়ার খাব। তার বদলে সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, ডুবে মরার বা স্কুইডের পেটে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছি। কেন?'

'ভবিষ্যতের কথা ভেবে, রানা। কাজটা পেয়ে না করতে পারলে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাব আমি।'

'হুম!' বলে চুপ করে গেল রানা।

এর আগে সরকারী বয়া রিপ্লেসমেন্টের কাজ বহু চেষ্টা করেও পায়নি বেল। সেজন্যে অনেক বছর হয়ে গেল কাজটা পাবার আর চেষ্টাও সে করে না। কিন্তু এবার কি হলো, সরকার চ্যানেল বয়া বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুনেই ঠিক করে ফেলল সে-ও টেণ্ডার দেবে। তারপর বিস্মিত হয়ে দেখল—শুধু বিস্মিত নয়, বিব্রতও কম হয়নি সে—তার টেণ্ডারেই সবচেয়ে কম রেট দেয়া হয়েছে, ফলে কাজটা পেয়ে গেছে সে।

কিন্তু কাজটা পাবার পর হিসেব করে দেখা গেল, ফুয়েল সহ অন্যান্য খরচ বাদ দিলে দৈনিক পঞ্চাশ ডলারের বেশি থাকবে না। সরকারী কাজে লাভ এমনিতেই কম, টেণ্ডারটা পাবার লোভে রেটও অস্বাভাবিক কম দিয়েছিল সে। বয়ার সংখ্যা খুব বেশি, কাজেই গাধার খাটুনি খাটতে হবে তাকে। তার ওপর, পানিতে এসে পড়েছে জলদানব। কাজটা পেয়েও করতে পারবে না, এই দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছিল বেচারা। তার অবস্থা দেখে মায়া হলো রানার, জানাল কাজটা ও-ই করে দেবে।

বেলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে রানার, বোট নিয়ে সাগরে ঘুরে বেড়াবার শখও মিটে গেছে ওর, এখন বোটটা বেলকে ফিরিয়ে দিলেই পারে। কিন্তু বেচারার আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এখনও তাকে কিছু বলেনি ও। অ্যাকুয়েরিয়ামের কাজটা তো

আগেই গেছে, কোন ডাইভ চার্টার ছাড়া রেসটাও শেষ হয়ে গেছে—রেসাররা তীরে পৌঁছে নিউজউইকে ছাপা খবর আর স্কুইডের ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নেয়, ডাইভিং বাদ। এমনকি অগভীর রীফে, যেখানে খুব খারাপ কিছু ঘটলে প্রবালে লেগে হাঁটুর চামড়া একটু ছিঁড়তে পারে, সেখানেও কেউ নামতে চায়নি। জায়্যান্ট স্কুইডের ছবিটা নিউজউইক সংগ্রহ করেছে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল হিস্টরি থেকে। ওটাই কাল হয়েছে। আজ প্রায় দু'হপ্তা হলো সাগরে আর কোন ঘটনা ঘটেনি, জলদানবকেও দেখা যায়নি, তবু কোন ডাইভার পানিতে নামছে না।

তবে আতঙ্ককে পুঁজি করেও যে ব্যবসা হতে পারে, তার দৃষ্টান্তও তৈরি করছে কিছু লোক। একটা বোটের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে—'স্কুইড হান্টার'। বোটটার খোলের তলা কাঁচের। ট্যুরিস্টদের নিয়ে রীফের কিনারা পর্যন্ত যাচ্ছে বোট মালিক, পানির একশো ফুট নিচে পর্যন্ত দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। পরনে ইণ্ডিয়ানা জোনস-এর মত পোশাক, সে তার পি.এ. সিস্টেম থেকে ভারি গলায় অতিকায় জলদানবের রোমহর্ষক বর্ণনা দিচ্ছে, শুনে আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ট্যুরিস্টদের চেহারা। মাথা পিছু ত্রিশ ডলার, মন্দ কি!

সী শেল আর সিলভার ওয়্যার দিয়ে অলঙ্কার বানিয়ে দেদার বিক্রি করছে এক গিফট-শপ মালিক। তারপর শোনা যাচ্ছে, এক জেলে রীতিমত বড়লোক বনে গেল। ছোট ছোট স্কুইড ধরে ফ্রিজে রাখছে সে, শক্ত হয়ে গেলে ওগুলোর সাহায্যে ছাঁচ তৈরি করছে, তারপর ছাঁচে ফেলে বের করে আনছে পিতল আর তামার স্কুইড। নাম দিয়েছে, জেনুইন মিনিয়েচার বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেল মনস্টার। ট্যুরিস্টরা নাকি লাইন দিয়ে কিনছে।

ইতিমধ্যে এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপগুলোর প্রতিনিধিরাও পৌঁছে গেছে

বারমুডায়। 'সেভ দা স্কুইড' শ্লোগান দিয়ে কয়েকটা মীটিংও করেছে তারা। তাদের কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা চাইছে। এই কর্মসূচীর স্থানীয় মুখপাত্র হবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল বেলকে, কিন্তু রাজি হয়নি সে, বলেছে নিজেকে রক্ষা করার দক্ষতা ভালই দেখাচ্ছে জলদানব, তার বা আর কারও সাহায্য না পেলেও চলবে ওটার।

গ্রুপগুলো বারমুডায় এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি, একদল লোকের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেল। বিরোধী দলের সবাই দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে, স্বচ্ছল ও সাহসী জেলে, ভাড়া করা লোক সহ বোট নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে জলদানব ধরার জন্যে। এদের মধ্যে দু'জন, বোট এসে পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে সী কুইন ভাড়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু জেরি হ্যাসটনকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছে বেল, এদেরকেও বোট দিতে রাজি হয়নি।

এক সকালে নাস্তা খেতে বসে প্রসঙ্গটা তুলেছিল রানা। দেখা গেল বেল তার বোট ড. ফেরেল আর হ্যাসটনকে ভাড়া না দেয়ায় তার স্ত্রী এনা স্বামীর ওপর খুশি। এমনকি মোনাও। এনা তার স্বামীকে বোকাসোকা সরল মানুষ বলে জানে, ঝুট-ঝামেলায় তাকে জড়াতে দিতে চায় না। আর ড. ফেরেল ও হ্যাসটন সম্পর্কে সব কথা জানার পর দুই বোনের বক্তব্য হলো, দু'জনেই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি—দু'জনেরই হারাবার কিছু নেই। তাছাড়া, এনার ভাষায়, 'যে দানব নাস্তা হিসেবে মানুষ খায় আর লাঞ্চ হিসেবে বোট গেলে, তার নাম শুনলে বুকে ক্রস আঁকতে হবে, দূরে সরে থাকতে হবে সাতশো হাত।'

ওদের এ-সব কথা শুনে কোন মন্তব্য করেনি রানা।

শাওয়ারে দাঁড়িয়ে গা থেকে লবণ ধুলো রানা, একজোড়া শর্টস পরল। ইতিমধ্যে ডাইভিং গিয়ার তুলে রেখেছে বেল, লাঞ্চ প্যাকেট

খুলে অপেক্ষা করছে।

লাঞ্চের পর রীফের বাইরের কিনারা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোল ওরা, উদ্দেশ্য ডকে ফেরা। শহরে একবার থামতে চায় বেল, মেরিন অ্যাণ্ড পোর্ট-এ বিল দাখিল করবে। ওখানে তার এক বন্ধু আছে, কথা দিয়েছে নগদ পেমেন্ট করবে।

'ওদিকে তাকাও,' বলল বেল, ফ্লাইং ব্রিজ থেকে নিচের দিকটা দেখাল। এক জোড়া স্ন্যাপার উল্টো হয়ে ভাসছে, দুটোর মাঝখান দিয়ে চলে এল সী কুইন।

খানিক পর আরও একজোড়া দেখল ওরা, তারপর দেখল কয়েকটা অ্যাঞ্জেল ফিশ, চার কি পাঁচটা সার্জেন্ট মেজর। সবগুলো মরা।

'কি ঘটছে বলো তো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

পরমুহূর্তে একটা আওয়াজ শুনল ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে এল। ভারি, গভীর, ভোঁতা একটা আওয়াজ। পায়ের তলায় কেঁপে উঠল ইস্পাত, কেউ যেন মুগুর দিয়ে বাড়ি মেরেছে খোলে।

তারপর, আধ মাইল দূরে ডান দিকের গভীর পানিতে, একটা বোট দেখতে পেল ওরা। বোটটার সামনে ঝর্ণার মত উঁচু হয়ে উঠেছে পানি, নেমে আসছে যেন সাগরজলের একটা কুঁজ-এর ওপর। ওরা তাকিয়ে আছে, কুঁজটা মিলিয়ে গেল, যেন হজম করে নিল সাগর, ঝর্ণার ধারা সারফেসে হয়ে উঠল সাদা দাগ।

বিনকিউলার তুলে নিয়ে বোটটার দিকে তাকাল বেল। 'অ্যাকুয়েরিয়ামের বোট,' বলল সে।

থ হয়ে গেল রানা। তারপর বলল, 'তারমানে ড. ফ্যাদম স্কুইডটাকে বোমার সাহায্যে মারতে চাইছেন!'

সানগ্লাস থেকে লোনা পানির ফোঁটা জিভ দিয়ে চেটে নিলেন ড.

আলফ্রেড ফেরেল, তারপর শার্টের কোণ দিয়ে কাঁচ দুটো মুছলেন। একটা ছোট মাছ বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে এসে তাঁর মাথার পিছনে আঘাত করেছিল, ডেক থেকে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বোটের বাইরে ফেলে দিলেন তিনি। পানির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অসংখ্য মরা মাছ চিৎ হয়ে ভাসছে।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি,' বললেন তিনি, অনেক কষ্টে অন্যান্য শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখলেন নিজেকে—যেমন, গাধা বা বোকা।

'আরে না, কোন ঝুঁকি নেই, ডক্টর,' বললেন ড. কাইল ফ্যাদম। তাঁর মাথার লম্বা, কোঁকড়ানো ভিজে চুল বিস্ফোরণের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে আছে, মাথার দু'পাশে ঝুলে আছে আগাছার মত। 'বিস্ফোরণ সম্পর্কে পড়াশোনা আছে আমার। আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

বোটের বাইরে তাকালেন তিনি, হাত তুলে ছায়া ফেললেন চোখে। মরা মাছগুলো দেখে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হলেও চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সিধে হলেন, ঘুরলেন, এক পা এগোলেন, তারপর বোতে দাঁড়ানো লোকজনদের উদ্দেশে চিৎকার করলেন, 'আরও একটা ফাটাও! এটাকে সেট করো একশো ফ্যাদমে।'

হেলমসম্যান একজন গ্রাজুয়েট, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান, দেখে মনে হবে সেক্স-অ্যাণ্ড-সার্ফার মুভির জনপ্রিয় হিরো। কেবিন থেকে মাথা বের করে জানতে চাইল, 'একশো ফ্যাদম পেতে হলে কত দূর যেতে হবে আমাদের, ড. ফ্যাদম?'

'তোমার ফ্যাদোমিটার ব্যবহার করো, ফর গড'স সেক! কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো নিশ্চয়ই?...নাকি সব কাজ একা আমাকেই করতে হবে?'

'স্যার, বিস্ফোরণের ধাক্কায় এইমাত্র ভেঙে গেছে ওটা!'

'তাহলে ওদিকে চলো!' বললেন ড. ফ্যাদম, গাঢ় পানির দিকে হাত

ছুঁড়লেন তিনি।

খুক করে কাশলেন ড. ফেরেল।

তাঁর দিকে ফিরে ড. ফ্যাদম জানতে চাইলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে একমত, জলদানব মারা পড়লে ভেসে উঠবে?'

'যদি,' বললেন ড. ফেরেল, 'যদি আপনি ওটাকে মারতে পারেন। হ্যাঁ।' একমত? আর্কিটিউথিস-এর বায়ালজি সম্পর্কে ড. ফ্যাদম কিছুই জানেন না, এরকম একজন অজ্ঞ লোককে ড. ফেরেল জ্ঞান দান করেন, তাঁর সঙ্গে একমত হন না।

'এমনকি আমরা যখন ওটাকে বিস্ফোরণের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে ফেলব, তখনও?'

'হ্যাঁ।' ড. ফেরেল যুক্তি ও তথ্য দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন না, কারণ জানেন এভাবে চেষ্টা করলে কোনদিনই ড. ফ্যাদম স্কুইডটাকে মারতে পারবেন না।

'একশো ফ্যাদম···ছয়শো ফুট নিচে থেকেও সারফেসে ভেসে উঠবে ওটা?'

'যে-কোন গভীরতা থেকে ভেসে উঠবে। আপনাকে আগেই বলেছি, মাংসে অ্যামোনিয়া থাকায় সী-ওয়াটারের চেয়ে হালকা ওটা। ঠিক তেলের মত ভাসবে ওটা, ঠিক···।'

'জানি, জানি,' বললেন ড. ফ্যাদম, ঘুরে গেলেন বোর দিকে।

তিক্ত একটা ঢোক গিললেন ড. ফেরেল, ভাবছেন খর্বকায় বুদ্ধুটার কবল থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করছেন, তিনি যেন একজন নবিস। ভুলটা তাঁরই, ড. ফ্যাদমের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এখানে আসা উচিত হয়নি তাঁর।

তবে ফোনে অত্যন্ত বিনয়ী মনে হয়েছিল ভদ্রলোককে। ব্যাকুল অনুরোধ জানান জলদানব নিধন পর্ব চাক্ষুষ করার জন্যে। তারপর

অ্যাকুয়েরিয়ামের বোটে তিনি নিজে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, চারজন ক্রুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বোটটা পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা। ক্রুদের মধ্যে একজন বিস্ফোরকের দায়িত্বে আছে—দেখে মনে হবে বমি পেয়েছে তার, হয় নার্ভাসনেসের কারণে, নয়তো সী-সিকনেসের শিকার। পরিচয় পর্ব শেষ হলে তাঁকে একটা লেকচার শোনান ড. ফ্যাদম। এমন একটা সাবজেক্টে, যে সাবজেক্ট নিয়ে সারা জীবন মেতে আছেন ড. ফেরেল। অজ্ঞতারও একটা সীমা থাকে, ড. ফ্যাদম সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা দৈত্য-দানোর যে-সব গল্প শুনে ভয় পায়, সেগুলোতেই আরও রঙ চড়িয়ে পরিবেশন করলেন ড. ফ্যাদম।

ইতিমধ্যে বোট ছেড়ে দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলেও নেমে যেতে পারছেন না ড. ফেরেল। একটা তথ্য সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করলেন তিনি, কঠিন বা ঝগড়াটে সুরে নয়। শুধু বললেন, অতিকায় স্কুইড তিন ধরনের, তাঁর এ তথ্যটা সঠিক নয়। আরও বললেন, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা, বড় আকৃতির স্কুইড উনিশ রকম, একজাতের সঙ্গে অপরটার সূক্ষ্ম কিছু অমিল আছে।

উত্তরে ড. ফ্যাদম তুড়ি মেরে বললেন, 'ওরা কিছু জানে না!' তারপরই প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন। ড. ফেরেল বুঝলেন, ভদ্রলোক কিছু জানেন তো নাই-ই, কিছু শিখতেও রাজি নন। আর শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক আশা করছেন যা-ই তিনি করুন না কেন, ড. ফেরেল তাঁকে সমর্থন করবেন, তাঁর প্রশংসা করবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ড. ফ্যাদম নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে এত বেশি অজ্ঞ যে উদ্ভট যা কিছু বলছেন সব সত্যি বলে বিশ্বাসও করছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তাঁর ব্রেন সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে—বাস্তব ঘটনা, অতিরঞ্জিত ঘটনা, মিথ্যে কল্পনা, ফ্যান্টাসী—

তারপর ব্রেনের যেটা পছন্দ সেটা গ্রহণ করছে, বাকি সব বাতিল ঘোষণা করছে।

ড. ফ্যাদম অভিযানের বেশিরভাগ সময় ড. ফেরেলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকছেন, নির্দেশ দেয়ার সুরে আগেই তাকে বলে দিয়েছেন, 'আপনি বোটের পিছন দিকে থাকবেন, ওখানটাই সবচেয়ে নিরাপদ।' নির্দেশ দেয়ার পর নিজের ক্রুদের উদ্দেশে আরেকবার লেকচার দিয়েছেন তিনি, সাবজেক্ট ছিল অতিকায় স্কুইড ও আণ্ডারওয়াটার এক্সপ্লোসিভ।

ড. ফেরেলের পরামর্শ চাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে কথা বলারও গরজ অনুভব করেননি ভদ্রলোক। একবারই শুধু কথা বলেছেন, তা-ও বাধ্য হয়ে। তাঁর একজন ক্রু জানতে চেয়েছিল, জলদানব মারা গেছে কিনা জানা যাবে কিভাবে? ওটার যদি সুইম ব্লাডার না থাকে তাহলে তো ভেসে না উঠে তলিয়ে যাবে···নয় কি?

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ড. ফ্যাদম। তখন যেচে পড়েই ড. ফেরেল জানান যে স্কুইডের পজিটিভ বয়্যান্সি আছে। তথ্যটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্রুদের জানিয়ে দেন ড. ফ্যাদম, ভাব দেখান উত্তরটা তিনি জানতেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

ড. ফ্যাদমকে তথ্য সরবরাহ করতে আপত্তি নেই ড. ফেরেলের। কিন্তু এখন তিনি বোট থেকে নেমে যেতে চাইছেন, বিস্ফোরণজনিত কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবার আগেই।

শুধু যদি তাঁরা একটা বোট ভাড়া করতেন পারতেন। জেরি হ্যাসটন চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি, পুরানো ফেরিটা ছাড়া প্রয়োজনীয় আকৃতির একটা বোটও কোথাও পাওয়া যায়নি, সেটাকেও পানিতে নামাতে হলে পুরোদস্তুর ওভারহল করাতে হবে। মিডিয়াম সাইজ সরকারী বোট কয়েকটা আছে বটে, কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল ওগুলোর যে-

কোন একটা পেতে হলে আমলাতান্ত্রিক ঝামেলা পোহাবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে প্রথমে। বেশি নয়, তাতে সময় লাগবে দেড় মাস থেকে তিন মাস। প্রতিটি বোটই মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত ড. ফেরেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করে বসলেন ড. ফ্যাদমের প্রস্তাব।

জেরি হ্যাসটন বসে থাকেননি, আমেরিকা থেকে একটা বোট আনাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে সময় লাগবে, তারপর আছে ক্লিয়ার‍্যান্স পাবার ব্যাপার, ইন্সপেকশন, শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি আরও নানা ঝামেলা। অর্থাৎ স্কুইডটাকে ধরা তো দূরের কথা, ওটার জগতে অর্থাৎ পানিতে সওয়ার হবারই কোন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

কাজেই ড. ফ্যাদমের প্রস্তাবটা এক সময় লোভনীয় বলেই মনে হয়েছিল। এই লোকের সঙ্গে অভিযানে থাকলে ত্রিশ বছর ধরে যে প্রাণীটির ওপর গবেষণা করছেন সেটাকে চামড়ার চোখে একবার দেখার সুযোগ মিলতে পারে তাঁর। তিনি জানেন, এ-ধরনের সুযোগ বারবার আসে না। স্রোতের মধ্যে মৌসুমী পরিবর্তন আসছে, বদলে যাচ্ছে পানির তাপমাত্রা, কাজেই স্কুইডটা অন্য কোথাও চলেও যেতে পারে।

জেরি হ্যাসটনের সঙ্গে আলোচনা করে ড. ফেরেলও সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, ওদের একমাত্র আশা ন্যাট বেলের সী কুইন। কিন্তু বোটটা সে দেবে না, আরও কয়েকবার অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি। স্থানীয় কয়েকজন লোক পরামর্শ দেয়, বেলকে রাজি করাতে হলে ধরতে হবে মাসুদ রানাকে। কারণ, সী কুইন এখন রানার ভাড়া করা বোট। তাছাড়া, বেল শুধু রানার কথাই শুনবে। কিন্তু রানার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছে ড. ফেরেলের ছিল না। তিনি জানেন, রানা জায়্যান্ট স্কুইডটাকে মেরে ফেলতে চাইবে, আর তিনি চাইছেন ওটাকে জ্যান্ত

ধরতে। কাজেই বেলকে রাজি করানোর জন্যে রানাকে ধরে কোন লাভ হবে না।

'সেট!' বো থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

হেলমসম্যানকে ড. ফ্যাদম জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা পজিশনে আছি তো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'চার্জ থেকে কত দূরে আমরা?'

'প্রায় একশো গজ, স্যার।'

'আরও কাছাকাছি হও।'

'কিন্তু, স্যার···!'

'কাছাকাছি হও, ড্যাম ইট! চাও না ওটা কাজ করুক? নাকি···?'

'ইয়েস, স্যার!' বোট ছাড়ল হেলমসম্যান। যতটা সম্ভব পিছন দিকে সরে এলেন ড. ফেরেল। ফাইবারগ্লাসে টোকা দিলেন, ভাবলেন এটা ভাসিয়ে রাখার কোন উপাদান দিয়ে তৈরি কিনা।

ড. ফ্যাদম হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ফায়ার!' ফায়ারিং বক্সের সুইচ অন করল একজন ক্রু।

এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না, নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর ভোঁতা গুরুগুরু একটা আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে ধাক্কাটা অনুভব করল সবাই—মনে হলো অতিকায় একটা হাত বোটটাকে ধরে আকাশে তুলে দিতে চাইছে। পরমুহূর্তে ওদের চারদিকে বিস্ফোরিত হলো পানি।

এক সময় নিচে নামল বোট, শান্ত হলো পানি, বোটের পিছনে এসে কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ড. ফ্যাদম। ছোটছোট মাছগুলো পানির ওপর চিৎ হয়ে ভাসছে—লাল, ধূসর, সাদা, খয়েরি।

'ডীপার,' বললেন তিনি। 'জলদানব নিশ্চয়ই আরও অনেক গভীরে আছে। বিস্ফোরণ আরও নিচে ঘটাতে হবে।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে হেলমসম্যান বলল, 'স্যার, বেট বলছে বোটে একটা লিক দেখা দিয়েছে।'

'লিক? কোথায়?'

'গ্লাসে চিড় ধরেছে। নিচে, ভিউইং পোর্টে।'

'তুমি তাহলে বিস্ফোরণের এত কাছে থাকলে কেন?'

'কি? কিন্তু, স্যার, আপনিই তো বললেন যে···।'

'এই বোটের নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর। এত কাছে থাকা বিপজ্জনক বলে যদি মনে করে থাকো, আমার নির্দেশ অমান্য করা তোমার কর্তব্য ছিল!'

হেলমসম্যান হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ইডিয়ট!' বললেন ড. ফ্যাদম, পা বাড়ালেন সামনের দিকে। 'কি রকম লিক? কতটা সিরিয়াস?'

'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'ননসেন্স। এপোক্সি দিয়ে বন্ধ করে দাও,' বললেন ড. ফ্যাদম, তারপর কেবিনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ড. ফেরেল ভাবলেন, গ্রেট! ডুবে মরো এবার, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হোক। ককপিটের চারদিকে চোখ বুলালেন, ভেসে থাকবে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজছেন। কাঠের একটা হ্যাচ কাভার দেখতে পেয়ে হুক খুলে মুক্ত করলেন সেটা, বোটের পিছন দিকটা ডুবে গেলে স্বাধীনভাবে যাতে ভাসতে পারে পানিতে। তীরের দিকে তাকালেন একবার, কতটা দূরে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করলেন। তিন মাইল, নাকি চার মাইল? বলা মুশকিল, মনে হচ্ছে অনেক দূর।

তারপর, ঘাড় ফেরাতে, কাছাকাছি দূরত্বে একটা বোট দেখতে পেলেন তিনি। কিছু করছে না বোটটা, এদিকে মুখ করে স্থির হয়ে

আছে। বেশ বড় একটা বোট।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, ভাবলেন তিনি। বিপদের সময় কেউ অন্তত সাহায্য করতে আসবে।

এঞ্জিনের শব্দ পেলেন তিনি, পায়ের তলায় ডেক কেঁপে উঠল। ঘুরে যাচ্ছে তাঁদের বোট, ফিরে যাচ্ছে তীরের দিকে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ড. ফ্যাদম; ঘামছেন তিনি; মুখের রঙ হয়েছে টকটকে লাল—রাগে কিংবা ক্লান্তিতে।

'ওখানে একটা বোট রয়েছে,' ড. ফেরেল বললেন। 'ইচ্ছে করলে আমরা বোধহয়···।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' ড. ফ্যাদম কেবিন বাল্কহেডের গায়ে ঘুসি মারলেন, তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ওহে!'

দরজা দিয়ে মাথা বের করল হেলমসম্যান। 'ইয়েস, স্যার?'

'ওদিকে ওই বোটটা দেখতে পাচ্ছ? রেডিওতে নির্দেশ দাও, বলো আমাদেরকে যেন অনুসরণ করে।'

'নির্দেশ দেব, ডক্টর?'

'হ্যাঁ,···নির্দেশ দাও। ওদের বলো, আমরা এখানে সরকারী লোক, আমাদের সঙ্গে একজন সরকারী কর্মকর্তা রয়েছেন। বলো, আমাদের পিছু নিতে হবে, কারণ হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দিলে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। খুশি হয়ে তোমার নির্দেশ পালন করবে ওরা। খুশি হয়ে যদি নাও করে, অন্তত ভয়ে বাধ্য হবে।'

'ইয়েস, স্যার।' হেলমসম্যান দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে নিল।

ড. ফ্যাদম জানতে চাইলেন, 'ওদেরকে তুমি চিনতে পারছ?'

'ইয়েস, স্যার।' আবার মাথা বের করল হেলমসম্যান।

'কারা বলো তো?'

'সী কুইন, স্যার—ন্যাট বেল। সঙ্গে সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকও

রয়েছেন।'

'ও!' হঠাৎ যেন চুপসে গেলেন ড. ফ্যাদম। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, থাক। ভুলে যাও।'

'স্যার?'

'বললাম তো, ভুলে যাও। ওদেরকে ডাকার দরকার নেই। আমাদের শুধু তীরে পৌঁছে দাও।'

ভুরু কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকাল হেলমসম্যান, তারপর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'লক্ষ করছ, কি রকম ডেবে রয়েছে বোটটা?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কোথাও ফুটো দেখা দিয়েছে।'

'তুমি চাও আমরা ওটার পিছু নেই?'

'সাহায্য দরকার হলে ডাকবে ওরা,' বলল রানা। 'ডাকলে খুশি হই, যদিও ড. ফ্যাদম ডাকবেন বলে মনে হয় না।' হুইলটা সবেগে ঘোরাল ও, সামনে ঠেলে দিল থ্রটল, এগোল মার্কার-এর দিকে। ওয়েস্টার্ন ব্লু কাট চিহ্নিত করছে ওটা।

গভীর পানিতেই থাকছে রানা, কয়েক মিনিট ধরে বোটের বো ঝাঁক ঝাঁক মরা মাছের ওপর দিয়ে এগোল।

'মাছ আর পাওয়াই যাবে না,' বলল বেল। 'ধেড়ে বদমাশটা সব মেরে ফেলেছে।'

'নির্বুদ্ধিতা দণ্ডনীয় অপরাধ নয়, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়,' বলল রানা। 'যাবজ্জীবন দিয়ে জেলখানায় ভরে রাখা উচিত ভদ্রলোককে।'

'কি ব্যবহার করছে, জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি শিওর, উনি জানেন না। ফাটলেই হলো, আর কিছু জানার দরকার নেই তাঁর। ওয়াটার জেল···সি-ফোর···কিংবা

হয়তো সাদামাঠা ডিনামাইট।'

'বারমুডায় এ-সব কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না,' বলল বেল।

'সরকারী দোকান থেকে সহজেই কেনা যায়। পারমিট? কর্মচারীকে ঘুষ দিলেই হবে। বলতে হবে পুরানো ডক বা বাড়ি ভাঙতে চাও। ড. ফ্যাদমকে এত সব ঝামেলা পোহাতে হবে না, চাইলেই পাবেন।'

'ওটা কি···?' উত্তর দিকে তাকিয়ে ছিল বেল, হাত লম্বা করে কি যেন দেখাল রানাকে।

এক জোড়া ঢেউয়ের মাঝখানে চকচকে কি যেন ভাসছে।

হুইল ঘোরাল রানা, পোর্ট কোয়ার্টারে ঢেউ এসে লাগায় কাত হয়ে পড়ল বোট।

ভাসমান জিনিসটার কাছাকাছি বোট এনে রানা বলল, 'ধ্যেত, আবার সেই জিনিস···অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

স্বচ্ছ মোম-এর মত জিনিসটা, চকচকে, ছয় থেকে আট ফুট লম্বা, দুই থেকে তিন ফুট চওড়া, ঢেউ খেলানো আকৃতি, মাঝখানে একটা গর্ত আছে।

বোট থামিয়ে ফ্লাইং ব্রিজের রেইলিং থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে হোয়েল স্পিউ···তুমি জানো, তিমির মাথায় পাওয়া যায়। আমাদের ভাষায় বলে অম্বর, এক ধরনের সুগন্ধী। কিন্তু স্পার্ম হোয়েলই তো নেই আর এদিকে···।'

মাথা ন্যাড়ল বেল। 'জিনিসটা যথেষ্ট গাঢ় নয়, রানা। তাছাড়া, গন্ধ কোথায়?'

'তা ঠিক···তাহলে কোন মাছের ডিম হতে পারে। কিন্তু কোন্ মাছের ডিম, আমাকে জিজ্ঞেস করো না।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল, 'খানিকটা নিয়ে গিয়ে ড. ফেরেলকে দেখানো উচিত, উনি হয়তো বলতে পারবেন জিনিসটা কি।'

'খানিকটা তাহলে তুলব বলছ?'

'তোল।'

মই বেয়ে নেমে এল বেল, লম্বা হাতলঅলা ডিপ নেট নিয়ে বোটের পিছন দিকে পৌঁছুল। এখানে বোট কিছুটা নিচু হয়ে আছে, পানির নাগাল পাওয়া সহজ।

ছোট একটা বৃত্ত রচনা করে বোট ঘোরাল রানা, জেলির তালটা যাতে বোটের পাশ ঘেঁষে ভেসে যায়।

বোটের বাইরে ঝুঁকে নেট দিয়ে ছুঁলো বেল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল জেলি। 'কি করে তুলব, এ তো ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'নেটে একটুও আটকায়নি?'

'দাঁড়াও, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।'

বোট পিছিয়ে আনল রানা, নেটের হাতল ধরে সামনের দিকে আরও একটু ঝুঁকল বেল।

পানি স্পর্শ করা মাত্র কি যেন একটা আঁকড়ে ধরল নেটটাকে, টান দিল। বেলের হাঁটুর নিচের হাড় নিচু বুলওয়ার্ক-এ বাড়ি খেলো। বোটের বাইরে অতিরিক্ত ঝুঁকে ছিল, ফলে খসে পড়ার অবস্থা হলো ওর।

'রানা!' চিৎকার করল সে, মুক্ত হাতটা দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'নেট ছেড়ে দাও!' পাল্টা চিৎকার করল রানা, কিন্তু ছাড়ল না বেল। তার হাত যেন ওটার সঙ্গে ঝালাই করা, হাতলটা শক্ত করে ধরে থাকল সে। বোট থেকে খসে পড়ল শরীরটা, একটা ডিগবাজি খেয়ে সরাসরি পানিতে। এতক্ষণে নেটের হাতলটা ছাড়ল।

ফ্লাইং ব্রিজের পিছন দিকে ছুটল রানা, মই বেয়ে প্রায় হড়কে নেমে এল নিচে, ছুটল স্টার্নের দিকে। বোট ইতিমধ্যে স্থির হয়ে গেছে, কাজেই প্রপেলারটা বেলের জন্যে কোন বিপদ হয়ে দেখা দেবে না।

তবে রানার উদ্বেগ, ভয় বেড়ে না পানি গিলতে শুরু করে বেল। তাহলে ডুবে মরবে।

আতঙ্ক কাকে বলে বুঝতে পারছে বেল। তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, ভুলে গেল কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়। দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, পানিতে এলোপাথাড়ি বাড়ি মারছে হাত দিয়ে, ওখানে যেন হিংস্র কোন প্রাণী লুকিয়ে আছে। বোটের পিছন থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে সে।

খপ করে একটা রশি তুলল রানা, চিৎকার করে ডাকল, 'বেল!'

কিন্তু বেল ওর ডাক শুনতে পেল না, এখনও আগের মত শুধু হাত ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে।

আলগা রশি কুণ্ডলী পাকাল রানা, একটা প্রান্ত বাগিয়ে ধরে লক্ষ্যস্থির করল বেলের মাথায়, তারপর ছুঁড়ল। সরাসরি তার মুখে গিয়ে লাগল রশিটা, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই বেলের। তবে হাতে রশির স্পর্শ পেতে ধরে ফেলল খপ্ করে। রশি টেনে তাকে ডাইভ স্টেপে তুলে আনল রানা, ঝুঁকল, আঁকড়ে ধরল শার্টের কলার।

ডেকে উঠে শুয়ে পড়ল বেল, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, হড়হড় করে পানি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। খানিক পর কাশতে কাশতে বসল সে, বলল, 'আমার কি হয়েছে বলো তো!'

'নেটটা কে টানছিল, জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাসছে। 'বড় একটা কচ্ছপ, বুঝলে। দেখেছি আমি···চায়নি মাছের ডিমে তুমিও ভাগ বসাও।'

'মরুক শালা!' গাল দিল বেল।

হেসে উঠল রানা। 'এখন তুমি স্বাভাবিক তো?'

'বোট বেচে দিয়ে ট্যাক্সি কিনব···।'

কাপড় নিঙড়ে গায়ে একটা তোয়ালে জড়াল সে। ইতিমধ্যে হুইলে

চলে এসেছে রানা, বোট নিয়ে ফিরে এসেছে যেখানটায় পানির ওপর ভাসছে নেট। এঞ্জিন বন্ধ করল ও, মন্থর গতিতে নেটের দিকে ভেসে যাচ্ছে ওরা। বোট হুক দিয়ে আটকে ওটাকে ডেকে তুলে আনল রানা।

জালের গায়ে একটা ফুটো করেছে কাছিম। জেলি খুব সামান্যই আটকেছে। আঠাল পদার্থ, বিন্দু বিন্দু লেগে আছে জালের সঙ্গে। আঙুলে একটু নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট পদার্থ বলতে কিছুই নেই, নেট থেকে অনেক কষ্টে তোলা হয়তো যায়, তবে পরিমাণে এত সামান্য যে বোতলে ভরা যাবে না। কাজেই জেলিটুকু পানিতে ধুয়ে ফেলল ও, নেটটা ফেলে রাখল ডেকে, উঠে এল ফ্লাইং ব্রিজে।

কয়েক মিনিট পর বাঁক ঘুরে ওয়েস্টার্ন ব্লু কাট-এর মুখে পড়ল বোট, দু'কাপ চা নিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল বেল। 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না, রানা,' বলল সে, একটা কাপ ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

'বোট থেকে পানিতে পড়লে সবারই খুব খারাপ লাগে।'

'না, সে-কথা বলছি না। গোটা পরিস্থিতির কথা বলছি। এর আগেও তো বোট থেকে পানিতে পড়েছি আমি, কিন্তু এরকম আতঙ্কিত হইনি। আমি যে এত ভয় পেতে পারি, ধারণা ছিল না। কারণটা কি বুঝতে পারছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ফ্যাতরা ব্যাটা লোক যতই খারাপ হোক, বোমা মেরে ওটাকে যদি খতম করতে পারে, আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না!'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক দিল রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বেল। 'তারমানে তুমি বলতে চাও, জলদানবকে বোমা মেরে খতম করা যাবে না?'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'কারণ গভীর পানিতে বাস করে ওটা, মারতে হলে প্রথমে ওটাকে ওপরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি নিজেই ভেবে দেখো না, সাগর কি একটা বালতি নাকি যে ভেতরে একটা বোমা ফাটালে ব্যথা পাবে ওটা? বিশাল আটলান্টিকের কোথায় ওটা আছে কে জানে! বোমা ফাটালেই হলো!'

'তাহলে উপায়?'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা, 'তুমি তো আর ওটাকে মারতে যাচ্ছ না, কাজেই এ-সব প্রশ্ন না তুললেও পারো। যাদের কাজ তারা করুক। আমরা সাহায্য করতে চাইলে কি হবে, কেউ আমাদের কথা শুনলে তো।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না বেল। 'যাদের কাজ তারাও তো, তোমার ভাষায়, বোকামি করছে। তাহলে ওটা মরবে কিভাবে?'

'কিভাবে মরবে তা আমি জানি না, তবে কিভাবে মরবে না তা বুঝতে পারি,' বলল রানা। 'অবশ্যই ওঁরা বোকামি করছেন, আর সেজন্যে ওঁদেরকে মূল্যও দিতে হবে।'

'ড. ফেরেল আর মি. হ্যাসটনের প্রস্তাবটা তাহলে···।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা স্কুইডটাকে ধরতে চান। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'দেখা যাচ্ছে কারও ওপরই তোমার ভরসা নেই,' বলল বেল। 'তাহলে তুমি নিজে কেন ওটাকে মারার কথা ভাবছ না?'

'ভাবছি না কে বলল?' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ভাবছি, আমার একটা প্ল্যানও আছে, কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করছে না।'

'কি সাহায্য চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'তোমার কাছ থেকে একটা সাহায্যই চাওয়ার আছে,' বলল রানা। 'বোটটা।'

চেহারা কালো হয়ে গেল বেলের। কয়েক সেকেণ্ড পর কিছু বলার চেষ্টা করল সে, বাধা দিল রানা।

'থাক, বেল। আমি বুঝি। সী কুইন তোমার একমাত্র সম্পদ। তাছাড়া, তোমার বউও চায় না যে···।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বেল বলল, 'হ্যাঁ···।'

অগভীর পানির ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে ওরা। বাঁ দিকে দুর্গের মত ঝুলে রয়েছে ডকইয়ার্ড, আর ডান দিকে দেখা যাচ্ছে ক্যামব্রিজ বীচ, এই সময় বোটের পিছন থেকে বেল বলল, 'আগে তো ওটাকে কখনও দেখিনি, রানা!'

পিছন দিকে তাকাল রানা। উত্তরে, অন্তত তিন মাইল দূরে, ডীপ নর্থ চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে ছোট একটা জাহাজ। লম্বায় একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ফুট হবে, তার বেশি না। খোলটা সাদা, একটা মাত্র কালো চিমনি।

'স্থানীয় নয়,' আবার বলল বেল।

'না।'

'নেভীর জাহাজও নয়। দেখে মনে হচ্ছে প্রাইভেট রিসার্চ ভেসেল।'

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা, রেইলিঙে হাঁটু বাধিয়ে স্থির করল নিজেকে। জাহাজটার দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও। ডেভিটস থেকে একটা লাইফবোট ঝুলছে, স্টারবোর্ড সাইডে। আর, কেবিনের পিছনে, মাথা উঁচু করে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা ইস্পাতের ক্রেন। ক্রেনের নিচে, ক্রেডলে, গোল কি যেন একটা রয়েছে। জিনিসটা যা-ই হোক, গায়ে পোর্টহোল আছে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর রানা বলল, 'আরও একদল বুদ্ধু, বেল। ওদের সঙ্গে ছোট একটা সাবমারসিবল রয়েছে। কিন্তু ওরা যদি ভেবে থাকে···।'

তিন

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন ক্যাপটেন স্টিফেন হান্টার, সই করছেন একটা ফর্মে, এই সময় উদয় হলো ওয়াটারম্যান। দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন?'

'টেডি। কি ব্যাপার?' মুখ না তুলেই কথা বলছেন ক্যাপটেন হান্টার। 'না, থামো, কিছু বলো না। কেন এসেছ, আমিই বরং আন্দাজ করি। তুমি শুনেছ বারমুডায় একটা রিসার্চ ভেসেল এসেছে, অত্যাধুনিক সার্চ গিয়ারে ঠাসা, সঙ্গে দুই মিলিয়ন ডলারের একটা সাবমারসিবল্। অতিকায় জলদানব বা স্কুইডটাকে দেখতে এসেছে ওরা। আরও শুনেছ, জাহাজ ও সাবমারসিবলে নেভির তরফ থেকে একজন লোককে রাখব আমরা। তুমি এসেছ স্বেচ্ছাসেবক হবার আবেদন নিয়ে। তোমার ধারণা, এই কাজের জন্যে তুমিই সবচেয়ে উপযুক্ত।' মুখ তুললেন তিনি। 'কি?'

'আমি···ইয়েস, স্যার,' অফিসে ঢুকে ক্যাপটেনের ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ওয়াটারম্যান।

'তুমি কেন, টেডি? তুমি তো সাবমেরিনার নও। তাছাড়া, কোন সীম্যানকে না পাঠিয়ে একজন অফিসারকে আমি পাঠাব কেন? ওখানে একজোড়া চোখ থাকলেই চলে আমার, দেখতে হবে চিড়িয়াগুলো যাতে যেখানে-সেখানে নাক গলাতে না পারে কিংবা নেভির কোন আণ্ডারওয়াটার কেবল দুর্ঘটনাবশত ছিঁড়ে না ফেলে।'

'আমি একজন ডাইভার, স্যার,' ওয়াটারম্যান বলল। 'পানির নিচে আমাদের ইকুইপমেন্ট কি রকম দেখতে, আমি জানি। অন্য লোক যা দেখতে পাবে না, আমি হয়তো তা দেখতে পাব।' এক মুহূর্ত বিরতি নিল সে। 'আমার ইউডিটি ট্রেনিং নেয়া আছে, স্যার।'

'ইউডিটি ট্রেনিং?' বললেন ক্যাপটেন। 'গড, টেডি, লোকগুলো এখানে কিছু উড়িয়ে দিতে আসেনি। ম্যাগাজিনের লোক ওরা, সবার আগে প্রথম জায়্যান্ট স্কুইডের ছবি তুলতে চায়। যে স্কুইড, আমার ধারণা, এখান থেকে ইতিমধ্যেই হাজার মাইল দূরে সরে গেছে।'

'বারমুডা সরকারের সঙ্গে তাহলে ওদের চুক্তিটা কি, স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম এ-ব্যাপারে কোন রকম প্রচারণা বারমুডা একেবারেই চাইছে না।'

'তুমি ভুল ভেবেছ। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার জড়িত। বারমুডা পথে বসে যাচ্ছে, টেডি। ট্যুরিজম প্রায় শেষ। হোটেলগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে, রেস্তোরাঁয় খদ্দের নেই, স্পোর্ট ফিশিং বন্ধ, ডাইভিং বিজনেসও অচল হয়ে পড়েছে। এক্সপ্লোরার ফাউণ্ডেশন যখন বলল···।'

'এক্সপ্লোরার, স্যার?'

'ও, কিছুই তাহলে জানো না। তবে শোনো···।' শুরু করলেন ক্যাপটেন হান্টার।

এক্সপ্লোরার নতুন একটা ম্যাগাজিন, মালিক বল-বেয়ারিং বিজনেসে আছেন, মাঠে নেমেছেন এক টন টাকা নিয়ে। পত্রিকার লোকজন তাদের আনকোরা নতুন সাবমারসিবল নিয়ে কেইম্যান আইল্যাণ্ডে ছিল, ছবি তুলছিল গভীর পানির অদ্ভুত সব জিনিসের, এই সময় শুনতে পেল বারমুডায় অতিকায় একটা স্কুইড দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনা দেখতে পায় তারা, স্কুইডটার ছবি ছাপতে পারলে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির সম পর্যায়ে উঠে আসতে পারে পত্রিকাটা। ন্যাশনাল

জিয়োগ্রাফির কোন সাবমারসিবল নেই। কারুরই নেই, অন্তত কোন আমেরিকানের নেই, একমাত্র নেভি বাদে। বারমুডা সরকার চিন্তা করল, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। পত্রিকার লোকগুলোকে আসতে দেয়াই উচিত। ওরা যদি স্কুইডটাকে দেখতে পায়, তাহলে হয়তো সেটাকে মারারও একটা ব্যবস্থা করতে চাইবে বা পারবে। আর যদি দেখতে না পায়, প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে স্কুইড চলে গেছে, বারমুডা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ক্যাপটেন হান্টার থামতে ওয়াটারম্যান বলল, 'ইউএস নেভির ভূমিকাটা তাহলে কি, স্যার? আমরা কিভাবে নাক গলাতে পারি? বলতে চাইছি, এটা তো বারমুডার পানি।'

'আমাদের ভূমিকা? টেডি, কাম অন। বারমুডার পানি বলে কিছু নেই। আইনের বিচারে এটা ন্যাটোর পানি। তবে, আসল কথা, লোকগুলো আমেরিকান।'

আমেরিকানদের বারমুডা সরকার কেন খাতির করতে বাধ্য, ক্যাপটেন হান্টার তা ব্যাখ্যা করলেন না। দরকারও ছিল না, টেডি ব্যাপারটা বোঝে। বলা হয় বটে যে সোনার ট্র্যাকারগুলো স্থাপন করেছে বারমুডা সরকার, কিন্তু তা সত্যি নয়। আমেরিকার টাকায়, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা কাজটা করে দিয়ে গেছে, ফলে রাশিয়ার সাবমেরিনগুলোর গতিবিধির ওপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে। শুধু এই একটা ব্যাপারে নয়, আরও অনেক ব্যাপারে আমেরিকার কাছে বাঁধা পড়ে আছে বারমুডা। তাই পেন্টাগন যখন চুক্তিটার কথা শুনল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন হান্টারকে নির্দেশ দিল, জাহাজ ও সাবমারসিবলে অবশ্যই ইউএস নেভির একজন লোক থাকতে হবে। ইউএস নেভির ডীপ ওয়াটার অ্যাসেট অন্য কোন লোক দেখে ফেলবে, হোক তারা আমেরিকান, অথচ তাদের সঙ্গে ইউএস নেভির পাহারা থাকবে না, এ স্রেফ হতে পারে না।

চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপটেন হান্টার। 'পরিস্থিতিটা বুঝতেই পারছ,' বললেন তিনি। 'এখন তোমার প্রসঙ্গ। কেন তুমি সাবমারসিবলে থাকতে চাইছ? উদ্দেশ্যটা কি বন্ধু ন্যাট বেলকে সাহায্য করা? তার জন্যে শিপরেক খুঁজে বের করা?'

'না, স্যার।' তাড়াতাড়ি বলল ওয়াটারম্যান, বিব্রত বোধ করছে। রীফের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় শিপরেক খোঁজে সে, এ-খবরও যে ক্যাপটেন রাখেন, তার ধারণা ছিল না। কিভাবে তিনি জানতে পেরেছেন, অনুমান করা সহজ। হেলিকপ্টারে কখনই একা থাকে না সে, আর নেভি বেস ছোট্ট একটা জায়গা, পরচর্চা করার প্রচুর সময় পায় সবাই। 'পাঁচশো বা হাজার ফুট নিচে শিপরেক দেখতে পেলেই বা কি, তা উদ্ধার করার কোন উপায় নেই।'

'তাহলে কি?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। 'কি কারণে সমুদ্রের আধ মাইল নিচে নামতে চাইছ তুমি? এমন সব লোকের সঙ্গে, যাদের তুমি চেনো না। সাবমারসিবল কি জিনিস, জানো? ছোট একটা ইস্পাতের কফিন। তাছাড়া, ওরা এমন একটা জিনিস খুঁজতে যাচ্ছে যেটা হয়তো আশপাশে কোথাও নেই। আর যদি থাকে, তুমি ওটার হাতে মারাও যেতে পারো। তাহলে?' নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিউইয়র্ক থেকে আজ তাঁকে ফোন করেছিলেন, তাঁর নির্দেশে মাসুদ রানা নামে এক ট্যুরিস্ট ভদ্রলোককে সাক্ষাৎ দান করতে হয়েছে তাঁর। সেই ভদ্রলোককেও এই যুক্তিটা দেখিয়েছেন তিনি, স্কুইডটা সম্ভবত বারমুডা ছেড়ে চলে গেছে। যুক্তিটা ভদ্রলোক মানেননি, বরং আবেদন জানিয়েছেন নেভি যাতে সাবটাকে পানিতে নামতে না দেয়, নামলে নাকি বিপদ হতে পারে। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন ক্যাপটেন।

'আমি যেতে চাইছি, কারণ...,' ইতস্তত করছে ওয়াটারম্যান, জানে

তার যুক্তি বেশিরভাগ মানুষেরই মেনে নিতে কষ্ট হবে। '...কারণ, এ এমন একটা কাজ যা আগে কখনও করিনি আমি। একটা সাবমারসিবলে চড়ে নিচে নামতে কেমন লাগে আমি জানতে চাই।'

'তুমি তো আগে কখনও চাঁদেও যাওনি। কেউ বললে তুমি তার সঙ্গে যাবে ওখানে?'

'ইয়েস, স্যার। অবশ্যই যাব আমি।'

'গড অলমাইটি, টেডি,' বললেন ক্যাপটেন হান্টার, মাথা নাড়ছেন। 'ঠিক আছে, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। চারটের সময় ডকইয়ার্ডে হাজির থেকো। আজ রাতেই গভীর সাগরে চলে যাবে ওরা, সাব নিয়ে ডুব দেবে কাল।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল ওয়াটারম্যান। 'ব্যাপারটা কতটুকু অফিশিয়াল, স্যার? আমাকে কি ইউনিফর্ম পরতে হবে?'

'না। তবে সোয়েটার আর গরম মোজা সঙ্গে নিয়ো। শুনেছি তিন হাজার ফুট অন্ধকার পানির নিচে নাকি ঠাণ্ডা খুব বেশি।'

'ইয়েস, স্যার।' স্যালুট করে ঘুরল ওয়াটারম্যান।

'টেডি।' দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সে, দাঁড় করালেন ক্যাপটেন হান্টার।

'স্যার?'

'আমি নিজেই তোমাকে পাঠাতাম, তুমি স্বেচ্ছাসেবক হতে না চাইলেও।' নিঃশব্দে হাসলেন ক্যাপটেন। 'আমি শুধু তোমার যুক্তিটা শুনতে চেয়েছিলাম।'

কোয়ার্টারে ফিরে একটা ওভারনাইট ব্যাগ গুছিয়ে নিল ওয়াটারম্যান, টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে ভেতরে ভরল একটা ওয়াকম্যান, কয়েকটা টেপ আর একটা বই। শাওয়ার সেরে জিনস আর ডেনিম শার্ট পরতে

তিনটে বেজে গেল। ডকইয়ার্ডটা বারমুডার আরেক প্রান্তে, মোটরবাইকে এক ঘণ্টার পথ, কাজেই তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। তারপর মনে পড়ে গেল, বেল আর তার ট্যুরিস্ট বন্ধুর সঙ্গে কাল ডাইভিং-এ যাবার কথা হয়ে আছে তার। কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে।

ফোন ধরল এনা, বেলের স্ত্রী। ওয়াটারম্যান মেসেজ দেয়ার আগেই সে বলল, বেল বোটে আছে, এখুনি তাকে ডেকে দিচ্ছে। অপেক্ষা করার সময় ওয়াটারম্যান ভাবল, ওদেরকে তার বলা উচিত কিনা কোথায় যাচ্ছে সে। নেভি গোপনীয়তা রক্ষাটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, তার ধারণা এই অভিযানটাও ক্লাসিফায়েড। তারপর ভাবল, একটা ম্যাগাজিন স্কুইডের ছবি তুলবে, এর মধ্যে গোপনীয়তার কি আছে? নেভি তো মেসের জন্যে কেনা আলু-পিঁয়াজকেও ক্লাসিফায়েড মনে করে। ধুত্তোর, সিক্রেসির নিকুচি করি। ইতিমধ্যে সম্ভবত দ্বীপের কারও জানতে বাকি নেই, সাবমারসিবল নিয়ে কেন এসেছে জাহাজটা।

'ফোন করেছ ভালই হয়েছে, টেডি,' অপরপ্রান্তের রিসিভারে বলল বেল। 'আমিই তোমাকে ফোন করতাম। শোনো, কাল আমরা ডাইভিং-এ যেতে পারছি না, দুঃখিত।'

'ও,' মনে মনে খুশি হলো ওয়াটারম্যান। 'কেন?'

'সে অনেক কথা, দেখা হলে বলব। আমরা একটা ম্যাগাজিনের হয়ে কিছু কাজ করে দিচ্ছি।'

স্বভাবতই কৌতূহল হলো ওয়াটারম্যানের। 'মানে? কোন ম্যাগাজিনের কি কাজ?'

'তাহলে শোনো...' শুরু করল বেল।

সাবমারসিবল নিয়ে যে জাহাজটা বারমুডায় এসেছে সেটার নাম ফিলিপ এক্সপ্লোরার। নামটা দেখেই রানার সন্দেহ হয়, বল-বেয়ারিং

বিজনেসের রাজা বলে খ্যাত ফিলিপ মরগানের নয় তো ওটা? ডকইয়ার্ডে গিয়ে ক্রুদের সঙ্গে কথা বলে ও, জানতে পারে ওর ধারণাই ঠিক। ফিলিপ মরগান ওর ঠিক বন্ধু নয়, তবে দু'জনের পরিচয় অনেক দিনের। বিসিআই এজেন্ট বা রানা এজেন্সির কর্ণধার হিসেবে নয়, ফিলিপ মরগান ওকে ভিনসেন্ট গগলের বন্ধু হিসেবে চেনে। গগল পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় বলেছিল, 'আমার বন্ধু, জাহাজ ব্যবসায়ী।' কথাটা যে মিথ্যে তা নয়, একটা শিপিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছে রানা। গত পাঁচ-সাত বছরে পাঁচ-সাতবার ফিলিপ মরগানের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, পরস্পরকে ওরা পছন্দ করে।

পরিচয় জানার পর জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে রানা। জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে তাঁকে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে ও, তারপর পরামর্শ দেয়, এত ছোট একটা সাবমারসিবল নিয়ে ওটাকে মারতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ক্যাপটেন, ক্রুরাও, ওর কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। রানা ওর ভয়ের কারণটাও ব্যাখ্যা করে শোনায়। সাবমারসিবলটা স্কুইডের তুলনায় একটা ঠুনকো খেলনা, যে-কোন বিপদ ঘটতে পারে। তাতেও কোন লাভ হয়নি। অগত্যা বাধ্য হয়ে নিউ ইয়র্কে টেলিফোন করে ও, সরাসরি ফিলিপ মরগানের সঙ্গে কথা বলে।

রানার কথা মন দিয়েই শোনেন ফিলিপ মরগান। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, রানার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি তিনি, ওর বক্তব্য মেনে নিয়েই পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'আপনি আমার শুভানুধ্যায়ী, সাবধান করে দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি সহ সমস্ত পত্রিকায় খবর পৌঁছে গেছে যে আমরা স্কুইডটার ছবি তোলার জন্যে সাবমারসিবল পাঠিয়েছি। এখন যদি পিছিয়ে আসি, আমাদের পত্রিকা

এক্সপ্লোরার একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই, এখন এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।'

রানা জানতে চায়, 'কি সেটা?'

ফিলিপ মরগান জবাব দেন, 'আপনি বারমুডায় আছেন, এটা আমার সৌভাগ্য। বিপদ যখন সত্যি ঘটতে যাচ্ছে, আপনার সাহায্য আমাকে পেতেই হবে। সাবমারসিবলের কাজ সাবমারসিবল করুক, আপনি আমার জাহাজে পায়ের ধুলো দেন, মনিটরে লক্ষ করুন সাবমারসিবল সত্যি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে কিনা। ক্যাপটেনকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনার নির্দেশ মেনে চলবেন তিনি। মি. রানা, প্লীজ, আপনি কিন্তু এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না···।'

রানা দেখল, ফিলিপ মরগান কৌশলে ওকেও তাঁর অভিযানে জড়াতে চেষ্টা করছেন, পরিকল্পনাটা বাদ দেয়ার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। প্রস্তাবটা গ্রহণ কোন করার ইচ্ছে ওর ছিল না, রাজি হলো শুধু সাবমারসিবলের ক্রুদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। ওরা যে মারাত্মক বিপদে পড়তে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, অথচ নিষেধ করলেও মানবে না, কাজেই দেখা যাক ওদের সঙ্গে থেকে বিপদটাকে এড়ানো যায় কিনা। রাজি হলো ঠিকই, তবে ফিলিপ মরগানের প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী আনল। ঠিক হলো, এসকর্ট হিসেবে ন্যাট বেলের সঙ্গে একটা চুক্তি হবে মরগান এক্সপ্লোরারের। যা-কিছু করবে রানা, সবই বেলের বন্ধু হিসেবে। যেহেতু চুক্তি, কাজেই টাকা পয়সার প্রসঙ্গ উঠল। ফিলিপ মরগান ক্যাপটেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানলেন, আসলেও তাদের একজন এসকর্ট লাগবে। ঠিক হলো, দৈনিক এক হাজার ডলার করে পাবে বেল। রানার কাজ ও পদটা অবৈতনিক।

সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল ওয়াটারম্যান। 'তারমানে তোমরা যাচ্ছ? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম···।'

'স্কুইডটাকে কোথায় খুঁজতে হবে ওরা তা জানে না। জানে না ড্রপ-অফ কোথায়, কিংবা বটম শেল্ফ কোথায় শেষ হয়েছে, অথবা গভীর পানি কোথায় শুরু হয়েছে। ওদের সঙ্গে একটা ফ্যাদোমিটার আছে, আছে সাইড-স্ক্যান সোনার, সময় নিয়ে চেষ্টা করলে এ-সব নিজেরাই জেনে নিতে পারে। কিন্তু ওই বোট চালাতে দৈনিক নিশ্চয়ই দশ হাজার ডলার খরচ হয়, কাজেই আমাকে শর্টকাট হিসেবে ভাড়া করেছে ওরা।'

'আর তুমিও রাজি হয়েছ? কিন্তু···।'

'টেডি, একদিনে এক হাজার ডলার। তাছাড়া, আমার জন্যেই কৌশলে কাজটা আদায় করেছে রানা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে তো কিছুই করতে হবে না। ওদের জাহাজে থাকবে রানা, দেখিয়ে দেবে কোনদিকে যেতে হবে, কোথায় তাক করতে হবে ক্যামেরা। আমি শুধু জাহাজ থেকে দূরে পানির ওপর সাবমারসিবল মাথাচাড়া দিলে অনুসরণ করব সেটাকে।' হেসে উঠল বেল। 'রানা আমাকে চুপিচুপি বলেছে, সাবে কোনমতেই থাকবে না ও। আর আমি তো ওদের জাহাজেও থাকছি না। থাকছি সী কুইনে। কাজেই ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'বেল,' বলল ওয়াটারম্যান, অনুভব করল তার উৎসাহ কর্পূর হয়ে উবে যাচ্ছে, 'আমাকে সাবমারসিবলে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'তোমাকে···হোয়াট!' আঁতকে উঠল বেল। 'কি বলছ!'

কেন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা করল ওয়াটারম্যান।

এক পর্যায়ে বেল জানতে চাইল, 'ক্যাপটেন হান্টারের কেন মনে হয়েছে ওরা স্কুইডটাকে খুঁজে পাবে না?'

'নেভির ধারণা ওটা চলে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান। 'শুধু নেভি নয়, ওশেনোগ্রাফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও তাই বলছে।'

বেল বলল, 'কিন্তু রানার ধারণা উল্টোটা। ওর সঙ্গে আমার কথা

হয়েছে। ড. ফেরেলও মনে করেন যে স্কুইডটা এখনও আছে এদিকে, তা না হলে কানাডায় ফিরে যেতেন তিনি।'

'আর তুমি? তুমি কি মনে করো?'

'আমিও মনে করি···টেডি, আমার কথা শোনো।'

'কি?'

'যেয়ো না।'

'আমাকে যেতেই হবে, বেল। উপায় নেই,' মন খারাপ করে বলল ওয়াটারম্যান। এখন সত্যি তার ভয়ই করছে।

'উপায় না থাকলে মরো!' রেগে গেল বেল। 'ঠিক আছে, জানিয়ে ভালই করেছ। রানাকে আমি এখুনি সব বলছি। তোমার ওপর নজর রাখবে ও।'

'ঠিক আছে,' মিনমিন করে বলল ওয়াটারম্যান।

বাটিক শপ, কাফে, স্যুভেনির শপ, তারপর একটা মিউজিয়ামকে পাশ কাটিয়ে ডকইয়ার্ডে ঢুকল ওয়াটারম্যান। নাম দেখে চিনতে পারল জাহাজটা—মরগান এক্সপ্লোরার। জাহাজটাকে পাশে রেখে হাঁটার সময় পদক্ষেপগুলো গুণল সে। কমবেশি দেড়শো ফুট হবে। জাহাজের বেশির ভাগটাই খোলা, চিমনি আর কেবিনের মাঝখানে ক্রেডলে তোলা রয়েছে সাবমারসিবল, তারপুলিন দিয়ে ঢাকা। একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায়, নতুন তৈরি করা হয়েছে জাহাজটা, হয় হল্যাণ্ড নয়তো জার্মানীতে। কেনার পর অত্যন্ত যত্ন করা হচ্ছে, খোলে একবিন্দু মরচের দাগ পড়েনি, আঁচড় লাগেনি রঙে। ডেকের রশিগুলো নিখুঁতভাবে কুণ্ডলী পাকানো, বিকেলের রোদে ইস্পাত আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি সুপারস্ট্রাকচার চকচক করছে। যে-ই মালিক হোক জাহাজটার, ভাবল সে, টাকার ব্যাপারে তার কোন উদ্বেগ নেই।

বোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে, রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে এক ঝাঁক ছোট মাছকে।

'হ্যালো,' বলল ওয়াটারম্যান।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটা বলল, 'হাই।' সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস হবে তার, বেশ লম্বা, গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। কাটঅফ জিনস পরে আছে, ওপরে পুরুষদের অক্সফোর্ড শার্ট, প্রান্তটা কোমরে গোঁজা, কব্জিতে রোলেক্স ডাইভার'স ওয়াচ। বাদামী চুল ছোট করে কাটা, কপাল থেকে পিছন দিকে টান টান হয়ে আছে। গলায় পেঁচানো কর্ড থেকে ঝুলছে একজোড়া সানগ্লাস।

'আমি টেড়ি ওয়াটারম্যান···লেফটেন্যান্ট ওয়াটারম্যান।'

'ওহ্,' বলল মেয়েটা। 'তুমি আসছ আমরা জানি। উঠে এসো, উঠে এসো!' হাসছে সে।

গ্যাঙওয়ে ধরে ডেকে উঠে পড়ল ওয়াটারম্যান।

'আমি জোনা···' বলল মেয়েটা, হাসিমুখে হাত বাড়াল। 'ছবি তুলি।' পথ দেখিয়ে জাহাজের পিছন দিকে, কেবিনের ভেতর নিয়ে এল তাকে।

কেবিনটা বেশ বড়, আরামদায়ক ফার্নিচারে সাজানো। ডেকে বোল্ট দিয়ে আটকানো একজোড়া সোফা, দুটো ফোল্ডিং টেবিল, খানকতক প্লাস্টিক চেয়ার, পেপারব্যাক বইয়ের কয়েকটা র‍্যাক ছাড়াও শেলফে রয়েছে একটা টেলিভিশন সেট ও ভিসিআর। সামনে ব্রিজে ওঠার ধাপ, আরেক প্রস্থ ধাপ নেমে গেছে পিছনের গ্যালি আর স্টেটরুমে।

একজন লোককে দেখা গেল, শক্ত-সমর্থ, চুলগুলো খুলি কামড়ে আছে, চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করা কঠিন। ওয়াটারম্যান ধারণা করল, ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। ডেকে বসে জেমস বণ্ড মুভি

দেখছে ভিসিআর-এ।

'ও জর্জ,' বলল জোনা। 'সাব চালায়। জর্জ, এ টেডি।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'হাই!'

ওয়াটারম্যান দেখল একটা টেবিলে ভিড় করে রয়েছে ক্যামেরা, লাইট মিটার, ফিল্মের বাক্সসহ আরও নানা ধরনের জিনিস-পত্র। 'তোমাদের সঙ্গে কোন লেখক আছে নাকি?' জানতে চাইল সে।

'নেই,' বলল জোনা। 'সব আমিই করি। তাছাড়া, আমরা যদি এই জলদানবের ছবি তুলতে পারি, পড়ার আগ্রহ কারও থাকবে না।' পিছন দিকের সিঁড়িটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'নিচে এক জোড়া খালি কেবিন আছে। তোমার জিনিস-পত্র যেখানে খুশি রাখতে পারো।'

একটা চেয়ারে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল ওয়াটারম্যান। 'মরগান কে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'জাহাজের নামটা মরগান এক্সপ্লোরার হলো কেন?'

'ফিলিপ মরগান···মরগান বেয়ারিং···দা মরগান ফাউণ্ডেশন ···মরগান পাবলিকেশন্স। বেয়ারিং ফাউণ্ডেশনকে টাকা জোগান দেয়, জাহাজটার মালিক ফাউণ্ডেশন। প্রকাশনা সংস্থার দরকার হলে ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে ধার চায় জাহাজটা।'

'তুমি তাহলে ফিলিপ মরগানের চাকরি করো?'

'না, আমি ফ্রি ল্যান্সার। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি, ট্রাভেলার, ভয়েজার, যে-ই টাকা দেয় তার হয়েই কাজ করি।'

'হেই, নেভি ম্যান,' ব্রিজ থেকে হাঁক ছাড়ল এক লোক।

'এসো, ক্যাপটেন মিগুয়েল বারবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল জোনা, ওয়াটারম্যানকে নিয়ে ব্রিজে উঠে এল।

ক্যাপটেনের বয়েস প্রায় চল্লিশ। লাল চামড়া, মোটাসোটা। কড়া মাড় দেয়া সাদা শার্ট পরে আছেন, তাঁর সঙ্গে ক্যাপটেন'স শোল্ডার বোর্ড কোমরের নিচে নিখুঁত ভাঁজ সহ কালো ট্রাউজার, চকচকে কালো

জুতো। চার্টের ওপর রুলার-পেন্সিল দিয়ে কাজ করছেন তিনি। 'এই ভদ্রলোক, মি. মাসুদ রানা,' বললেন ক্যাপটেন, 'আমাকে এখানে নোঙর ফেলতে বলছেন।' চার্টের গায়ে পেন্সিলের টোকা দিলেন তিনি। 'কিন্তু এখানে তো বটম বলে কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা তিনি আপনাকে ব্যাখ্যা করেননি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'প্রতিটি ধাপ। এখানে এই পয়েন্টের চারপাশ, এখান থেকে উত্তর দিকের বয়া, তারপর উত্তর-পশ্চিম দিকে এসে এখান পর্যন্ত। কিন্তু চার্ট বলছে পাঁচশো ফ্যাদমের নিচে এখানে কোন বটম নেই। পাঁচশো ফ্যাদমে তো নোঙর ফেলার উপায় নেই আমার।'

'তিনি যা বলছেন তাই করুন,' পরামর্শ দিল ওয়াটারম্যান। 'উনি যদি বলেন ওখানে বটম আছে, তাহলে অবশ্যই আছে। না জেনে কথা বলার মানুষ মাসুদ রানা নন। হতে পারে সত্যি হয়তো কোন বটম নেই ওখানে, তবে পাহাড়ের একটা চূড়া থাকতে পারে, কিংবা একটা কার্নিশ। এমন কি শেলফের একটা অংশও হতে পারে।'

'কিন্তু চার্ট···।'

'চার্টের কথা ভুলে যান,' বলল ওয়াটারম্যান।

পাঁচটার সময় ডকইয়ার্ড ত্যাগ করল মরগান এক্সপ্লোরার, উত্তরের চ্যানেল মার্কারের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটারম্যান ও জোনা কেবিনের মাথায় অবজারভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে, দিগন্তরেখায় নেমে আসা সূর্যের আলো বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন স্তরের মেঘের গায়ে লেগে ওগুলোর রঙ বদলে দিচ্ছে।

'তুমি থাকো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'বলা যায় সান ফ্রান্সিসকোয়। আসলে কোথাও না। ওখানে খুদে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে বটে, শুধু ফেরার একটা জায়গা হিসেবে। বছরের দশ কি এগারো মাসই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়।'

'তারমানে তুমি বিবাহিত নও।'

'কি করে!' বলে হাসল জোনা। 'কে নেবে আমাকে, বলো? আমাকে তো সে দেখতেই পাবে না।'

'তাহলে এই পেশা বেছে নিলে কেন?'

'বলতে পারো নেশা,' এবার হাসল না জোনা। 'নেশাটা কি করে হলো বলি। সরে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, পার্টটাইম কাজ করছি ক্যানসাসের ছোট একটা ম্যাগাজিনে। ওরা একটা কাজ দিল, আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে হিংস্র প্রাণীদের ছবি তুলতে হবে। গেলাম, তুললাম ছবি। ব্যস, ওয়াইল্ডলাইফ আমাকে পেয়ে বসল। বুঝলাম, ঘর-সংসার আর পেশা, দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে আমাকে—দুটোই একসঙ্গে পাওয়া হবে না। আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুরা, স্পোর্টস বা অ্যাডভেঞ্চারে স্পেশালাইজড, দশজন বিয়ে করেছে, কিন্তু নয়জনের বিয়েই টেকেনি।'

'পেশাটা কি এত ভাল যে নিজেকে এভাবে বঞ্চিত করা যায়?'

'এতদিন তো ভালই লেগেছে। দুনিয়ার প্রায় সবখানে গেছি আমি, আমার পাসপোর্ট ফোন বুকের মত মোটা। বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, উদ্ভট সব কাণ্ড ঘটিয়েছি, ছবি তুলেছি বাঘ থেকে শুরু করে সৈনিক পিঁপড়েদের। তবে এবার যেন ক্লান্ত লাগছে। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয়, এবার কোথাও স্থির হয়ে বসি। কিন্তু যখনই এ-সব চিন্তা করি, ঠিক একটা ফোন আসে, অমনি আবার ছুটতে হয় আমাকে।' হাত তুলে সাগর দেখাল জোনা। 'এই যেমন এবার।'

'বড় আকৃতির স্কুইড সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'কিছুই জানি না। মানে, প্রায় কিছুই জানি না। আসার পথে কয়েকটা আর্টিকেল পড়েছি। জেনেছি, আজ পর্যন্ত কেউ ওটার ছবি তুলতে পারেনি। আমার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। আগে কেউ করেনি, এরকম কাজ করার সুযোগ খুব কমই আসে।'

'ওগুলো বিরল, জানো তো? আর অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'সেখানেই তো মজাটা,' বলল জোনা। 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো, টেডি। আমরা এমন একটা কাজ করার জন্যে টাকা পাচ্ছি যে কাজটা করার জন্যে অনেকে নিজের পকেট থেকে সব টাকা বের করে দিতে রাজি আছে। ঝুঁকি নাও, আবিষ্কার করো। এর নামই তো জীবন।'

জোনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা অনুভব করল ওয়াটারম্যান, যে ব্যথাটা অনেকদিন হলো সে অনুভব করে না। চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার কথা মনে পড়ে গেছে ওর।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন ক্যাপটেন বারবি, ইঙ্গিতে ফ্যাদোমিটারটা দেখালেন, 'ওখানে কোন বটম নেই।' চৌকো স্ক্রীনে অস্পষ্ট কমলা রঙের আলো প্যাক খাচ্ছে, চারশো আশি ফ্যাদম মার্ক পেরোবার সময় উজ্জ্বল হচ্ছে সামান্য।

'কোন ভুল হয়নি তো, ঠিক জায়গায় পৌঁচেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'স্যাটন্যাভ তাই বলছে, ঠিক জায়গায় রয়েছি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াটারম্যান। পানির রঙে এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যাবে আশপাশে কোথাও অগভীর কিছু আছে। ইউনিফর্মের খাকি মনে হচ্ছে সাগরকে। 'আপনি নোঙর ফেলুন,' বলল সে।

'আপনার পক্ষে বলা সহজ, নেভি ম্যান,' ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করলেন ক্যাপটেন বারবি। 'আমাদের অ্যাংকার আর চেইন অত্যন্ত দামি জিনিস···।'

'ফেলুন। যদি খোয়া যায়, আমি নিজে ডুব দিয়ে তুলে আনব।' হাসল ওয়াটারম্যান।

তার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, বললেন, 'শুধু আপনার কথায়।' একটা বোতামে চাপ দিয়ে রিলিজ করলেন নোঙর। পানিতে ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো, বোর দিক থেকে ভেসে এল চেইন নেমে যাবার আওয়াজ। চেক শার্ট পরা একজন ক্রু ফোরডেকে দাঁড়িয়ে, চেইনের নেমে যাওয়া দেখছে।

'আপনার সাইড স্ক্যান অন করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'অবশ্যই।'

সাইড স্ক্যান সোনারের সুইচ অন করল ওয়াটারম্যান, মুখটা চেপে ধরল রাবার গ্যাসকিট-এ। ধূসর স্ক্রীন উজ্জ্বল হলো, ফুটে উঠল সাদা একটা রেখা, রিফ্লেক্টেড সোনার ইমপালস-এর তৈরি, আধ মাইল দূরে সাগরতলের রঙিন নকশা দেখাচ্ছে। কোথায় ওটা? ভাবছে সে। গোপন একটা শেলফ না থেকেই পারে না, গভীর তলায় তলিয়ে যাবার আগে সেটার ওপর অবশ্যই আটকাবে নোঙর। কোথায়?'

শুনতে পেল ক্যাপটেন বারবি বলছেন, 'আপনার কথা শুনে দেখছি বোকামিই করলাম!' আর ঠিক তখনই সোনার স্ক্রীনের বাম কোণে খুদে একটা সাদা দাগ ফুটল, ফুটিয়ে তুলল পাহাড়-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাহু। চেইন নেমে যাবার শব্দ থেমে গেল।

'দু'শো দশ ফুট,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'হাউ দা হেল মি. রানা নোয দ্যাট? উনি তো শুনেছি লোকালও নন!'

'গত দশ বছরে সাত-আটবার বারমুডায় এসেছেন তিনি,' বলল ওয়াটারম্যান। 'প্রতিবার এসে মন্থন করেছেন সাগর। ভদ্রলোকের এ এক নেশা। প্রতিটি কার্নিশ তাঁর চেনা। তিনি জানেন, স্রোত কিভাবে আপনার নোঙরটাকে বয়ে নিয়ে যাবে।'

'ভদ্রলোক কি জানেন, কোথায় পাওয়া যাবে স্কুইডটাকে?'

'স্কুইডের খবর কেউ জানে না,' বলল ওয়াটারম্যান, সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে নেমে গেল সে।

কেবিনে ডিনার খেলো ওরা। হ্যামবার্গার, ধূমায়িত পাস্তা আর স্যালাড। বাসন-পেয়ালা ধোয়ার পর দু'জন ক্রুকে নিয়ে ভিসিআর-এ 'দা হান্ট ফর দা রেড অক্টোবর' দেখতে বসল জর্জ, ক্যাপটেন বারবি ফিরে গেলেন ব্রিজে।

ওয়াটারম্যান আর নিজের জন্যে কাপে কফি ঢালল জোনা, ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বের করল, তারপর পথ দেখিয়ে বেরিয়ে এল খোলা স্টার্নে। চাঁদটা এত বেশি উজ্জ্বল, চারপাশের সবগুলো তারাকে নিভিয়ে দিয়েছে। সাগর কাঁচের মত সমতল দেখাচ্ছে।

'তোমার ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল জোনা। 'বিয়ে করেছ?'

'না,' বলল ওয়াটারম্যান। তারপর, কি মনে করে, সে তার অকালে হারিয়ে যাওয়া দুঃখজনক প্রেমের কাহিনীটা শোনাল।

'মর্মান্তিক,' শোনার পর মন্তব্য করল জোনা। 'এ-ধরনের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে, আমার বোধহয় নেই।'

ওয়াটারম্যান কিছু বলার আগে ক্যাপটেনের চিৎকার ভেসে এল ব্রিজ থেকে, 'হ্যালো, নেভি ম্যান!'

একটা প্যাসেজ ধরে পোর্ট সাইডে চলে এল ওরা, ইস্পাতের ধাপ বেয়ে ব্রিজের দরজা পর্যন্ত উঠল।

'ভেতরে ঢুকুন,' আহ্বান জানালেন ক্যাপটেন বারবি।

ব্রিজে ঢুকল ওয়াটারম্যান। অন্ধকারে পরিত্যক্ত একটা নাইটক্লাবের মত লাগছে। আলো বলতে শুধু ইলেকট্রনিক গিয়ারে লাল, সবুজ আর কমলা আভা দেখা যাচ্ছে।

'জিনিসটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন, সাইড-স্ক্যান সোনার-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'কি দেখব?'

'নোঙরের চেইন টান টান হয়ে আছে জাহাজের নিচে, এদিক ওদিক নড়াচড়া করছি আমরা। আমার মনে হচ্ছে, আমরা সম্ভবত একটা শিপরেকের ওপর দোল খাচ্ছি।'

সোনার স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওয়াটারম্যান ভাবছে পুরানো একটা শিপরেক পাওয়া গেলে কি মজাই না হয়। হয়তো কয়েকশো বছর ধরে পড়ে আছে ওখানে, কোন হাতের স্পর্শ পায়নি। ওদের সঙ্গে সাবমারসিবল আছে, কাজেই শিপরেকে পৌঁছুতে পারবে, ওটার ফটো তুলতে পারবে, এমনকি মূল্যবান কিছু উদ্ধার করাও সম্ভব হতে পারে।

চোখ বন্ধ করে আবার খুলল ওয়াটারম্যান, ধূসর স্ক্রীনের ওপর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল। তার জানা আছে সাইড-স্ক্যান সোনার ইমেজ অত্যন্ত নিখুঁত হয়, যদি ডুবে থাকা জিনিসটার আকৃতি অবিকৃত থাকে। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিতে সাইড-স্ক্যান সোনারের একটা ছবি দেখেছিল সে, আর্কটিকে ডোবা একটা জাহাজের। সাগরের তলায় সিধে ভাবে পড়েছিল সেটা, মাস্ট আর সুপারস্ট্রাকচার পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এখুনি কোথাও রওনা হবে। কিন্তু নোঙর সহ মাত্র তিনশো ফুট পানিতে ডুবেছিল সেটা। কিন্তু এখানে যদি কোন জাহাজ থাকে, সারফেস থেকে নেমে গেছে আধ মাইল, নামার সময় ডিগবাজি খেতে খেতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার কথা। লোহা-লক্কড়ের স্তূপ ছাড়া আর

কিছু থাকার কথা নয়।

আকৃতিবিহীন একটা দাগ দেখতে পেল ওয়াটারম্যান। স্ক্রীনের পাশে ফুটে থাকা সংখ্যাগুলোর ওপর চোখ বুলাল সে। দাগটা বিশ কিংবা ত্রিশ মিটার লম্বা। শিপরেকের জন্যে সাইজটা ঠিকই আছে।

'হতে পারে,' বলল সে।

'সাব নিয়ে কাল একবার দেখে আসবেন,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'যুদ্ধের সময় এদিকটায় অনেক জাহাজ ডুবেছে, ওটা হয়তো সেগুলোরই একটা। প্লীজ, লোরান নাম্বারগুলো দিন আমাকে।'

সোনার স্ক্রীনের সামনে থেকে পিছিয়ে এল ওয়াটারম্যান, লোরান-এর দিকে এগোল। নম্বরগুলো বলে গেল সে, একটা কাগজে লিখে নিলেন ক্যাপটেন।

সোনার স্ক্রীনের দিকে কেউ তাকাল না আর। যদি তাকাত, আকৃতিবিহীন দাগটার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করত ওরা। দেখতে পেত, কয়েকটা রেখা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল নতুন কয়েকটা। ওদের তিন হাজার ফুট নিচে জিনিসটা নড়তে শুরু করেছে।

ঝনঝন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওয়াটারম্যানের। কোথায় রয়েছে বুঝতে পারল না সে। বেডটা ছোট, তার নয়, আলোও খুব কম। ঝন ঝন শব্দটা এখনও হচ্ছে, মাথার পিছনে কাছাকাছি কোথাও থেকে। কাত হয়ে পিছন দিকে তাকাতে ইন্টারকম ফোনটা দেখতে পেল বাল্কহেডের ওপর। ফোন তুলে নিজের নাম বলল সে।

'উঠে পড়ো, টেডি,' জোনা বলল। 'যাবার সময় হয়েছে।'

ফোনটা রেখে দেয়ার সময় শিরশির করে উঠল ওয়াটারম্যানের শরীর। এই অভিযানে স্বেচ্ছায় এসেছে সে, কিন্তু কাল যেটা উত্তেজনাকর ছিল আজ সেটা ভীতিকর মনে হচ্ছে। জীবনে কখনও

সাবমেরিনে চড়েনি সে। এটা তো আবার আকারে একটা সাবওয়ে কার-এর তিন ভাগের এক ভাগ। লোক ঠাসা এলিভেটর পছন্দ করে না সে। কে-ই বা করে? জাহাজের ভেতর দিকের কেবিনেও কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

ঠিক আছে, এত ভয় পেলে চলে না।

দাড়ি কামিয়ে জিনস আর শার্ট পরল ওয়াটারম্যান। পায়ে উলের মোজা পরল, শার্টের ওপর চাপাল একটা সোয়েটার। ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আগের উত্তেজনা। আর কিছু না হোক, কাজটার মধ্যে অ্যাকশন আছে, আছে চ্যালেঞ্জ। জোনার ভাষায়, এটাই তো জীবন।

দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে মাত্র উঠে এসেছে সূর্য, এই সময় কেবিনে পৌঁছুল ওয়াটারম্যান, ভেতরে ঢুকে নিজের জন্যে একটা কাপে কফি ঢালল। কেবিনের পিছন দিকের জানালা দিয়ে দেখল, একজন ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে সাবমারসিবলের ওপর থেকে তারপুলিন সরাচ্ছে জর্জ। জোনা রয়েছে আফটারডেকে, একটা আণ্ডারওয়াটার হাউজিং-এ ভিডিও ক্যামেরা বসাচ্ছে। ডানদিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল জাহাজের পোর্ট সাইডে বাঁধা রয়েছে সী কুইন। কেবিন থেকে বেরুতে যাবে, পিছনে রানার গলা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ব্রিজে রয়েছে রানা, কথা বলছে ক্যাপটেন বারবির সঙ্গে।

'মর্নিং, টেডি,' ওয়াটারম্যান ব্রিজে উঠে আসছে দেখে বলল রানা। 'বেল আমাকে সব বলেছে। কিন্তু সাবমারসিবলে সত্যি তুমি থাকতে চাও? নাকি সিদ্ধান্ত পাল্টেছ?'

'না,' বলে মাথা নাড়ল ওয়াটারম্যান। 'সিদ্ধান্ত পাল্টাইনি।'

ক্যাপটেনের দিকে ফিরল রানা। 'মি. বেলকে আপাতত আমি ছেড়ে দিচ্ছি, লাঞ্চের পর আমাদের গিয়ারের সাহায্যে সাব-এর ওপর নজর রাখবেন তিনি।'

'মি. রানা, আপনারা আসলে কি করতে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

'বেল বলছে, তোমার ওপর একটা চোখ রাখতে হবে,' বলে মৃদু হাসল রানা। 'বেল তার বন্ধুকে হারাতে চায় না।' ব্রিজ থেকে নেমে গেল ও, পোর্ট সাইড থেকে কথা বলবে বেলের সঙ্গে।

কফির কাপ হাতে স্টার্নে চলে এল ওয়াটারম্যান। মইয়ের মাথায় পৌঁচেছে, দেখল ওপরে উঠে আসছে জোনা। ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলল মেয়েটা। মেইন কেবিনের মাথার ওপর, ব্রিজের পিছন দিকে, ওয়াটারটাইট একটা দরজা গলে ভেতরে ঢুকল ওরা।

এটা সাবমারসিবলের কন্ট্রোল রুম। ভেতরটা অন্ধকার, মাথার ওপর শুধু লাল একটা বালব জ্বলছে, আর চারটে টেলিভিশন মনিটরে দেখা যাচ্ছে রঙিন বার। একজন ক্রু, তার নাম এলিস, একটা প্যানেলের সামনে বসে আছে। প্যানেলের গায়ে অসংখ্য রঙিন আলো আর কী-বোর্ড বাটন। হেডসেট আর মাইক্রোফোন পরে রয়েছে এলিস।

'আমাদের সমস্ত সিস্টেমের ওপর চোখ রাখে এলিস,' বলল জোনা। 'ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক, ফিলিপ মরগানের বন্ধু, মি. রানা এখানে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে যখন খুশি কথা বলতে পারব আমরা সাবমারসিবল থেকে।'

টিভি মনিটরগুলোর দিকে একটা হাত তুলল ওয়াটারম্যান। 'সাবমারসিবলের সঙ্গে সারফেসের যোগাযোগ থাকবে হার্ড-ওয়্যারের মাধ্যমে?'

'সব কিছু ভিডিওতে টেপ করা হবে, ফাউণ্ডেশনের জন্যে। একটা মাত্র ফাইবার-অপটিক কেবল সব কাজ করবে। সাবের ভেতরে বাইরে আমার ভিডিও ক্যামেরা আছে, স্টিল ক্যামেরা ছাড়াও। তুমি কি একটা চাও? আমরা আলাদা পোর্টহোলে থাকব, দেখতেও পাব হয়তো আলাদা

দৃশ্য।'

'হ্যাঁ, দাও,' বলল ওয়াটারম্যান, 'তোমার কাছে সত্যি যদি কোন ইডিয়ট-প্রুফ ক্যামেরা থাকে। কি ধরনের ছবি চাও তুমি? মানে, কিসের? প্রবাল, শ্যাওলা···?'

'ও-সবে কাজ হবে না।' নিঃশব্দে হাসল জোনা। 'দানব। সব বাদ দিয়ে শুধু জলদানবের ছবি তুলব।'

কাছ থেকে সাবমারসিবলটাকে অতিকায় অ্যান্টিহিস্টামিন ক্যাপসুলের মত দেখাচ্ছে! তবে এটার বাহু আছে। প্রতিটি বাহুর শেষ মাথায় চিমটে রয়েছে, সেগুলোর মাঝখানে ফিট করা হয়েছে একটা করে ভিডিও ক্যামেরা।

ইতিমধ্যে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গোল হ্যাচটা সাবমারসিবলের মাথায়, নিচু হয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ওয়াটারম্যানের কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল। ক্রেন কন্ট্রোলার ক্রু হাত তুলে ইঙ্গিত দিল তাকে, উত্তরে জোর করে সামান্য হাসল সে।

সাবমারসিবলের ভেতর আগেই ঢুকে পড়েছে জোনা ও জর্জ। খাটো একটা ভেস্ট পরে আছে জর্জ, কুঁজো হয়ে সামনের দিকে চলে গেল সুইচ তার,আর গজ পরীক্ষা করার জন্যে।

ক্যাপসুলের ভেতরটা টিউব আকৃতির, বারো ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া, পাঁচ ফুট উঁচু। তিনটে পোর্টহোল, একটা জর্জের জন্যে বোতে, দু'পাশের দুটো জোনা আর ওয়াটারম্যানের জন্যে। ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলের সামনে ইস্পাতের ডেকে চৌকো একটা কুশন দেখা যাচ্ছে, নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল সে। পৌঁছে দেখল, শরীরের নিচে হাঁটু ভাঁজ করে বসা যায় কুশনটার ওপর, কিংবা হাঁটুর

ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে পোর্টহোলে সেঁটে থাকবে মুখটা। আরেক কাজ করা যায়, ইচ্ছে করলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পারে সে, পা দুটো ভাঁজ হয়ে থাকবে। মোট কথা, সোজা হবার কোন উপায় নেই।

শিরায় যদি টান ধরে, বা যদি ক্র্যাম্প দেখা দেয়? থাক, এ-সব নিয়ে ভেব না, নিজেকে পরামর্শ দিল সে। 'বটমে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল জোনাকে।

'আধ ঘণ্টা,' বলল জোনা। 'প্রতি মিনিটে একশো ফুট নামতে পারি আমরা।'

মন্দ নয়, ভাবল ওয়াটারম্যান। এক ঘণ্টা বেঁচে থাকার শক্তি-সামর্থ্য তার আছে। 'আর নিচে আমরা কতক্ষণ থাকব?'

'চার ঘণ্টা।

'চার ঘণ্টা!' অসম্ভব, ভাবল ওয়াটারম্যান। চার ঘণ্টা নিচে থাকতে হলে ভয়েই মরে যাব আমি।

শুনতে পেল, হিসহিস শব্দে মাথার ওপর বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স সহ ছোট একটা থারটিফাইভ-এমএম ক্যামেরা ওয়াটারম্যানের দিকে বাড়িয়ে ধরল জোনা, বলল, 'লোড করা আছে। শুধু বোতাম চাপ দিলেই হবে।'

ক্যামেরাটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ওয়াটারম্যান, কিন্তু ঘামে ভেজা তালু থেকে পিছলে গেল সেটা। ইস্পাতের ডেকে পড়ে যাচ্ছে, এক ইঞ্চি বাকি থাকতে ধরে ফেলল জোনা। 'কি ব্যাপার, টেডি? তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?'

'সত্যি?' ট্রাউজারে হাত মুছে জোনার হাত থেকে ক্যামেরাটা নিল ওয়াটারম্যান।

'তোমার উদ্বেগের কারণটা কি? এটা একটা অত্যাধুনিক ডীপ বোট,

আর জর্জ অত্যন্ত অভিজ্ঞ পাইলট।' হাসল জোনা। 'ঠিক বলেছি না, জর্জ?'

'এ-প্লাস,' বলল জর্জ। হেডসেট থেকে ঝুলে থাকা মাইক্রোফোনে কিছু বলল সে, তারপর হঠাৎ ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, ক্রেডল থেকে ওটাকে শূন্যে তুলে নিচ্ছে ক্রেন। প্রথমে ওপরে উঠল, তারপর এক পাশে সরে গেল, জাহাজের বাইরে। কিছুক্ষণ দোল খেলো সাব, ডেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে পোর্টহোলের কিনারা আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে শক্ত করে রাখল ওয়াটারম্যান। তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল সাব, এক সময় পানির স্পর্শ পেল। নড়াচড়ার ধরন বদলে গেল, এখন শুধু সামান্য দোল খাচ্ছে।

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল সাগরের পানি লাফ দিচ্ছে কাঁচ লক্ষ্য করে। মাথার ওপর থেকে ধাতব আওয়াজ ভেসে এল, সাবমারসিবলের লিফটিং রিঙ থেকে খুলে নেয়া হলো জিঞ্জির।

ডুবতে শুরু করল ক্যাপসুল। পোর্টহোল ঢাকা পড়ে গেল পানিতে। মুখটা কাঁচে ঠেকিয়ে চোখের তারা ওপর দিকে তাক করল ওয়াটারম্যান, সূর্যের আলো শেষবার দেখে নিতে চাইছে। সচল পানির ভেতর দিয়ে নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর সোনালি রোদকে একসঙ্গে নাচানাচি করতে দেখল সে।

তারপর রঙগুলো ফিকে হয়ে এল, দেখা যাচ্ছে শুধু হালকা নীল কুয়াশা কুয়াশা ভাব। সব শব্দ থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে শুধু ইলেকট্রিক মোটরের কোমল গুঞ্জন।

দুনিয়াটাকে গিলে ফেলেছে সাগর।

কপালের ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে, পিঠ আর বগলের তলাও শুকিয়ে গেল। ঠাণ্ডা লাগছে তার। এক মিনিটেরও কম সময়ে তাপমাত্রা নেমে গেছে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী। তবে চিটচিটে ঘাম এখনও বেরুচ্ছে গা থেকে।

কারণটা গরম নয়, ভয়। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার ভয়।

পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখল হালকা নীল বদলে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে বেগুনি। সাহস করে নিচের দিকে তাকাল সে। সূর্যের রশ্মিগুলো যেন পানিকে আলোকিত করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওগুলো, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেগুনির পর কালো হয়ে উঠল পানি। নিচে শুধু অন্ধকার।

ধীরে ধীরে নামছে ওরা, কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না, কিছুই অনুভব করছে না। বোধহয় সেজন্যেই স্বস্তিবোধ করছে ওয়াটারম্যান। অবশ্য খানিক পরই রানার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। গভীর সাগরে অচেনা-অজানা কত রকম হিংস্র প্রাণীর বসবাস। শিউরে উঠল সে।

জমাট বরফ হয়ে যাচ্ছে ওয়াটারম্যান। উলেন মোজার ভেতর তার গোড়ালি অসাড় হয়ে গেছে, ব্যথা করছে আঙুলগুলো। সোয়েটারের ভেতর হাত দুটো ভরে বগলের তলায় চেপে গরম করার চেষ্টা করল, পোর্টহোল থেকে পিছন দিকে হেলান দিয়ে তাকাল জর্জের দিকে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ বুলাল কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। বাইরের তাপমাত্রা চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত। ভেতরের তাপমাত্রা বেশি গরম নয়, পঞ্চাশের সামান্য বেশি। এই মুহূর্তে দু'হাজার ফুট নিচে রয়েছে ওরা, এখনও নামছে।

নিজের মাইক্রোফোনে জর্জ বলল, 'আলো জ্বালছি।' একটা সুইচ অন করল সে। সাবমারসিবলের মাথার ওপর এক হাজার ওয়াটের দুটো ল্যাম্প জ্বলে উঠল, হলুদ আলোর বন্যা বয়ে গেল, আলোকিত হয়ে উঠল পনেরো থেকে বিশ ফুট পানি। সেই সঙ্গে ওদের চোখের সামনে জ্যান্ত হলো জলজ প্রাণীদের একটা জগৎ। খুদে প্ল্যাঙ্কটনিক জীবাণু পাক

খেতে খেতে আলোর ভেতর ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সাগরের প্রাণ যেন তুষারঝড়ের আদল পেয়েছে এখানে। অতি ক্ষুদ্র একটা শ্রিম্প পোর্টহোলে এসে ঠেকল, মার্চ করার ভঙ্গিতে হেঁটে গেল কাঁচের ওপর দিয়ে। ধূসর আর লাল কি যেন একটা, রিবনের মত দেখতে, হলুদ চোখ, মাথায় খুদে একটা খোঁটার মত, মোচড় খেতে খেতে উঠে এল পোর্ট-হোলের কাছে, ঝাঁকি খেলো কিছুক্ষণ, তারপর এঁকেবেঁকে ছুটে গেল।

'দেখো,' বলল জর্জ, হাত তুলে নিজের দিকের পোর্টহোলটা দেখাল। ঘাড় বাঁকা করে তাকাল ওয়াটারম্যান, কিন্তু জিনিসটা যা-ই হোক ইতিমধ্যে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের পোর্টহোলে ফিরে এল সে, এক মুহূর্ত পর দেখতে পেল ওটাকে—শান্ত ভঙ্গিতে টিউবটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, যেন কল্পজগতের অদ্ভুত এক প্রাণী।

ওটা একটা অ্যাংলারফিশ—গোল, ফোলা ফোলা, খয়েরি হলুদ, পিছনে ছোট আকৃতির শ্লৈষ্মিক ফিন। চোখ দুটো বেরিয়ে আছে নীল-সবুজ ক্ষতের মত, হীরের তৈরি সুচের মত দাঁত, মাংসে পরস্পরকে ভেদ করে যাওয়া রেখার মত অসংখ্য কালো শিরা। যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে একটা সাদা ও সরু দণ্ড রয়েছে, দণ্ডের ওপর জ্বলছে একটা আলো।

অ্যাংলারফিশের ছবি দেখেছে ওয়াটারম্যান। লাইটপোস্টের আলোগুলো ব্যবহার করে টোপ হিসেবে, হাঁ করা মুখের সামনে আলো দোলায় কৌতূহলী ও অসতর্ক শিকার আকৃষ্ট করতে।

'ওগুলো কত্ত বড় বল তো?'

পিছনে বা আশপাশে আর কিছু না থাকায় ওটার তুলনা করতে পারল না ওয়াটারম্যান, বুঝতে পারল না মাছটা কত দূরে বা কত বড়।

'তবু আন্তাজ করো তো,' আহ্বান জানাল জর্জ।

দুই হাত দুটো তুলে দু'ফুট দেখাল ওয়াটারম্যান।

হেসে উঠল জর্জ, একটা হাত তুলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ফাঁক করল। মাছটা খুব বেশি হলে চার ইঞ্চি লম্বা।

জোনার ক্যামেরা থেকে শব্দ বেরিয়ে আসছে। পোর্টহোলের সঙ্গে চেপে ধরেছে লেন্স। ওয়াটারম্যান তাকে বলল, 'আমি ভাবছিলাম তুমি শুধু জলদানবের ছবি তুলবে।'

'কিসের ছবি তুলছি দেখে যাও!' নিজের পোর্টহোলটা ইঙ্গিতে দেখাল জোনা। 'গুড গড, দেখো দেখো!'

ওয়াটারম্যান দেখল হলুদ একটা ঝলক পাশ কাটাল জোনার পোর্টহোল। ঘাড় ফেরাল সে, জিনিসটা দেখতে পাবার আশায় নিজের পোর্টহোলে তাকাল।

ঘুরে ঠিকই এদিকে চলে এল সেটা। দেখে মনে হলো প্রাণীটার কোন ফিন নেই। হলুদ একটা তীর বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়, পার্থক্য শুধু এই যে ওটার পেট আর নাড়ীভুঁড়ি একটা থলে থেকে ঝুলে আছে, অনুসরণ করছে ওটাকে, মোচড় খাচ্ছে। ওটার নিচের চোয়ালে আলপিনের মত অসংখ্য দাঁত, আর মাথার ওপর সাদা-কালো চোখ, ঠিক যেন গোল বোতাম।

একটু পরই আরও নানা ধরনের প্রাণী ক্যাপসুলটার চারদিকে ভিড় করল, আলো তাদেরকে টেনে এনেছে। কৌতূহলী, একটুও ভয় পাচ্ছে না। সাপের মত কয়েকটা প্রাণী দেখা গেল, পিঠে এত চুল যে পতাকার মত ঢেউ তুলছে। বিরাট চোখঅলা ঈল, মাথার ওপর টিউমারের মত কি যেন।

চমকে উঠল ওয়াটারম্যান, হঠাৎ ক্যাপসুলের ভেতর স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল রানার গমগমে গলা, 'মনে হচ্ছে নিচে তোমরা একটা চিড়িয়াখানা পেয়ে গেছ, ওয়াটারম্যান। এরপর কোথায় ট্র্যাপ ফেলতে হবে, বেলকে আমরা জানাতে পারব।'

'ছবিগুলো একবার দেখলে হয় শুধু,' বলল ওয়াটারম্যান, 'অ্যাকুয়েরিয়ামের লোকেরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসবে ওর কাছে।' ভয়ের কথা ভুলে, শীত অগ্রাহ্য করে, জোনার দেয়া ক্যামেরাটা তুলে নিল সে, অ্যাডজাস্ট করল ফোকাস। কুশনে হাঁটু গাড়ল, অপেক্ষা করছে পরবর্তী খুদে রহস্য কখন পোর্টহোলের বাইরে হলুদ আলোর ভেতর ঢুকবে।

নিজের গালে চড় মারল বেল, জ্বালাটা এক মুহূর্ত জাগিয়ে রাখল তাকে। যে-ই মাত্র ফিশ-ফাইণ্ডারে ফিরে এল চোখ, অনুভব করল পাতাগুলো আবার নেমে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জাহাজটা সিকি মাইল দূরে হবে, ওটার পিছনে খয়েরি একটা স্তূপের মত দেখা যাচ্ছে বারমুডাকে। তাছাড়া, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত সাগর পুরোপুরি খালি।

রানা তাকে ফিশ-ফাইণ্ডারে সারাক্ষণ চোখ রাখতে বলেছে। ফিশ-ফাইণ্ডার নয়, রানা বলেছে সাইড-স্ক্যান সোনার। যাই হোক, এক ঘণ্টারও বেশি ঠিক তাই করেছে বেল। কিন্তু দৃশ্যটা একবারও বদলায়নি। একটা রেখা আছে স্ক্রীনে, সাগরের তলা ওটা, তার ঠিক ওপরেই খুদে একটা বিন্দু, প্রতিনিধিত্ব করছে সাবমারসিবলের। ব্যস, আর কিছু নেই। ভাঙা কোন দাগ নেই যে এক ঝাঁক মাছের সংকেত দেবে। নিরেট কোন দাগও নেই, যা দেখে বোঝা যাবে ওখানে কোন তিমি আছে।

সাগরে এখন যে পরিস্থিতি, বোটে একা থাকতে ভাল লাগার কথা নয় তার। তবে আয়োজনটার কথা শুনে আপত্তি করেনি সে। কাছেই একটা জাহাজ রয়েছে, তাতে রয়েছে রানা। সমস্ত তৎপরতা আধ মাইল দূরে, তাকে বা তার বোটকে বিপদে ফেলতে যাচ্ছে না। তার কাজ শুধু

নজর রাখা, যদি কিছু দেখতে পায় রিপোর্ট করা।

অসুবিধে শুধু এই যে ঘুম পাচ্ছে তার। ঘুম পাচ্ছে মানে কি, বলা যায় রীতিমত সম্মোহিত হয়ে পড়ছে। শুধু যে স্ক্রীনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে তা নয়, সাগরের ঢেউ সী কুইনকে ধীর একটা ছন্দে সারাক্ষণ দোল দিচ্ছে, কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'বার। দু'বারই, বাল্কহেডে মাথা ঠুকে না গেলে তার ঘুম বোধহয় ভাঙতই না।

ঘড়ঘড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও, রানার গলা শুনতে পেল বেল। 'সী কুইন···সী কুইন···সী কুইন···কাম ব্যাক।'

মাইক্রোফোনটা তুলে নিল বেল, 'টক' বাটন ঠেলে বলল, 'গো অ্যাহেড, রানা।'

'কেমন চলছে তোমার?'

'মড়ার মত ঘুম পাচ্ছে।'

'কিছুই ঘটছে না, কাজেই খানিক বিশ্রাম নিতে পারো তুমি।'

'আমি বরং এক কাপ কফি বানিয়ে খাই, তারপর তাজা বাতাসে বেরিয়ে পাম্পটা মেরামত করতে বসি।'

'ভলিউম বাড়িয়ে দাও, দরজাটা খোলা রাখো, আমি ডাকলে যাতে শুনতে পাও,' বলল রানা। 'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, রানা। স্ট্যাণ্ডিং বাই।'

মাইক্রোফোনটা হুকে আটকে রাখল বেল। আরেকবার তাকাল ফিশ-ফাইণ্ডারের দিকে, দেখল দৃশ্যটা বদলায়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচে নেমে গেল সে।

হুইলহাউসে ফিশ-ফাইণ্ডার এখনও আভা ছড়াচ্ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত ছবিটা এমন স্থির হয়ে থাকল, ওটা যেন একটা স্টিল পিকচার। তারপর, স্ক্রীনের ডান পাশে, নতুন একটা চিহ্ন দেখা গেল। দাগটা

নিরেট, অবিচ্ছিন্ন, স্ক্রীন বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে, উঠছে সাবমারসিবলের দিকে।

চার

জলদানবের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এতদিন, বেড়ে ওঠার সময়, বেঁচে ছিল খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে—স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেছে, যাবার পথে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। কিন্তু খাদ্যের প্রাচুর্য আর নেই, নিষ্ক্রিয়তা এখন আর অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না।

ওটার ইন্সটিংক্ট বদলায়নি, ওগুলো জেনেটিক্যালি প্রোগ্রামড, অপরিবর্তনীয়—তবে বেঁচে থাকার আবেগ বা প্রেরণা বদলে গেছে। চারপাশের পরিস্থিতি বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে এখন আর বেঁচে থাকার উপায় নেই, পরিস্থিতি তাকে শিকারী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে।

আগ্নেয়গিরিটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে দুটো স্রোত, এই মুহূর্তে স্রোত দুটো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে ঝুলে রয়েছে জলদানব। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, সাগরের স্বাভাবিক ছন্দে কোথায় যেন একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

চারপাশে একটা পরিবর্তন অনুভব করল সে, তার জগতে হঠাৎ যেন একটা শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। অস্পষ্ট, তবে একটানা কম্পন জাগছে

পানিতে, ছোটখাট প্রাণীরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, বড়গুলো যেন খুব সাবধানে সরে যাচ্ছে দূরে, বদলে যাচ্ছে পানির চাপ।

মানুষের ছোট ও তুলনায় দুর্বল চোখে কোন আলো ধরা পড়বে না, কিন্তু জলদানবের প্রকাণ্ড চোখগুলো ক্ষীণ হলেও আলোর আভা দেখতে পেল। তারপর শুধু আভা নয়, অনেক ওপরে আলোর টানেল চোখে পড়ল, নড়াচড়া করছে, সম্মোহিত করছে অন্যান্য প্রাণীদের।

জলদানব কয়েক দিন হলো খায়নি। সময়ের হিসাব তার জানা নেই, তবে সে তৎপর হয় প্রয়োজনের তাগিদে, নির্দিষ্ট সময় পরপর খিদে অনুভব করে।

নির্দিষ্ট সময় বহুবার পেরিয়ে গেছে, পেটভরা খাবার জোটেনি। এখন তার একটাই অনুভূতি। ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা।

শরীরের ভেতর বিপুল পানি গ্রহণ করল সে, বের করে দিল ফানেল দিয়ে, উঠতে শুরু করল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। শুরু হলো শিকার অভিযান।

'দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব শীত করছে, টেডি,' বলল জোনা।

মাথা ঝাঁকাল ওয়াটারম্যান। 'এতক্ষণে বুঝলে,' বলল সে। ভাঁজ করা বাহু দুটো বুকে, হাত দুটো বগলের তলায়, তারপরও কাঁপুনি থামাতে পারছে না সে। 'তোমার শীত করছে না···কি কারণ?'

'সুতী, সিল্ক আর উল, তিন প্রস্থ কাপড় পরে আছি, তাই।' জর্জের দিকে তাকাল জোনা। 'কফি কোথায় বলো তো?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিল জর্জ। 'ওদিকে, বাক্সের ভেতর।'

হাত বাড়াল জোনা, প্লাস্টিকের একটা বাক্স খুলে থারমাল বোতলটা বের করল। কাপে ঢেলে বাড়িয়ে দিল ওয়াটারম্যানের দিকে।

খুবই কড়া কফি, তেতোও, তবে পেটে যাবার পর গরম হয়ে উঠল

শরীর। 'ধন্যবাদ,' বলল ওয়াটারম্যান।

হাতঘড়ি দেখল সে। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো সাগরের তলায় রয়েছে ওরা। সাগরের তলা মানে সারফেস থেকে আড়াই হাজার ফুট নিচে, তলা থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট ওপরে। স্থির হয়ে নেই, ভেসে যাচ্ছে। এই তিন ঘণ্টা ছোটখাট অদ্ভুত সব প্রাণী ছাড়া কিছুই ওদের চোখে পড়েনি। আলোই ওগুলোকে টেনে এনেছে, ক্যাপসুলের চারধারে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আবার চলে গেছে গভীর অন্ধকারে।

'আমি যদি সাগরের তলায় ক্যাপসুলটা নামাই, কি হবে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ। 'মি. রানা?'

'ইচ্ছে হলে নামাতে পারেন,' স্পীকার থেকে ভেসে এল রানার গলা। 'হয়তো এক আধটা হাঙর দেখতে পাবেন।'

কন্ট্রোল স্টিকটা সামনে ঠেলল জর্জ, নিচে নামতে শুরু করল ক্যাপসুল।

সাগরের তলা ঠিক যেন চাঁদের পিঠ—শূন্য, কাদাময়, ঢেউ খেলানো। সাবমারসিবল থেকে সামনে ছুটছে একটা প্রেশার ওয়েভ, উঁচু হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কাদা।

হঠাৎ জর্জের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'গড!'

'কি?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান। 'কি দেখলেন?'

ইঙ্গিতে ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলটা দেখাল জর্জ। চোখের চারপাশ হাত দিয়ে আড়াল করে কাঁচে মুখ চেপে ধরল ওয়াটারম্যান।

সাপ, প্রথমে ভাবল সে। লাখ লাখ সাপ। একটা লাশকে ঘিরে কিলবিল করছে সবগুলো।

কিন্তু তারপর মনে হলো, না, ওগুলো সাপ হতে পারে না—ঈল। উঁহুঁ, তা-ও নয়, ঈলও নয়— এগুলোর ফিন রয়েছে। মাছ আসলে, অদ্ভুত জাতের মাছ, ঘনঘন পাক খাচ্ছে, খাবলা মেরে তুলে নিচ্ছে

মাংস। মাংসের কণা আলগা হয়ে ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক, সেগুলো গপগপ করে মুখে পুরছে ছোট জাতের মাছগুলো।

সাপের মত একটা প্রাণী খাদ্যবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে, পিছিয়ে এল, আলো তাকে দিশেহারা করে তুলেছে বা রাগিয়ে দিয়েছে, হামলা করে বসল সাবমারসিবলকে। ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলে মুখ দিয়ে আঘাত করল ওটা, যেন মনে হলো গোটা ক্যাপসুলটাকে মুখের ভেতর ভরে পেটে চালান করে দিতে চাইছে। পুরো মুখই তার হয়ে উঠল বিশাল একটা হাঁ, চারদিকের কিনারায় ধারাল দাঁত আর মাঝখানে লকলকে জিভ। গোটা শরীর অনবরত মোচড় খাচ্ছে, যেন প্রচণ্ড শক্তিতে মুখটা ঢুকে পড়তে চাইছে সাবমারসিবলের ভেতর।

ওটা একটা হ্যাগফিশ, বুঝতে পারল ওয়াটারম্যান। সামুদ্রিক প্রাণীদের দুঃস্বপ্ন বলা হয় ওগুলোকে। বড় আকৃতির মাছ বা প্রাণীদের শরীরে মুখ দিয়ে গর্ত তৈরি করে, বের করে আনে প্রাণবায়ু।

জট পাকানো হ্যাগফিশের দিকে সাবমারসিবল নিয়ে এগোল জর্জ, ওগুলোর মাঝখানে তাক করল বো। সবগুলো সরে গেল লাশ ফেলে। এতক্ষণে ওয়াটারম্যান দেখতে পেল কি খাচ্ছিল ওগুলো।

'স্পার্ম হোয়েল!' বিস্মিত হয়ে বলল সে। 'একটা স্পার্ম হোয়েলের নিচের চোয়াল। মি. রানা, দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' স্পীকারে রানার গলা শোনা গেল।

'হ্যাগফিশ একটা স্পার্ম হোয়েলকে মেরে ফেলেছে, এ অসম্ভব। তাহলে?'

রানা জবাব দিল না। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে উঠছে, হঠাৎ ওয়াটারম্যান ভাবল, আমি জানি।

ঘামতে শুরু করল সে। চোখ কুঁচকে আলোর সীমানার ওদিকে কি আছে দেখার চেষ্টা করল। ঝাঁক ঝাঁক মাছ আলোর ভেতর ঢুকছে,

আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে গেলে ওগুলো যে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তা নয়, ঝাপসা লাগছে দেখতে; তারপর আবার ফিরে আসছে আলোর ভেতর। মাছগুলোর আচরণ দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল ওয়াটারম্যান। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, কোথাও মাছ থাকলে ধরে নিতে হবে সেখানে হাঙর নেই। হাঙর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইমপাল্‌স-এর কারণে মানুষের চেয়ে অনেক আগে টের পেয়ে যায় মাছেরা। ওগুলো পালিয়ে যাচ্ছে দেখলে সতর্ক হওয়া দরকার।

তবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ওয়াটারম্যান, স্কুইড হাঙর নয়। পোর্টহোলের দিকে ক্যামেরা তুলল সে।

জলদানবের চোখে আলো আরও বেশি করে ধরা পড়ছে। ওটার অন্যান্য অনুভূতি রেকর্ড করছে পানির কম্পন, আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে কম্পন। কিছু একটা রয়েছে ওপরে, খুব বেশি দূরে নয়। নড়াচড়া করছে জিনিসটা।

ওটার অলফ্যাক্টারি প্রাণের কোন সংকেত পায়নি, অনুভূতি বলতে পারছে না ওখানে কোন শিকার আছে কিনা। প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির ওটা, তা না হলে হয়তো আরও সতর্ক হত, সম্ভবত ফিরে যেত অন্ধকারে, অপেক্ষা করত। কিন্তু শরীরের চাহিদা ব্রেনকে বেপরোয়া হবার প্ররোচনা দিচ্ছে, কাজেই আলোর উৎস লক্ষ করে চলা বন্ধ করল না ওটা।

আলোর উৎস এবার দেখতে পেল জলদানব। কম্পনটা যে ওখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে, অনুভব করতে পারল। কম্পন, স্পন্দন বা নড়াচড়া মানেই হলো জীবন। জলদানব ধরে নিল, জিনিসটা জীবিত।

শুরু হলো হামলা।

'জন্তুটা এখানে নেই,' বলল জর্জ। 'ওপরে উঠছি আমরা।' কন্ট্রোল স্টিক নিজের দিকে টেনে আনল সে।

জর্জের সামনে, কনসোল-এর দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান। ডিজিটাল ডেপথ রিডআউট মিটারে ফুটে উঠেছে। সংখ্যাগুলো ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে দেখে অস্থির লাগল তার। নয়শো সত্তর থেকে নয়শো উনসত্তর, তারপর নয়শো আটষট্টি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়ের গোড়ালি ডলতে শুরু করল, ভাবল ফ্রস্টবাইটের শিকার হয়েছে কিনা।

আচমকা একটা ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল ক্যাপসুল। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ছিল ওয়াটারম্যান, ছিটকে পড়ল সে, খপ করে ধরে ফেলল একটা হ্যাণ্ডেল। আবার সিধে হলো ক্যাপসুল, উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

'কি ঘটল?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

কোন জবাব দিল না জর্জ। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, কাঁধ দুটো আড়ষ্ট।

বাল্কহেডের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে জোনার পিঠ, হাতের তালু ডেকে। 'কি ব্যাপার, জর্জ?' সে-ও জিজ্ঞেস করল।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাইনি,' বলল জর্জ। 'মনে হলো একটা এয়ার পকেটে ধাক্কা খেয়েছি আমরা, কিংবা মাথার ওপর দিয়ে একটা জাহাজ চলে গেছে।'

'তারমানে কি একটা স্রোত?'

স্পীকার থেকে ভেসে এল রানার গলা, 'প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে কোন স্রোত নেই।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'অন্য কিছু আছে।'

রানার কথা শেষ হতেই ওয়াটারম্যান অনুভব করল, তার পেটের ভেতর পাথর ভরা একটা থলে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ওহ্ গড, ভাবল

সে। বিপদ তাহলে ঠিকই এল।

ডেকে পড়ে হড়কে গিয়েছিল ক্যামেরাটা, হাত বাড়িয়ে তুলল সেটা। সেটিংগুলো চেক করে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে যাবে, লক্ষ করল আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছে। নাক থেকে এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল লেন্সের ওপর। শার্টের প্রান্ত দিয়ে লেন্সটা পরিষ্কার করল সে।

জোনার দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান। তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, ক্যামেরার লেন্সটা চেপে ধরেছে পোর্টহোলে। রিলিজ বাটন চাপ দিল মেয়েটা, দু'সেকেণ্ডের মধ্যে এক ডজন ছবি ফ্রেম-বন্দী করল। 'তুমিও কিছু ছবি তোলো, টেডি,' কাঁধের ওপর দিয়ে ওয়াটারম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'কিসের?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান। 'কিছু দেখতে পেলে তো।'

'তোমার চোখের চেয়ে লেন্স চওড়া। ওটা হয়তো কিছু দেখতে পাবে।'

ওয়াটারম্যান কিছু বলার আগে আবার একটা ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, ছিটকে পড়ল বাম দিকে। আলোর ভেতর দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাল একটা ছায়া, ম্লান করে দিল ক্যাপসুলের বাইরের উজ্জ্বলতা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গড অলমাইটি!' চিৎকার করল জর্জ, স্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সিধে করে নিল ক্যাপসুল।

পোর্টহোলে ক্যামেরা ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল ওয়াটারম্যান। পর পর দু'বার।

আবার ওপরে উঠছে ক্যাপসুল। রিডআউটের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান—৯৬০ মিটার, ৯৫৯, ৯৫৮···

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তীর বেগে ছুটছে অতিকায় স্কুইড,

হতাশাজনিত আক্রোশে অস্থির। ওটার চাবুকগুলো সবেগে আছড়ে পড়ল, খাড়া হয়ে আছে হুকগুলো, তারপর কুঁকড়ে-মুচড়ে ফিরে এল শরীরের কাছে, পরমুহূর্তে আবার লম্বা হয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে, যেন সাগরকেই ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে। ধূসর থেকে খয়েরি হলো গায়ের রঙ, তারপর তামাটে থেকে লাল, লাল থেকে বেগুনি, সবশেষে ফিরে পেল সাদাটে ছাই রঙ।

আলোকিত জিনিসটার ওপর দিয়ে একবার ভেসে গেছে জলদানব, বোঝার চেষ্টা করেছে কি ওটা। পরের বার চেষ্টা করেছে হত্যা করার, যদিও জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসা প্রাণের স্পন্দন ছিল অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।

জিনিসটা শক্ত, কোনভাবে ভেদ করা সম্ভব নয়। অচেনা শব্দ আর গতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে জলদানব। কিন্তু হামলা করে কোন লাভ হয়নি, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসেনি রক্ত, ছেঁড়েনি মাংস, ফলে হতাশ হয়ে সরে আসতে হয়েছে অন্য কোন শিকারের সন্ধানে।

কিন্তু ওটার সেল প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত নয়, খোরাক পাবার আশায় হুজমী রস হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড খিদে অস্থির করে তুলেছে ওটাকে, দিশেহারা বোধ করছে, খেপে আছে প্রচণ্ড রাগে।

খাবারের খোঁজে পানির ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে জলদানব, একটু তির্যক গতিপথ ধরে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। আলোর উৎসটার অনেক পিছনে এখন সে, ধাওয়া করছে না, তবে অনুসরণ করছে।

'একটা অভিজ্ঞতা হলো বটে,' বলল জোনা, খোলা হ্যাচ দিয়ে উঠে রিম-এ বসল। রানা ও ক্যাপটেন বারবির দিকে তাকিয়ে হাসল নিঃশব্দে। নিচে, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন।

হ্যাচে উঠে তার পাশে বসল ওয়াটারম্যান। বড় করে শ্বাস টানল সে, তাজা বাতাস উপভোগ করল। নিরাপত্তার আরামদায়ক অনুভূতিটাও উপভোগ করছে।

'আপনারা ওটাকে দেখতে পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন বারবি।

'এক মিলিয়ন অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি আমরা,' বলল জোনা। 'এ-ধরনের প্রাণী দুনিয়ায় আছে, জানা ছিল না, ফটো তোলা তো দূরের কথা।'

'না, আমি জানতে চাইছি নিচে আপনাদের গুঁতো মারল যেটা। কে ধাক্কা মারল সাবমারসিবলে?'

'বলতে পারব না। আমি আসলে দেখতে পাইনি।' ওয়াটারম্যানের দিকে ফিরল জোনা। 'তুমি?'

'না,' বলল ওয়াটারম্যান, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আপনি ভিডিওতে কিছু পেয়েছেন?'

'শুধু একটা ছায়া,' বলল রানা, সাবমারসিবলটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল, পরীক্ষা করছে ওটাকে। দু'এক জায়গার রঙ ছুঁয়ে দেখল।

ক্যাপসুল থেকে সবার আগে বেরিয়েছে জর্জ, দু'জন ক্রুর সাহায্যে ওঠাকে ক্রেডলের সঙ্গে বাঁধছে সে, বলল, 'জিনিসটা যা-ই হোক, সাবের সঙ্গে লাগতে চায়নি। একটু ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে নিজের পথে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। ঘোরা বন্ধ করে ক্যাপসুলের গায়ে কি যেন স্পর্শ করল ও।

ঝুঁকে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল ক্যাপসুলের গায়ে পাঁচটা আঁচড়ের দাগ, দাগগুলোর ওপর আঙুল বুলাচ্ছে রানা। ওগুলো দুই কি তিন ফুট লম্বা। কিছু একটা রঙ আঁচড়ে নিয়েছে, ফলে বেরিয়ে পড়েছে

ভেতরের মেটাল। 'স্কুইডটার কাণ্ড, তাই না, মি. রানা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'তা যদি হয়ও,' বলল জর্জ, 'ক্যাপসুলটা সম্ভবত ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওটাকে।'

'পরের বার ওটার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে থাকব আমরা,' বলল জোনা। 'যাই, ভিডিও ক্যামেরা রিঅ্যাডজাস্ট করে রাখি।' হ্যাচ থেকে পা তুলল সে, ক্যাপসুল থেকে হড়কে নেমে পড়ল, তারপর জর্জকে বলল, 'তোমার টার্নঅ্যারাউণ্ড টাইম বলো।'

'চার ঘণ্টা,' জবাব দিল জর্জ, হাতঘড়ির ওপর চোখ। 'আবার আমরা রওনা হতে পারব সাড়ে তিনটে বা চারটের দিকে।'

আমি নই, ভাবল ওয়াটারম্যান। একদিনের জন্যে যথেষ্ট উত্তেজনা পাওয়া হয়েছে। 'আমি জাহাজে থাকব,' বলল সে। 'নেভিকে খুশি করার জন্যে টিভির পর্দায় তাকিয়ে থাকলেই হবে।'

'আপনি যেতে চাইলেও আপনাকে যেতে দেয়া হবে না, নেভি ম্যান,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'মি. রানা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যেন বাদ দেয়া হয়।'

অবাক হয়ে রানার দিকে ফিরল ওয়াটারম্যান। 'মি. রানা?' কিন্তু তার দিকে খেয়াল নেই রানার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। আবার ক্যাপটেনের দিকে ফিরল সে। 'মানে?'

'আমার মালিক, মি: ফিলিপ মরগান, আমাকে বলে দিয়েছেন, মি. রানার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে—অভিযানের কোন ক্ষতি না করে। কাজেই তাঁর নির্দেশ পরের বার আপনাকে আমি ক্যাপসুলে থাকতে দেব না।'

'বুঝলাম। কিন্তু কারণটা কি?'

'কারণটা হলো, মি. রানার ধারণা, এরইমধ্যে স্কুইডটা

আপনাদেরকে ধাক্কা দিয়েছে। তাঁর আরও ধারণা, পানির নিচে আমাদের সাবমারসিবল নিরাপদ নয়, যদিও আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই।'

পাঁচ

বিশটা ডলার দিয়ে প্রৌঢ় লোকটাকে বিদায় করলেন ড. আলফ্রেড ফেরেল, তারপর লাউঞ্জ থেকে উঠে এলেন নিজেদের স্যুইটে। সিটিংরুম পেরিয়ে ঢুকে পড়লেন জেরি হ্যাসটনের বেডরুমে। 'মি. হ্যাসটন, অনেক বেলা হয়েছে, উঠে পড়ুন,' বললেন তিনি। কামরার ভেতর গুমোট একটা ভাব, তার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ। এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুললেন তিনি।

চোখে আলো লাগায় গুঙিয়ে উঠলেন হ্যাসটন। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

'প্রায় দুপুর। টেরেসে আছি আমি, চলে আসুন।'

দাঁত মেজে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন হ্যাসটন, টেরেসে দাঁড়িয়ে ক্যাসল হারবার-এর দিকে তাকিয়ে আছেন ড. ফেরেল। এক মাইল দূরে এয়ারপোর্ট, একটা সেভেন-ফোর-সেভেন ল্যাণ্ড করছে। এঞ্জিন রিভার্স করল পাইলট, গর্জনটা হঠাৎ এত বেড়ে গেল যে ড. ফেরেলের পিরিচে চামচটা কাঁপতে লাগল। রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবলেন, এত বিপুল টাকা খরচ করে এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানায় মানুষ, সারা দিনে বিশবার এই গর্জন শোনার জন্যে?

অথচ প্রতিটি বাড়ির সামনে লেখা আছে—প্রাইভেট।

কিচেন থেকে টেরেসে বেরিয়ে এলেন হ্যাসটন, পরনে বাথরোব, হাতে কফির কাপ। 'কি খবর বলুন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আর্থার···সেই জেলেটা, এসেছিল,' বললেন ড. ফেরেল। 'যাকে আমরা ইনফর্মার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালেন হ্যাসটন। 'বোটটা দেবেন ন্যাট বেল? আর্থার তাঁর বউকে রাজি করাতে পেরেছে?'

'না,' বললেন ড. ফেরেল। 'মিসেস বেল বলে দিয়েছেন, বোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক, মি. মাসুদ রানা। তিনি নাকি ওঁদের পারিবারিক বন্ধু।'

'তাহলে লোকটা এসেছিল কেন?' বিরক্ত হলেন হ্যাসটন।

'এসেছিল অন্য একটা কারণে,' বললেন ড. ফেরেল। 'আধঘণ্টা আগে মজার একটা রেডিও মেসেজ শুনেছে সে। কথা হচ্ছিল রিসার্চ ভেসেল আর নেভি বেস-এর সঙ্গে। রিপোর্ট করছিল একজন লেফটেন্যান্ট, ওয়াটারম্যান।'

'তো?' শুধু বিরক্ত না, অস্থির আর অসুস্থ বোধ করছেন হ্যাসটন। কাল সারারাত ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শরীরটা তাঁর আরও খারাপ হয়ে গেছে। 'যা বলার সংক্ষেপে বলুন, ড. ফেরেল।'

'জাহাজটার নাম মরগান এক্সপ্লোরার। ওটায় একটা সাবমারসিবল আছে। স্কুইডটাকে খুঁজতে এসেছে ওরা। আমার ধারণা ওটাকে ওরা পেয়েছে, যদিও নিশ্চিতভাবে জানে না।'

'মরগান?' বললেন হ্যাসটন। 'ফিলিপ মরগান?'

'কি জানি, বোধহয়। কিন্তু কথা হলো, মি. হ্যাসটন, আমার ধারণা স্কুইডটা এখনও এখানে আছে, আগের মতই ক্ষুধার্ত। আরও জরুরী কথা হলো, বারমুডায় এখন এমন একটা জাহাজ রয়েছে, যে জাহাজের

ইকুইপমেন্ট স্কুইডটার কাছে লোকজনকে নিয়ে যেতে পারে। ওই সাবে চড়তে পারলে আমরা ওটাকে দেখতে পাব, ওটার ছবি তুলতে পারব, ওটাকে স্টাডি করতে পারব, ওটার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারব। সবশেষে আপনি ওটাকে মারতেও পারবেন, যদি…,' চুপ করে গেলেন ড. ফেরেল।

'যদি কি?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন হ্যাসটন।

'যদি ওটায় চড়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার ক্ষমতা আছে, মি. হ্যাসটন। সেটা ব্যবহারের এখনই সময়।'

হ্যাসটন ইতস্তত করছেন। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রেডরুমে ঢুকলেন। টেরেস থেকে শোনা গেল ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করছেন।

টেরেসের কিনারায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকলেন ড. ফেরেল, তাকালেন গোলাকার সুইমিং পুলটার দিকে। পুলের পাশে একটা স্কুবা ট্যাংক পড়ে রয়েছে, ব্যাকপ্যাক ও রেগুলেটর সহ। আজ কয়েক দিন ধরেই ওটাকে ওখানে দেখছেন তিনি, গায়ে পাইনের কাঁটা জমেছে। তিনি ভাবলেন, হ্যাসটনের ছেলেমেয়েরা ওটা ব্যবহার করেনি তো? কে জানে, হ্যাসটন হয়তো ওটাকে ওখানে পড়ে থাকতে দিয়েছেন বেদনার স্মৃতি হিসেবে।

হ্যাসটন যে অস্থির হয়ে উঠেছেন, তিনি তা জানেন। তিনি নিজেও শান্ত থাকতে পারছেন না। সময় বয়ে যাচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার, অথচ কি করবেন বুঝতে পারছেন না। শুনতে পেলেন ফোনে কথা বলছেন হ্যাসটন। ভাবলেন, দেখা যাক এবার কিছু ঘটে কিনা।

খানিক পর টেরেসে ফিরে এলেন হ্যাসটন। 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' বললেন তিনি। 'স্বয়ং ফিলিপ মরগানের সঙ্গে কথা বললাম। জাহাজটা এখানে পাঠানো হয়েছে তাঁর একটা ম্যাগাজিনের কাজে। কথা

দিয়েছেন, তাঁর লোকদের বলে কাল আমাদেরকে জাহাজে ওঠার সুযোগ করে দেবেন।'

'কাল?' বেজার হলেন ড. ফেরেল। 'আজ নয় কেন? আর্থার বলল, আজ বিকেলেও আবার একবার পানির তলায় নামবে ওরা।'

'সাবে জায়গা নেই,' বললেন হ্যাসটন। 'বারমুডা সরকার আজ বিকেলে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, স্কুইডটাকে মারার একটা প্ল্যান আছে তাদের।'

'মারার প্ল্যান আছে? কিভাবে মারবে, শুনি!' হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন ড. ফেরেল।

'তা কি করে বলব,' ক্ষীণ হাসলেন হ্যাসটন। 'তবে এ নিয়ে আপনার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই।'

'উদ্বিগ্ন হব না? আপনার জানা আছে আমি ওটাকে পরীক্ষা করতে চাই···!'

'আছে। আমি বলতে চাইছি, যে-ই ওটাকে মারার চেষ্টা করুক, সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বারমুডা সরকার যাকে পাঠাচ্ছে তাঁর পক্ষে তো কোনদিনই···।'

'বারমুডা সরকার কাকে পাঠাচ্ছে?'

'পাঠাচ্ছে চীফ স্কুইড হান্টার, আপনার বিদ্বান বন্ধু, ডক্টর কাইল ফ্যাদমকে।'

অবজারভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে রানা, পাশে ওয়াটারম্যান; অ্যাকুয়েরিয়াম বোট থেকে তাঁর জিনিস-পত্র নামাচ্ছেন ড. ফ্যাদম, দেখছে ওরা। জিনিসপত্র বলতে অ্যালুমিনিয়ামের চারটে কেস, দু'বাক্স তাজা মাছ, একটা উন্নতমানের ফিশ ট্র্যাপ—প্রায় তিন বর্গ ফুট, সরু তার আর রিএনফোর্সিং স্টীল রড দিয়ে তৈরি।

জর্জ আর জোনার সঙ্গে আলোচনা করলেন ড. ফ্যাদম। এরপর দু'জন ক্রুকে ডাকল জর্জ। কেসগুলো সাবমারসিবলে তুলল তারা, সবশেষে তারের জালটা সাবমারসিবলের মাথায় বাঁধল, হ্যাচের সামনে।

মই বেয়ে অবজারভেশন ডেকে উঠে এল জোনা। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং,' বলল সে। 'ক্যাপটেন বারবিকে নরম করা প্রায় অসাধ্য একটা কাজ, অথচ তাঁকে প্রায় নিজের শিষ্য বানিয়ে ফেলেছেন উনি।' হাত তুলে আফটার ডেকের দিকটা দেখাল সে। ওরা দেখল, ড. ফ্যাদমকে অনুসরণ করছেন ক্যাপটেন বারবি, সবিনয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন।

জোনার দিকে তাকাল রানা। 'অনেকক্ষণ বোঝাতে চেষ্টা করলাম আপনাদের ক্যাপটেনকে, কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন না। এভাবে কয়েকজন লোককে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া একদম উচিত হচ্ছে না তাঁর। আমি বুঝতে পারছি না, আপনারাই বা জেনেশুনে কেন এই বোকামি করতে যাচ্ছেন!'

জোনা বলল, 'আমাদের ঝুঁকি নেয়াটাকে আপনি বোকামি বলছেন, এই তো? কিন্তু ভেবে দেখুন, ঝুঁকির তুলনায় লাভ কতটুকু। এত বড় স্কুইডের ছবি কেউ কোন দিন তুলতে পারেনি, সারা দুনিয়ায় রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে যাবে। এই সুযোগ কেউ কখনও ছাড়ে? তাছাড়া, বিপদটা কতটুকু ভয়ঙ্কর? ধাক্কাটা যদি স্কুইডই দিয়ে থাকে, আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় ওটাকে আমরা এবার ধরেও ফেলতে পারি, ড. ফ্যাদমের সাহায্যে···।'

রানা আর কিছু বলল না। ওয়াটারম্যান জোনার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল, 'ড. ফেরেলের ওপর তুমি ভরসা করছ?'

'ভদ্রলোক প্রচুর টোপ নিয়ে এসেছেন,' বলল জোনা। 'একশো পাউণ্ড টুনা গভীর পানির যে-কোন প্রাণীকে আকৃষ্ট করবে। স্কুইড যখন

ভুরিভোজনে ব্যস্ত থাকবে, আমরা তখন নিজেদের কাজ সেরে নেব।'

'ড. ফেরেল ওটাকে কিভাবে মারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভদ্রলোকের কাছে দুটো অস্ত্র আছে,' বলল জোনা, ইঙ্গিতে সাবমারসিবলের মেকানিক্যাল বাহুগুলো দেখাল। 'দুটো অস্ত্রই সাবের বাহুর সঙ্গে আটকানো—ওগুলো তিনি সাবের ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। একটা অস্ত্র হলো স্পিয়ার গান, সঙ্গে সিরিঞ্জ ভর্তি স্ট্রিকনীন, ডজনখানেক হাতি মারার জন্যে যথেষ্ট। দ্বিতীয় অস্ত্রটা ডাইভারের ব্যাঙ-স্টিক-এর মত—ওটা থেকে টুয়েলভ-গজ শটগান শেল ছোঁড়া যায়, প্রতিটির ভেতর পারদ আছে, বিষাক্ত শ্র্যাপনেলের মত ছড়িয়ে পড়বে। জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই আমার, তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে যে ফায়ার পাওয়ার রয়েছে তা দিয়ে ওটাকে তিনি তিন-চারবার মারতে পারবেন।'

রানা বুঝতে পারছে, ওদেরকে ঠেকানো ওর কাজ নয়। ওয়াটারম্যানের যাওয়া বন্ধ করা গেছে, এতেই খুশি থাকা উচিত ওর। ওরা যখন যাবেই, ওদেরকে ভয় দেখানোও ঠিক নয়। তবু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার একটা গরজ অনুভব করল ও। বলল, 'সবাই একটা জিনিস একেবারেই বুঝতে চাইছে না। সেটা হলো, এই দানবটার কোন বোধ-বুদ্ধি নেই। ওটা আমাদের নিয়মে খেলে না। ওটা তার নিজের নিয়মে খেলে।'

'ড. ফেরেল সে কথা মনে রেখেই প্ল্যানটা তৈরি করেছেন,' বলল জোনা।

'কি রকম?'

'অস্ত্রগুলো যদি কোন কাজ না করে, তাঁর ধারণা স্কুইডটা নিজ স্বভাব-দোষে ক্যাপসুলটাকে পেঁচিয়ে ধরবে, তখন ওটাকে কেবলে জড়িয়ে সারফেসে তুলে আনা সম্ভব হবে।'

'মাই গড!' বলল রানা। 'এ তো বাঘের মুখের ভেতর হাত ভরে চিৎকার করা, ধরেছি! আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ধরনের প্রাণী এটা?'

'যে-ধরনেরই হোক, সাবমারসিবলকে ভেঙে ফেলতে পারবে না,' বলল জোনা। 'আমার ধারণা, আইডিয়াটা মন্দ নয়।'

কথা না বলে ডেক ছেড়ে চলে গেল রানা।

'থাক না হয়, যেয়ো না নিচে,' রানা চলে যেতে জোনাকে বলল ওয়াটারম্যান। 'ড. ফ্যাদম একা যা করার করুন। একান্তই যদি যেতে চাও, পরের বার যেয়ো।'

'আমার জন্যে তোমার উদ্বেগ, ভালই লাগছে, টেডি,' ধীরে ধীরে বলল জোনা, হাত বাড়িয়ে তার চিবুক স্পর্শ করল সে। 'কিন্তু আমি যেতে চাই। সেজন্যেই তো আমার এখানে আসা।'

ব্রিজে ঢুকল রানা, ক্যাপটেন বারবির অনুমতি নিয়ে রেডিওতে যোগাযোগ করল সী কুইনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে সেটা এক মাইল উত্তরে ভেসে গেছে।

বেল সাড়া দিল কয়েক মিনিট পর। রানা ভাবল, ও বোধহয় স্টার্নে ছিল, ঘুমে ঢুলছিল, নয়তো মেরামত করছিল পাম্পটা। 'স্রেফ চেক করছি, বেল,' বলল ও। 'তুমি জেগে আছ তো?'

'কোন রকমে। নিচে একটা লাইন ফেললে কোন অসুবিধে আছে, রানা? চেষ্টা করে দেখতাম দু'একটা মাছ পাই কিনা।'

'ঠিক আছে। তবে বোটটা নিয়ে প্রথমে এদিকে চলে এসো। দু'শো গজের মধ্যে এসে এঞ্জিন বন্ধ করো, তারপর ভেসে আসতে দাও। তাহলে সাবটাকে অনুসরণ করার জন্যে পজিশনে চলে আসবে তুমি।'

'বেশ। তোমরা ওটাকে নামাচ্ছ কখন? ভাল কথা, টেডি এবার

যাচ্ছে না তো?'

'ঘণ্টাখানেক পর। না, টেডি যাচ্ছে না। শোনো, বেল, সাবটা নামার পর তুমি কিন্তু ঘুমাবে না। আমি চাই সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে তুমি, প্রয়োজন হলে যাতে ফুলস্পীডে দূরে সরে যেতে পারো।'

'ঠিক আছে, রানা,' বলল বেল। 'সী কুইন স্ট্যাণ্ডিং বাই।'

জাহাজটা থেকে বোটের দূরত্ব আন্দাজ করল বেল, দেড়শো গজ তো হবেই, দু'শো গজও হতে পারে। ঠিক রানা যেমন বলেছে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে।

হুইলের সামনের শেলফ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিল, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল সাবমারসিবলের ওপর। হ্যাচটা খোলা, লোকজন এখনও সাবের মেকানিকাল বাহুগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। তারমানে প্রচুর সময় পাবে সে।

বোটের পিছন দিকে চলে এল সে, যেখানে ম্যাকরল্‌গুলো রোদে ফেলে নরম হতে দিয়েছিল। একটা লাইনে দুটো হুক বাঁধল, টোপ হিসেবে ম্যাকরল্ গাঁথল হুকে, তারপর লাইনের শেষ মাথায় দুই পাউণ্ড ওয়েট আটকে ফেলে দিল পানিতে। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে লাইন। যখন মনে হলো দেড়শো ফুট নেমে গেছে হুকগুলো, লাইন আটকে হেলান দিল বুলওয়ার্কে। লাইনটা এখনও ধরে আছে, ঝাঁকি দিচ্ছে মাঝে মধ্যে, মাছদের আকৃষ্ট করার জন্যে।

পায়ের কাছাকাছি বালতিটার দিকে তাকাল বেল। ওটার ভেতরই ছিল ম্যাকরল্‌গুলো। বালতির অর্ধেক পানিতে ভর্তি, পানিটুকু লালচে হয়ে আছে রক্তে আর মাংসের কণায়, ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু আঁশ। বালতিটা তুলে পানিটা বোটের বাইরে ফেলে দিল সে, দেখল সামান্য পিচ্ছিল রক্ত আর তেল ছড়িয়ে পড়ল পানিতে।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, টোপে ঠোকর দিল না কোন মাছ। বেলের মনে হলো, এদিকে যদি মাছ থাকেও, হয় তার টোপের অনেক নিচে নয়তো অনেক ওপরে আছে। ফিশ-ফাইণ্ডারটা এখনও অন করা রয়েছে, ওটা থেকে কোন সুবিধে পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। লাইনটা গোঁজে আটকাল সে, ফিরে এল হুইলহাউসে।

স্ক্রীনে কি এক বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর আগে বেল কখনও এ-ধরনের নকশা দেখেনি। তার নিচে তিন হাজার ফুট গভীর পানি, এটা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে ধরে নিত মাটির ওপর রয়েছে বোট। দেখে মনে হলো ফিশ-ফাইণ্ডার থেকে যে-সব ইমপালস্ বেরুচ্ছে সেগুলোর কয়েকটা বোটের ঠিক নিচে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, বাকিগুলো ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে বটে, তবে গভীরে নেমে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে। নকশাটা তাই ঝাপসা, কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট।

হতে পারে থ্রু-হাল ফিটিঙে কিছু একটা জড়িয়েছে, মেশিনের ট্রান্সপণ্ডারটা তো ওটাতেই আটকানো। তীরে পৌঁছে একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক পরবে বেল, বোটের তলায় গিয়ে কি জড়িয়েছে দেখে আসবে। কিংবা কে জানে, মেশিনটাই হয়তো ভেঙে গেছে। আজকাল তো সব জিনিসই চিপস আর সার্কিট বোর্ড দিয়ে তৈরি, ওসব শুধুমাত্র জাপানীরা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পায়—এক টুকরো ইলেকট্রনিকের দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষ খুঁজে বের করতে পারবে না কোথায় তার ত্রুটি।

বেল সিদ্ধান্ত নিল, তার মাছ ধরা হয়ে গেলে, সাবটা পানিতে নামার পর, মেশিনটা খুলে দেখবে সে, দেখবে ত্রুটিটা সামান্য কিছু কিনা। হয়তো কিছু না, একটা তার ছুটে গেছে।

স্টার্নে ফিরে এল বেল, গোঁজ থেকে লাইনটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। খুব বেশি হালকা লাগছে লাইন।

কোন সন্দেহ নেই, ওয়েটটা গেছে, সম্ভবত হুক আর টোপগুলোও নেই।

গাল দিল বেল, লাইন টেনে তুলতে শুরু করল।

ফানেল থেকে বিপুল পানি ছেড়ে সাগরের নীল তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জলদানব। খাবারের অস্পষ্ট একটা গন্ধ পেয়েছিল, একবার হারিয়ে ফেলে খুঁজে পায়, শেষে আবার হারিয়ে ফেলেছে।

সারফেসের এত কাছাকাছি আরাম পাচ্ছে না সে, গরম পানিতে থাকা তার অভ্যাস নয়। প্রচণ্ড খিদেতে কাতর না হলে এখানে উঠত না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সামান্য দু'টুকরো খাবার জুটেছিল কপালে, তারপর ওপরে কিছু একটার ঠাণ্ডা ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে কিছুক্ষণ। ওপরে জিনিসটা যা-ই হোক, ওটা থেকে তার জন্যে অস্বস্তিকর সঙ্কেত আসতে থাকে, তাই খানিক পর সরে এসেছে।

নীল পানি থেকে বেগুনি পানিতে ডাইভ দিল জলদানব, তারপর আবার উঠে এল নীল পানিতে।

কিন্তু কিছুই পেল না।

যতই ওপরে উঠল, সারফেস যত কাছাকাছি চলে এল, ততই সম্ভাবনাময় সঙ্কেত বয়ে নিয়ে এল পানি। কোন পদার্থ নেই, তবে লক্ষণ আছে, যা প্ররোচিত করছে ওটাকে—যেন সারফেসের কাছাকাছি পানিতে অঢেল খাবার বসানো আছে।

আরও ওপরে উঠল জলদানব, গাঢ় কিছু একটার কাছাকাছি। সরাসরি সেটার নিচে পৌঁছুনোর জন্যে ছুটল ওটা।

শালার বাচ্চা হাঙর, মনোফিলামেন্ট লাইনের শেষ মাথাটা পরীক্ষা করার

সময় গাল দিল বেল। লাইন যদি এক মিনিট নড়াচড়া না করে, চুপিসারে এগিয়ে আসবে ওগুলো, কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে সব।

নিচে থেকে উঁচু হলো বোট, যেন হঠাৎ একটা ঢেউ বা স্রোত ওপরে তুলছে ওটাকে। লাইন থেকে চোখ তুলে সাগরের দিকে তাকাল বেল। সাগরকে এখন সমতলই বলা যায়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এরকম মাঝে মধ্যে টগবগ করে ফুটে ওঠার মত আচরণ করে সাগর, আসলে নিচ থেকে যে-কোন কারণেই হোক উথলে ওঠে পানি। দূরে তাকাল সে, মরগান এক্সপ্লোরারের ক্রেন ক্রেডল থেকে তুলে নিল সাবমারসিবলটাকে, দোল খাইয়ে জাহাজের বাইরে নিয়ে আসছে।

সাগরের তলায় সাবটার পৌঁছুতে কতক্ষণ যেন লাগবে বলেছে ওরা? আধ ঘণ্টা? পানিতে আরেকবার লাইন ফেলার সময় আছে তার হাতে। তবে এবার লাইন ছেড়ে নড়বে না সে, হাতে ধরে থাকবে। এবারও যদি কোন হাঙর ওটা কাটতে আসে, বেচারার কপালে খারাবি আছে।

মিডশিপ-এর হ্যাচ কভার থেকে নতুন একটা ওয়্যার লীডার নিল বেল, বুলওয়ার্কে হেলান দিয়ে লীডারের শেষ মাথার সুইভেল-এর চোখটা মুখের সামনে তুলল, মনোফিলামেন্টটা যাতে ঢোকাতে পারে ওটায়। প্রথমবার ব্যর্থ হলো সে। চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাবল বেল, চশমা নেয়া দরকার।

তার পিছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো, কেমন যেন কলকল করে উঠল পানি। শব্দটা খেয়াল করলেও, সুইভেলের চোখে মনোফিলামেন্ট ঢোকাবার কাজে মগ্ন সে।

গর্তের ভেতর ঢুকল লাইন। 'হয়েছে!' স্বস্তিবোধ করল বেল।

কলকল শব্দটা আবার শুনতে পেল। এবার আরও কাছাকাছি। সেই সঙ্গে আঁচড়ানোর আওয়াজ। শব্দ লক্ষ করে ঘুরতে শুরু করল বেল।

কিসের একটা গন্ধও পাচ্ছে সে। পরিচিত গন্ধ···যদিও ঠিক মনে করতে পারছে না···।

আর তারপরই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল বেলের জগৎ। কি যেন একটা তার বুক আর মাথা পেঁচিয়ে ধরল, আঁটসাঁট আর ভেজা ভেজা। হাত দুটো আপনা থেকেই উঠে এসে আঁকড়ে ধরল জিনিসটাকে, পরমুহূর্তে পিছলে গেল—তাকে পেঁচিয়ে থাকা জিনিসটা চাপ দিতে শুরু করেছে। তীব্র ব্যথা অনুভব করল বেল, যেন এক হাজার সুঁচ তার মাংস ভেদ করছে।

ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়ল বেলের পা, অনুভব করল বাতাসের ভেতর দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কি ঘটছে বুঝতে পারল বেল।

ছয়

কন্ট্রোল রুমে, কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে এলিস। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মাথায় হেডসেট; পাশে ওয়াটারম্যান।

যেহেতু মাত্র দুটো টেলিভিশন ক্যামেরা সচল, চারটে মনিটরের মধ্যে দুটো ফাঁকা। তৃতীয়টায় ক্যাপসুলের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, স্টিক ধরে নিজের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জর্জ, ড. ফ্যাদম বাহুগুলোর ম্যানুপুলেটর পরীক্ষা করছেন, আর জোনা ক্যামেরার লেন্স অ্যাডজাস্ট করছে।

চতুর্থ মনিটরে ক্যাপসুলের বাইরেটা দেখা যাচ্ছে—ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো, ঝর্ণার ধারার মত প্ল্যাঙ্কটন, তারের খাঁচা থেকে লালচে রক্ত বেরিয়ে সামান্য ঘোলা করছে পানি। মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোট মাছ ছুটে যাচ্ছে ক্যামেরার সামনে দিয়ে, খাঁচার ভেতর ঢুকতে না পেরে অস্থির ও হতাশ, অথচ আকর্ষণীয় গন্ধটা ওটার ভেতর থেকেই আসছে।

'আটাশশো,' বলল এলিস। 'ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে ওখানে।'

একটু পরই সাগরের তলা উঠে আসতে দেখল ওরা। সাবমারসিবলের প্রপেলার আলোড়ন তুলছে পানিতে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে নিচের কাদা, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ভিডিও ক্যামেরার লেন্স।

স্থির হলো ক্যাপসুল, কাদার মেঘ অদৃশ্য হলো।

হঠাৎ সাগরের তলা দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। সরে গিয়ে আবার দেখা দিল, আরেক দিকে যাচ্ছে।

'শার্ক,' বলল রানা। 'ড. ফ্যাদম শার্কের কথা ভাবেননি। ওটা সম্ভবত তাঁর টোপ গিলবে।'

মনিটরের দৃশ্য এলোমেলো হয়ে গেল, ঝাঁকি খাচ্ছে ক্যাপসুল।

'কি ওটা?' ড. ফ্যাদমের গলা শুনতে পেল ওরা।

'একটা শার্ক, ড. ফ্যাদম,' মাইক্রোফোনে বলল এলিস। 'কিছু না, শুধু একটা শার্ক।'

'বেশ, বুঝলাম—কিছু একটা করো!' ধমক দিলেন ড. ফ্যাদম।

হেসে উঠল রানা। 'আমরা আধ মাইল দূরে রয়েছি, ড. ফ্যাদম। কি করতে বলেন আপনি আমাদের?'

একটা বোতামে চাপ দিল এলিস, তারপর খপ করে একটা কন্ট্রোল লিভার চেপে ধরল। ক্যাপসুলের বাইরের ক্যামেরা মুখ ঘুরিয়ে ওপর দিকে তাকাল। এবার তারের খাঁচাটা ওরা দেখতে পাচ্ছে।

'ওটা একটা সিক্স-গিল শার্ক,' বলল রানা। 'খুব কম দেখা যায়।'

গায়ের রঙ চকোলেট-ব্রাউন, উজ্জ্বল সবুজ চোখ, ছ'টা ঢেউ খেলানো ফুলকা। আকারে ছোট, খাঁচাটার দ্বিগুণ হতে পারে, তবে নাছোড়বান্দা। খাঁচার একটা কোণ কামড়ে ধরল, শরীরটা পাক খাওয়াল, প্রথম একদিকে, তারপর আরেক দিকে, চেষ্টা করছে জালে একটা গর্ত তৈরি করতে। দূরে ঝাঁক বেঁধে রয়েছে ছোট মাছেরা, শকুনদের মত ভাগ পাবার আশায়।

'মাছগুলো পালায়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান। 'এতদিন শুনে এসেছি যেখানে হাঙর থাকে সেখানে মাছ থাকে না।'

'হাঙরটা একটা টার্গেট পেয়ে গেছে,' বলল রানা। 'মাছগুলো বুঝতে পারছে, তাদের ওপর ওটার নজর নেই। হাঙরটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল দিচ্ছে, পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে ওগুলো। এখন হাঙরটা যদি খাঁচা থেকে পিছিয়ে আসে, বা অন্য একটা হাঙর হাজির হয়, দেখবে কিভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওগুলো।'

অপর মনিটরে ড. ফ্যাদমকে দেখতে পেল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোলেন তিনি, হ্যাণ্ডেলগুলো ধরলেন। এই হ্যাণ্ডেলই মেকানিক্যাল বাহুগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। কন্ট্রোল প্যানেলের ফাঁকে একটা চার ইঞ্চি সাদা-কালো মনিটর রয়েছে, বাইরের ক্যামেরা থেকে পাঠানো দৃশ্য ধরা পড়ছে সেটায়। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে ড. ফ্যাদম একটা হ্যাণ্ডেল নিজের দিকে টানলেন—ক্যাপসুলের বাইরে একটা বাহু নড়ে উঠল। অপর হ্যাণ্ডেলটা সামনে ঠেললেন একটু—ক্যাপসুলের বাইরে দ্বিতীয় বাহুটা উঁচু হলো, ঘুরল, ওটার কাঁটাগুলো মুখ করল খাঁচার দিকে।

'উঁহুঁ, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'টক' বাটনে চাপ দিল ও, কথা বলল মাইক্রোফোনে। 'কি দরকার, ড. ফ্যাদম। শুধু শুধু বেচারাকে মেরে লাভ কি!'

স্পীকার থেকে ভেসে এল ড. ফ্যাদমের গলা, 'শুধু শুধু মানে?

আপনি বলতে চান হাঙরটা আমার সব টোপ নিয়ে চলে যাক, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি?'

'শুনুন। ওটা আপনার খাঁচা ভাঙতে পারবে না। সিক্স-গিল-এর দাঁত অত বড় নয়। খাঁচাটাকে হয়তো বাঁকা করবে, তবে একেবারে নষ্ট করতে পারবে না।'

'আপনি বলছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, ভদ্রলোককে কিভাবে ক্ষান্ত করা যায় ভাবছে। তারপর বলল, 'শুনুন, ড. ফ্যাদম, আপনার যদি মরার শখ চেপে থাকে, সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু ওখানে আপনার সঙ্গে আরও দু'জন রয়েছেন—ওদেরকে বিপদে ফেলার কোন অধিকার আপনার নেই।'

ওরা দেখল, ড. ফ্যাদমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জোনা, তারপর তার কথাও শুনতে পেল, 'ডক্টর, আপনার একটা অস্ত্র যদি হাঙরটাকে মারার কাজে লাগান, স্কুইডটাকে খতম করার সম্ভাবনা অর্ধেক কমে যাবে আমাদের।'

'চিন্তা করবেন না, মিস জোনা,' ড. ফ্যাদম তাকে আশ্বস্ত করলেন। 'সেটাকে মারার জন্যে আরও উপায় আমাদের হাতে থাকবে।'

ড. ফ্যাদমকে একটা বোতামে চাপ দিতে দেখল ওরা। পরমুহূর্তে স্পিয়ার গান থেকে ছুটল বর্শা। হাঙরটার ঠিক ফুলকার পিছনে লাগল সেটা।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, মনে হলো হাঙর ব্যাপারটা খেয়ালই করছে না। তারপর হঠাৎ ওটার শরীর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল, শক্ত হয়ে গেল ফিন আর লেজ। ঝাঁকি খেয়ে খাঁচা থেকে সরে এল মুখ, চোয়াল খুলে গেল। আড়ষ্ট, কাঁপছে, ঝুলে থাকল পানিতে। তারপর, যেন একটা ফাইটার প্লেন ঝাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, ডান দিকে কাত হলো হাঙর, ডিগবাজি খেলো, ধাক্কা খেলো একবার ক্যাপসুলের

গায়ে, পড়ে গেল কাদায়।

ছোট মাছের ঝাঁকগুলো এগিয়ে এল এবার, লাশটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

একটা ভিডিও মনিটরে দেখা গেল পোর্টহোলে লেন্স ঠেকিয়ে দ্রুত ছবি তুলছে জোনা।

'মরা একটা হাঙর কি আরও হাঙরকে ডেকে আনবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'না,' বলল রানা। 'হাঙরদের কিছু অদ্ভুত রীতি আছে। পরস্পরকে খুন করবে, কিন্তু নিজেদের কেউ মারা গেলে দূরে সরে থাকবে তারা। যেন নিজেদের মৃত্যু লাশটার মধ্যে লেখা আছে।' মনিটরের দিকে তাকাল ও। 'কোন কোন প্রাণী মৃত্যু সহ্য করতে পারে না। আবার কোন কোন প্রাণীর কাছে মৃত্যু উত্তেজনাকর।'

জলদানব খেয়েছে, তবে দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকার পর সামান্য যে প্রোটিন পেয়েছে তাতে তার খিদে মেটেনি, বরং তা আরও অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই আরও খাবারের সন্ধানে আছে ওটা।

হঠাৎ করে তার অনুভূতি নতুন, অন্যরকম সঙ্কেত পেল—খাদ্যের সঙ্কেত, জীবিত শিকার, মরা শিকার, আলোর সঙ্কেত, নড়াচড়া, আওয়াজ। একসঙ্গে এতগুলো সঙ্কেত অস্থির ও দিশেহারা করে তুলল ওটাকে। আগুপিছু করছে, ভঙ্গিটা একাধারে আক্রমণাত্মক আবার আত্মরক্ষামূলকও।

অবশেষে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। শব্দজটের উৎস সন্ধান করছে। কিন্তু খানিক দূর ওঠার পরও কিছু পেল না। কাজেই আবার নিচে নেমে এল।

চোখে আলোর খুদে কণা আঘাত করল, জ্বলছে আর নিভছে—

তারমানে কাছাকাছি ছোটখাট প্রাণী আছে। জলদানব সেগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তারপর আরও আলো পড়ল নিচে, প্রায় একটা বন্যা বয়ে গেল। দিশেহারা বোধটা বাড়ল, সুযোগ ও বিপদ, দুটোই অনুভব করছে। শরীরে ঘন ঘন প্রচুর পানি ভরে ছাড়তে শুরু করল ওটা, সাগরতলের একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে।

আলোর উৎস কাছে চলে আসছে, ক্রমশ কর্কশ হয়ে উঠছে আভাটা, ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। মস্তিষ্ক সতর্ক সঙ্কেত দিল, কেটে পড়ো। কিন্তু ওটার অলফ্যাক্টরি সেনসর ইতিমধ্যে খাদ্যের শক্তিশালী সঙ্কেত পেতে শুরু করেছে—তাজা শিকার, উপাদেয় ও পুষ্টিকর।

ক্ষুধা ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

সাগরের তলা ছেড়ে ওপরে উঠল জলদানব, আলোর অনেক ওপরে উঠে এল, স্রোতের টানে শরীরটাকে ভেসে যেতে দিল আলোর পিছনে। তারপর স্থির হলো ওখানে, যেখানে সঙ্কেত আর হুমকির অস্তিত্ব নেই। এখানে স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, নিচের শিকারের দিকে মনোযোগ।

আরও কিছুক্ষণ পর নিচে নামতে শুরু করল জলদানব।

হাই তুলল ওয়াটারম্যান, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর ঝাঁকাল মাথাটা; ঘুমে বুজে আসছে চোখ, জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। এক ঘণ্টার ওপর হলো মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, দুটোর কোনটাতেই কোন নড়াচড়া নেই। স্ক্রীনগুলো হিপনোটিক, যেন টেস্ট প্যাটার্ন-এর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

সাবমারসিবলে ড. ফ্যাদম, জোনা ও জর্জ প্রায় কোন নড়াচড়াই করছে না, কথাও বলছে না। পোর্টহোলের বাইরে ঘোরাফেরা করছে অদ্ভুত সব প্রাণী, ইতিমধ্যে সেগুলোর ছবি তোলা হয়ে গেছে জোনার।

এখন হাঁটু মুড়ে বসে শুধু দেখছে সে।

সাবমারসিবলের ভিডিও ক্যামেরার দিকে মুখ তুললেন ড. ফ্যাদম। বললেন, 'ক'টা বাজে?'

'নব্বুই মিনিট পার হয়েছে,' মাইক্রোফোনে বলল এলিস।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পোর্টহোলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ড. ফ্যাদম।

বাইরের ক্যামেরা নতুন করে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, এখন সেটা মরা হাঙরটার দিকে তাক করা—কাদার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। খানিক আগে একটা হ্যাগফিশ ছুটে এসে ওটার গায়ে একটা ফুটো তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চামড়া এত বেশি মোটা যে সুবিধে করতে পারেনি, অন্য শিকারের খোঁজে ফিরে গেছে সে।

কন্ট্রোল রুমের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল রানা, হাতে দু'কাপ কফি। একটা কাপ ওয়াটারম্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্রীম ছাড়া···আরে, সর্বনাশ, একি!'

'কি?' চমকে উঠে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মনিটরের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান।

'মাছ। সবগুলো চলে গেছে।'

মাথায় হেডসেট পরে মাইক্রোফোনের 'টক' বাটন হাতড়াচ্ছে রানা, ও কি বলতে চাইছে উপলব্ধি করতে পারল ওয়াটারম্যান। গভীর পানির কোন প্রাণী আলোর কিনারায় টহল দিচ্ছে না, মরা হাঙরের কাছে ছোট কোন মাছ ঘুর ঘুর করছে না।

'ড. ফ্যাদম!' মাইক্রোফোনে চিৎকার করল রানা। 'লুক আউট!'

গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন ড. ফ্যাদম, পোর্টহোল দিয়ে ভাল করে তাকালেন, কিন্তু নতুন কিছু দেখতে পেলেন না। 'কি দেখব?'

এই সময় ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো, তারপর আঁচড়ানোর,

ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কি যেন, মনে হলো মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা জাহাজকে। পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে ওপর দিকে উঠল ক্যাপসুল, কাত হয়ে গেল মাথা। ভেতরের ক্যামেরায় দেখা গেল জোনা আর ড. ফ্যাদম ছিটকে পড়লেন জর্জের গায়ে, তারপর তিনজনই হুমড়ি খেলেন কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। বাইরের ক্যামেরায় কাদা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অশ্রাব্য একটা গাল দিল জর্জ। হ্যাণ্ডেলগুলো ধরে ফেললেন ড. ফ্যাদম, মেকানিক্যাল বাহু সচল করার চেষ্টা করলেন। 'কাদায় আটকে গেছে বাহুগুলো!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

'পাওয়ার দিন ক্যাপসুলে,' জর্জকে বলল রানা। 'প্রপেলার ওটাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

ওরা দেখল স্টিক টেনে ধরে পাওয়ার অ্যাপ্লাই করল জর্জ, শুনতে পেল সাবমারসিবলের মোটর গুঞ্জন তুলল, তারপর গর্জে উঠল।

কাত হয়ে ওপরে উঠল ক্যাপসুল, কাদা থেকে মুক্ত হলো মেকানিক্যাল আর্মস।

'ক্যামেরা!' হুঙ্কার ছাড়লেন ড. ফ্যাদম।

বাইরের ক্যামেরার কন্ট্রোল ধরার জন্যে হাত বাড়াল জর্জ, ইতিমধ্যে ড. ফ্যাদম মেকানিক্যাল বাহু উঁচু করেছেন, ফায়ারিং বাটনে স্থির হয়ে আছে তাঁর আঙুল।

মনিটরে দেখা গেল ঘুরে যাচ্ছে ক্যামেরা—পানিকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে কাদা, তারপর লেন্সে ধরা পড়ল ক্যাপসুলের পাশে একটা ঝলক, তারপর···।'

'ওহ্ গড, কি ওটা?' আঁতকে উঠল ওয়াটারম্যান।

একগাদা বৃত্ত দেখাচ্ছে ক্যামেরা; বেগুনি-খয়েরি, প্রতিটি আপনাআপনি ঘুরছে, মনে হলো প্রতিটির কিনারায় সারি সারি দাঁত

রয়েছে, এবং প্রতিটির রয়েছে একটা করে হলুদ রঙা নখ।

'ওটা দুঃসংবাদ,' ওয়াটারম্যানের প্রশ্নের জবাবে বলল রানা। মাইক্রোফোনে চিৎকার করল, 'ফায়ার ইট, মি. ফ্যাদম!'

পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাউন্ট থেকে ভেঙে নেয়া হলো ক্যামেরা, ফাঁকা হয়ে গেল স্ক্রীন।

চাবুক দিয়ে পেঁচিয়ে ক্যামেরাটাকে ছিঁড়ে আনল জলদানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর ফিরে এল হাঙ্গরের ছিন্নভিন্ন লাশটার কাছে, ছোট আটটা বাহু দিয়ে খুবলে আর আঁচড়ে মাংস তুলে এনে খোলা মুখে ভরছে। কিন্তু মাংস আর নেই বললেই চলে।

দিশেহারা বোধ করছে জলদানব, কারণ লক্ষণ আর গন্ধ খাবারের প্রতিশ্রুতি দিলেও পেট ভরার মত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত অনুভূতি জানাচ্ছে, খাবার আছে; তার ক্ষুধা খাবার দাবি করছে। কিন্তু কোথায় খাবার?

শক্ত, বড় আকৃতির একটা খোল দেখতে পাচ্ছে জলদানব, খাবারের সমস্ত লক্ষণ ও গন্ধ বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে। চাবুক দিয়ে খোলটাকে পেঁচিয়ে ধরল। ক্ষুধার জ্বালা আর হতাশাজনিত প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেছে, ভেঙে চুরমার করতে চায় ওটাকে।

'দেখতে পাচ্ছি না,' চিৎকার করলেন ড. ফ্যাদম। 'গেল কোথায় ওটা?'

'ফায়ার ইট, ড. ফ্যাদম!' চিৎকার করছে রানাও। 'বর্শা ছুঁড়ুন! ওটা এত বড় যে না লাগার প্রশ্ন ওঠে না!'

স্পিয়ার গানের বর্শা ছোঁড়ার জন্যে ড. ফ্যাদম বোতামে চাপ দিলেন, দেখতে পেল ওরা। 'বর্শা যাচ্ছে না!' বোতামটায় আবার চাপ দিলেন তিনি, তারপর আবার।

ককিয়ে উঠল জোনা, 'লুক!' হাত তুলে নিজের পোর্টহোল দেখাল। 'কাদায়। স্পিয়ার গান। ভেঙে নিয়ে গেছে ওটা।'

এই সময় ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, তারপর দোল খেতে শুরু করল এদিক ওদিক। হড়কে গেলেন ড. ফ্যাদম, ভারি একটা বস্তার মত জোনার ঘাড়ে পড়লেন। কন্ট্রোল ধরে ঝুলে থাকল জর্জ। পোর্টহোলের বাইরে দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো একের পর এক—কাদা, পানি, আলো, অন্ধকার।

আবার ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, এবার আঁচড়ানোর শব্দ তীক্ষ্ণ হলো।

টিভি মনিটরে চোখ রেখে থরথর করে কাঁপছে ওয়াটারম্যান, অসুস্থ বোধ করছে সে। 'মি. রানা, কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্যাপসুল তুলে আনা যায় না? উইঞ্চ স্টার্ট দিন। ক্যাপসুল গতি পেলে ওটা হয়তো ভয়ে সরে যাবে।'

'ঢিলে কেবল টান টান করতেই লাগবে দশ মিনিট,' বলল রানা। 'অত সময় নেই ওদের। যা ঘটার এখুনি ঘটবে।'

দুর্বলতা খুঁজছে জলদানব। কোথাও না কোথাও দুর্বল একটা জায়গা থাকবেই। সব শিকারেরই স্পর্শকাতর, নরম জায়গা থাকে।

ক্যাপসুলটা আকারে জলদানবের অর্ধেক। জিনিসটা শক্ত আর নিরেট হলেও, যুদ্ধ বা ধস্তাধস্তি করছে না। লম্বা দুই চাবুকের সাহায্যে জড়িয়ে ধরে অনায়াসে তুলে ফেলল, ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে, অনুভব করছে ক্যাপসুলের গা, নরম কোন জায়গা বা সরু কোন ফাটল পাওয়া যায় কিনা দেখছে। তারপর জলদানব ওটাকে তার আটটা ছোট বাহুর ভেতর টেনে নিয়ে চাপ দিল। মুখ খুলল, জিভ দিয়ে গা চাটছে। জিভের গতি মন্থর—চাটছে, ডগা দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

'ও কিসের শব্দ!' হিসহিস করে জানতে চাইলেন ড. ফ্যাদম। শব্দটা শুনে মনে হলো ভোঁতা একটা করাত দিয়ে খোলটা কাটা হচ্ছে।

ক্যাপসুল এখন উল্টো হয়ে রয়েছে, ভেতরে ওরা তিনজন হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে মাথার দিকে, হাত দিয়ে যে-যার খুলি ঢেকে।

'আপনাদের সঙ্গে খেলছে ওটা,' মাইকে বলল রানা। 'ভাগ্য ভাল হলে খেলাটা একঘেয়ে লাগবে, ছেড়ে চলে যাবে আপনাদের।'

মাথাটা একপাশে কাত করলেন ড. ফ্যাদম, যেন নতুন কোন আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, 'আমাদের মোটর থেমে গেছে।'

'ওটা আপনাদের ছেড়ে দিলেই উইঞ্চ চালিয়ে তুলে আনব ক্যাপসুল। আর বোধহয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

'টক' বাটনে রানা চাপ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়াটারম্যান, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি তা বিশ্বাস করেন?'

কথা বলার আগে মাথা নাড়ল রানা। 'না। শয়তানটা ক্যাপসুলের ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজছে।'

আবরণের গায়ে সাপের মত নড়াচড়া করছে জিভ, মসৃণতা পরীক্ষা করছে, পার্থক্য খুঁজছে। কিন্তু আবরণ সবখানে সমান—কঠিন, স্বাদহীন, নির্জীব। জিভের গতি বাড়ল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে জলদানব।

মস্তিষ্কে একটা সঙ্কেত ধরা পড়ল।

স্থির হলো জিভ, ফিরে গেল মুখের ভেতর, তারপর আবার বেরিয়ে এসে চাটতে শুরু করল, এবার আগের চেয়ে ধীরে ধীরে। আবার! ফিরে এসেছে সঙ্কেতটা, মিলিয়ে যাচ্ছে না।

জিনিসটার আবরণ এখানে অন্যরকম—অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি

মসৃণ, পাতলাও।

জোনা নিশ্চয়ই তার পিছনে কোন শব্দ শুনেছিল, কারণ তাকে ঘাড় ফিরিয়ে পোর্টহোলে তাকাতে দেখল ওরা। যা-ই দেখুক, গলা চিরে আর্তনাদ করে উঠল সে, পিছিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

সেদিকে তাকালেন ড. ফ্যাদম, আঁতকে উঠলেন।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে হচ্ছে…,' হাঁপাচ্ছেন ড. ফ্যাদম, '…একটা জিভ।'

সাবমারসিবলে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল বদল করল এলিস, ফোকাস করল পোর্টহোলে। এবার ওরা দেখতে পেল—হ্যাঁ, একটা জিভই। বৃত্তটা চাটছে, লালচে মাংস দিয়ে ঢেকে ফেলছে কাঁচ। তারপর পিছিয়ে গেল জিভ, আকৃতি বদলে মোচার আদল নিল, বাড়ি দিল কাঁচে। হাতুড়ি পেটার মত আওয়াজ হলো।

তারপর আবার সরে গেল জিভটা, মুহূর্তের জন্যে পোর্টহোল ঘন কালো রঙে ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় কান ফাটানো আঁচড়ানোর শব্দ শুনতে পেল ওরা।

ব্যাকহেডের ক্লিপ থেকে ছোঁ দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিলেন ড. ফ্যাদম, আলো ফেললেন পোর্টহোলে।

জিনিসটার মাত্র অংশবিশেষ দেখতে পেল ওরা, কারণ আকারে পোর্টহোলের চেয়ে বড় সেটা, অনেক বড়—বাঁকা, কাস্তে আকৃতির ঠোঁট, হলুদ রঙা, ডগাটা ছুঁচালো, সেঁটে আছে কাঁচে।

উল্টোদিকের ব্যাকহেডে শুয়ে পড়েছে জোনা, হাঁটু গেড়ে বোবা হয়ে রয়েছেন ড. ফ্যাদম, হাতের ফ্ল্যাশলাইট পোর্টহোলের দিকে তাক করা। ক্যামেরার দিকে মুখ ফেরাল জোনা, বলল, 'আমরা কি মারা যাচ্ছি?'

এই সময় কিছু ফাটা বা ভাঙার তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। এক পলকেরও কম সময়ে গুরু-গম্ভীর শব্দে বিস্ফোরিত হলো পানি। সবার মিলিত চিৎকার শোনা গেল। তারপর থেমে গেল সব, আর কোন আওয়াজ নেই, মনিটর অকেজো হয়ে গেছে।

খালি স্ক্রীনের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা।

সাত

ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল রানা, হোটেলে ফিরছে। টাইয়ের নটটা ঢিলে করে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল, এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকায় ঘেমে গেছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত যে-কোন অনুষ্ঠান বিষণ্ন করে তোলে ওকে। লাশ দেখা, জানাজা পড়া, মাটি দেয়া, কুলখানি—সম্ভব হলে এড়িয়ে যায় এ-সব। বিষণ্ন করে তোলে হাসপাতালও। এ-সব শুধু যে অসুস্থতা আর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে, তা নয়। এগুলো চরম নিয়ন্ত্রণহীনতার প্রতিনিধিত্বও করে। বুদ্ধিমান, সতর্ক একজন মানুষ হিসেব কষে ঝুঁকি নিলে এবং সীমারেখার ওপারে পা না দিলে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এ ধারণাটা যে কতবড় ভুল, আকস্মিক মৃত্যু এসে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় সেটা। সীমারেখা যে যখন-তখন সরে, তার প্রমাণ দুর্ঘটনা আর মৃত্যু।

তাছাড়া, রানা বিশ্বাস করে, মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠান মৃত ব্যক্তির কোন

উপকারে আসে না।

এ-ব্যাপারে বেল ওর সঙ্গে একমত ছিল। একদিন মৃত্যুর প্রসঙ্গ ওঠায় বেল ওকে বলেছিল, সে তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনকে বলে রেখেছে, মারা গেলে তার লাশ যেন সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়, যেন কোন আনুষ্ঠানিকতা করা না হয়। তার ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে, সাগরে মারা গেছে বেল।

চার্চের অনুষ্ঠানটা সাদামাঠাই হয়েছে। উপস্থিত ছিল শুধু বেলের আত্মীয়স্বজনরা। বাইরের লোক বলতে একা রানা, তা-ও ভেতরে ঢোকেনি ও। দুটো ধর্মীয় গান গাওয়া হয়, বাইবেল থেকে ক'লাইন পাঠ করেন পর্তুগীজ যাজক। কেউ কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ তোলেনি, কি ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনাও হয়নি। বেলের স্ত্রী আর আত্মীয়স্বজনরা বরং সান্ত্বনা দিয়েছে রানাকে।

ওদেরকে বেলের মৃত্যুর আসল কারণ জানায়নি রানা। কি ঘটেছে তা শুধু দু'জন জানে—ও আর ওয়াটারম্যান। ওদের কথা বিশ্বাস করেছে সবাই, অন্য রকম কিছু সন্দেহ করেনি। মিথ্যে বলার কারণ হলো, ওরা চায়নি বেলের আপনজনেরা বাকি জীবন ভীতিকর একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকুক। সবাইকে বলা হয়েছে, বোট থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছে বেল। বলা হয়েছে, পড়ার সময় নিশ্চয়ই তার মাথা ডাইভ স্টেপে বাড়ি খায়, যার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে।

কর্তৃপক্ষকেও তাই বলা হয়েছে। ভিডিও টেপে রোমহর্ষক মৃত্যুর ঘটনা এত বেশি, আরেকটা বীভৎস মৃত্যুর বর্ণনা শুনতে হয়নি বলে কর্তৃপক্ষ স্বস্তিই বোধ করেছেন।

সী কুইনকে রেডিওতে ডেকে রানা যখন কোন সাড়া পেল না, বেলের ওপর খুব রাগ হয় ওর। ধরে নেয়, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ক্যাপটেন বারবির কাছ থেকে একটা জোডিয়্যাক ধার করে আধ মাইল

খোলা সাগর পেরিয়ে স্রোতে ভাসতে থাকা সী কুইনে চলে আসে রানা, ওয়াটারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। বিহ্বল ভাবটা তখনও কাটেনি ওয়াটারম্যানের, বোটে উঠল একটা সচল মড়ার মত। তবে যখন দেখল বেল নেই বোটে, তার বিহ্বল ভাব কেটে গেল।

প্রথমে ওরা মনে করল, বোট থেকে পড়ে গেছে বেল। স্রোতের গতিপথ আর বোটের ভেসে যাওয়ার হিসাব কষল ওরা, তারপর জোডিয়্যাক নিয়ে এক দেড় মাইল খোঁজাখুঁজি করল। সিদ্ধান্ত নিল, সী কুইনের ফ্লাইং ব্রিজ থেকে চারদিকে চোখ বুলানো দরকার। ফিরে এসে স্টারবোর্ড সাইড দিয়ে বোটে উঠতে যাবে, রঙের ওপর আঁচড়ানোর দাগ দেখতে পেল।

তারপর, বোটে উঠে এসেছে, বুলওয়ার্কে হাত বুলাতে আঠা আঠা লাগল। এবার গন্ধটাও ঢুকল নাকে।

দুর্ঘটনা ঘটার সময় বোটে ছিল না রানা, আর থাকলেও বোধহয় কিছু করতে পারত না। তবু নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। সারা জীবন এই বোট নিয়ে মাছ ধরে জীবন ধারণ করেছে বেল, অথচ কখনোই একা উঠত না, একা উঠতে ভয় পেত। ট্যুরিস্ট হিসেবে রানা যখন বারমুডায় আসেনি, মাছ ধরার সময় হয় এনা অথবা মোনাকে নিয়ে সাগরে যেত বেল। ওর অপরাধবোধ করার কারণ হলো, ঠিক বিপদের সময়টা তার সঙ্গে থাকেনি ও। ও-ই তো তাকে সাইড-স্ক্যান সোনারে চোখ রাখার দায়িত্ব দিয়েছিল।

ভুলে যাও এ-সব, নিজেকে ধমক দিল রানা। এখন আর এ-সব কথা ভেবে লাভ কি।

ট্যাক্সি ড্রাইভার তার রেডিও অন করল। দুপুরের খবর হচ্ছে। বারমুডার অর্থনীতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দুঃসংবাদ। সাবমারসিবল ডুবে যাবার পর গত এক হপ্তায় ট্যুরিস্টদের সংখ্যা আরও কমে গেছে।

বারমুডা সরকার খুব চাপের মধ্যে আছে, মিছিল-মীটিং করে মানুষ দাবি জানাচ্ছে দানবটাকে মারার বা তাড়াবার একটা ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারছে না, বলতে পারছে না কিভাবে কি করা উচিত। বারমুডা সরকার ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, কিন্তু তাঁরাও কোন সমাধান দিতে পারেননি। সবাই এখন একটা আশা নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে—জলদানব নিজেই চলে যাবে।

জলদানবের সঙ্গে এখন আর কেউ নিজেকে জড়াতে চায় না। শুধু জেরি হ্যাসটন আর ড. ফেরেল এখনও হাল ছাড়েননি। ওঁরা দু'জন ঠিক কি করছেন রানার তা জানা নেই, তবে জানে যে বারমুডা ত্যাগ করেননি। ইতিমধ্যে ওঁরা বেলের স্ত্রী এনার সঙ্গে দেখা করেছেন। বেলের অকাল মৃত্যুর জন্যে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তবে পুরানো প্রস্তাবটা নতুন করে উত্থাপন করতেও ভোলেননি। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, বোটটার জন্যে দৈনিক তিন হাজার ডলার দিতে রাজি আছেন। এনা হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি, যোগাযোগ করতে বলেছে রানার সঙ্গে।

ওদের প্রস্তাব নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উন্মাদ হয়ে আছেন জেরি হ্যাসটন, আর ড. ফেরেল মনে করছেন স্কুইডটাকে পরীক্ষা করার সুযোগ না পেলে তাঁর সারা জীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পরে হলেও, ওয়াটারম্যানের কাছ থেকে জানা গেছে ওঁরা নেভির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তবে সরাসরি নয়। জেরি হ্যাসটন একজন মার্কিন সিনেটরকে ধরেন, সিনেটর যোগাযোগ করেন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যাপটেন স্টিফেন হান্টারকে জিজ্ঞেস করা হয়, স্কুইডটাকে ধরার ও মারার উপায় কি? প্রশ্নটা ভীষণ উদ্বিগ্ন করে

তোলে ক্যাপটেন হান্টারকে, একটা কারণ পেন্টাগন থেকে কোন প্রশ্ন করা হলে সেটাকে সমালোচনা বলে মনে করা হয়, দ্বিতীয় কারণ তিনি অত্যন্ত ভীতু—একজন সিনেটরকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি। ভবিষ্যতে তাঁর যদি পদক পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, দেখা যাবে এই সিনেটরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাঁকে তা দেয়া উচিত হবে কিনা। কাজেই কিছু একটা করে দেখাবার তাগাদা অনুভব করেন তিনি, সমস্যাটা চাপিয়ে দেন ওয়াটারম্যানের ঘাড়ে। পরে, মরগান এক্সপ্লোরারের অভিযান যখন ব্যর্থ হলো, ব্যর্থতার কারণ জানতে চেয়ে যোগাযোগ করেছিলেন সিনেটর ভদ্রলোক। নিজের গা বাঁচানোর জন্যে সমস্ত দোষ ওয়াটারম্যানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন ক্যাপটেন হান্টার।

তবে তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে ওয়াটারম্যান। অফিশিয়ালি সব সময় যাকে দায়ী করা হয়, এক্ষেত্রেও তাকে দায়ী করা হয়েছে, মৃত একজনকে—সব দোষ ড. কাইল ফ্যাদমের। তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কারও কথায় কান না দিয়ে উদ্ভট একটা পরিকল্পনা করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে দায়ী করা হয়েছে জর্জকে, যে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিল।

ক'দিন ধরেই ভাবছে রানা, ড. ফেরেলের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত ওর। বেল মারা যাবার পর তার পরিবারের প্রতি একটা দায়িত্ব অনুভব করছে ও। বেলের এক ছেলে ও এক মেয়ে বোর্ডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করে, বাবা মারা যাবার পর টাকার অভাবে স্কুল ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসবে তারা, এ হতে পারে না। এনাও এমন কিছু লেখাপড়া শেখেনি যে চাকরি করবে। সম্বল বলতে ওই সী কুইন, কিন্তু বেল না থাকায় ওটা থেকে আয় করা সম্ভব নয়, বড়জোর ভাড়া খাটানো যেতে পারে। কিন্তু বারমুডায় মাছই নেই, জেলেরা ক'টাকাই বা ভাড়া দিতে রাজি হবে। কাজেই কিছু একটা করা দরকার ওদের সংসার চলার একটা

উপায় যাতে হয়।

তাছাড়া, এই পরিস্থিতিতে আর চুপ করে থাকা যায় না। দিনের পর দিন মানুষ মারতে থাকবে স্কুইড, অথচ কারও কিছু করার নেই, এ-কথা রানা বিশ্বাস করে না। ব্যাপারটা নিয়ে ড. ফেরেলের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করতে চায় ও। ওটাকে কিভাবে মারা সম্ভব, সে-সম্পর্কে ভাল কোন ধারণা নেই ওর। তবে জানে ভীতু বা খামখেয়ালী লোকের কাজ নয় এটা। ওটাকে মারতে হলে সাহস দরকার হবে, সরাসরি মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে।

যদি এ-সময় বারমুডায় না থাকত তাহলে ব্যাপারটা ওর কাছে এত গুরুত্ব পেত না। চোখের সামনে এ-সব ঘটছে বলেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতে পারছে না রানা। এখনও যদি কিছু একটা না করে, বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে ওকে।

হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্যাক্সি, সিদ্ধান্ত নিল আজই ড. ফেরেলকে টেলিফোন করবে।

ফোন করতে হলো না, লাউঞ্জে ঢুকতেই ওঁদেরকে দেখতে পেল রানা। সোফা ছেড়ে একযোগে উঠে দাঁড়ালেন ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটন। 'মি. রানা,' বললেন ড. ফেরেল। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কি ব্যাপার?' মনে মনে খুশি হলেও রানার চেহারায় তা প্রকাশ পেল না।

'নিরিবিলি কোথাও বসে কথা বলতে পারলে ভাল হয়,' বললেন হ্যাসটন। 'আপনার রুমে···।'

'বেশ, আসুন,' বলে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা।

'নিজের কামরায় ঢুকে ওঁদেরকে বসতে অনুরোধ করল ও, তারপর রুম সার্ভিসকে ডেকে বিয়ার দিতে বলল।

আলোচনা শুরু করলেন হ্যাসটন, আক্ষরিক অর্থেই ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে, কৃত্রিম অভিযোগের সুরটাও অস্পষ্ট থাকল না। 'আপনি কে, আমরা কি করে বুঝব বলুন!' রানার চোখ সামান্য কোঁচকালেও তিনি তা লক্ষ করলেন না। 'নিজের পরিচয় আরও পরিষ্কার করে দেয়া উচিত ছিল আপনার। সে যাই হোক, আমরা এখন জানি আপনি কে··· ।'

'কে?' মাথা একটু কাত করে তাকাল রানা।

'কে আবার, পৃথিবী বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার, একজন সারভাইভার, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর···আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে সব কথা বলতে গেলে কাল এই সময় পর্যন্ত এখানে বসে থাকতে হবে আমাদের। আপনি জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট কমিটির একজন সদস্যও বটেন। একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করেছেন··· ।'

'ধন্যবাদ,' খুক করে কেশে বাধা দিল রানা। 'এখনও বোঝা গেল না ঠিক কি নিয়ে আলোচনা করতে চান আপনারা।' মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে ও, ওর আসল পরিচয় ওঁরা জানতে পারেননি। যা জানেন তা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

'সিনেটর ব্রাইট আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাকে, তারপর পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা যেন অবশ্যই আপনার সাহায্য কামনা করি।'

'কি ব্যাপারে?'

'স্কুইডটাকে, আপনার কথা মত, মারবই আমরা, মি. রানা,' এবার মুখ খুললেন ড. ফেরেল। 'তবে যদি সময় সুযোগ পাই তাহলে চেষ্টা করব ওটাকে পরীক্ষা করতে। তাতেও যদি আপনি আপত্তি করেন··· ।'

রুম-সার্ভিস বিয়ার পরিবেশন করে ফিরে গেল। রানা জানতে চাইল, 'আপনি নিশ্চিত, ড. ফেরেল, স্কুইডটা এখনও বারমুডার আশেপাশে আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কেন তা মনে করেন?'

'কারণ কিছুই এখনও বদলায়নি। মরসুম বদলায়নি, স্রোত বদলায়নি—বড় ধরনের কোন ঝড় হয়নি। এন.ও.এ.এ.-এর রিপোর্ট পেয়েছি কাল রাতে—গালফ স্ট্রীম মরসুমি পালা বদল শুরু করতে আরও সম্ভবত এক মাস সময় নেবে।' ড. ফেরেল অনুভব করছেন, তাঁর উত্তেজনা-উৎসাহ আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। 'ইতিমধ্যে আর্কিটিউথিস তার খোরাক পাচ্ছে—তার স্বাভাবিক খাবার নয় অবশ্য, তবে খাবার। কাজেই বারমুডা ছেড়ে চলে যাবার কোন কারণ নেই তার।'

'তার তো এখানে আসারও কোন কারণ ছিল না।'

'ছিল, মি. রানা, ছিল! গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আর্কিটিউথিসকে দানব বা শয়তান হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। ওটা একটা অ্যানিমেল, ডেভিল নয়। ওটার নিজস্ব একটা সাইকেল আছে, সাড়া দেয় প্রাকৃতিক ছন্দে। আমার ধারণা, অসম্ভব খিদেতে দিশেহারা বোধ করছে ওটা। এমনটি ঘটছে স্বাভাবিক খাদ্য না পাবার ফলে। আমার আরও ধারণা, ওটার সামনে আমি একটা মায়া সৃষ্টি করতে পারি, অর্থাৎ ওটা যাতে স্বাভাবিক খাদ্য দেখতে পায় এবং দেখতে পেয়ে সাড়া দেয়, তার আয়োজন করতে পারি···।'

'কিভাবে?'

'সেটা আমি আপনাকে পরে ব্যাখ্যা করে বলব।'

'আপনার ধারণা, কাজ হবে তাতে?'

'আমার তাই বিশ্বাস, হবে।'

'আর কাউকে মারার আগে আমরাই ওটাকে মেরে ফেলতে পারব?'

'হ্যাঁ···হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কিভাবে, পদ্ধতিটা কি?'

ইতস্তত করলেন ড. ফেরেল। 'আপনাকে জানাব···শিগগিরই।'

'টপ সিক্রেট কোন ব্যাপার নাকি?'

'না। আমি দুঃখিত। প্লীজ, মি. রানা, আমাকে ভুল বুঝবেন না, এর মধ্যে কোন ছল-চাতুরি নেই। পদ্ধতিটা কি হবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর, ওটা কি ধরনের আচরণ করে তার ওপর। ওটা হয়তো···সম্ভাবনা আছে···আমি আসলে চেষ্টা করতে চাই ওটা যাতে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে···।'

হ্যাসটনের দিকে ফিরল রানা। একদৃষ্টে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, পাথুরে চেহারা, আলোচনায় এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় তাঁকে যেন বিরক্ত করছে। ও জানতে চাইল, 'কখন আপনারা শুরু করতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' জবাব দিলেন হ্যাসটন। 'গিয়ার লোড করা হয়ে গেলেই।'

'ফুয়েল আর ফুডও তো লাগবে,' বলল রানা। 'আমরা কাল রওনা হতে পারি।'

'দশ হাজার ডলারে হবে, ফুয়েল আর ফুড?' জানতে চাইলেন হ্যাসটন, হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন ব্রিফকেসটা। একশো ডলারের একটা তোড়া বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।'

'হবে।'

'এবার শর্ত নিয়ে আলোচনা করি, কেমন?' ব্রিফকেস বন্ধ করে বললেন হ্যাসটন। 'ড. ফেরেল বলছেন স্কুইডটাকে খুঁজে বের করতে, তারপর ওটাকে আকৃষ্ট করতে বাহাত্তর ঘণ্টাই যথেষ্ট। কাজেই, মি. রানা, বোটে আমাদের তিন দিন থাকার জন্যে যা যা লাগতে পারে সব

থাকতে হবে। স্কুইডটাকে আমরা ধরতে পারি বা না পারি, ফিরে এসে বোটের ভাড়া মিটিয়ে দেব। কত সেটা?'

'আপনারাই বলুন,' জানতে চাইল রানা।

'পনেরো হাজার ডলার।'

'না।'

'তাহলে কত?'

'আমার শর্তগুলো শুনুন,' বলল রানা। 'বোটটা আমার নয়, মিসেস বেলের। এই বোটটাই তাঁর একমাত্র সম্বল, কাজেই শুধু প্রচুর লাভ হবে বুঝতে পারলেই বোটের ওপর ঝুঁকি নেবেন তিনি। রওনা হবার আগেই পঞ্চাশ হাজার ডলার নগদ তাঁকে দেবেন আপনারা, বাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক দেবেন তাঁর নামে, যদি আমরা না ফিরি সে-কথা মনে রেখে। আর বোটের যদি কোন ক্ষতি হয়, সেজন্যে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। চেকে।'

ইতস্তত করছেন হ্যাসটন, তারপর আবার ব্রিফকেস খুলে বললেন, 'আপনি সম্মানী মানুষ, মি. রানা। আমার জন্যেও টাকা কোন ব্যাপার নয়। ঠিক আছে, আমরা রাজি।'

ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটন বিদায় নিয়ে চলে যাবার আধ ঘণ্টা পর টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে ভরে হোটেল ছেড়ে বেরুল রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল ডকে, বোটে ওঠার সময় ভাবল বটে একবার চুক্তির কথাটা এনাকে এখুনি জানানো দরকার, তারপর সিদ্ধান্ত নিল এখন বেচারীকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, উঠে এল ফ্লাইং ব্রিজে, বোট ছাড়বে এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল এখনও ওটা ডকে বাঁধা রয়েছে।

অনুভব করল কেউ যেন ওর পেটে ঘুসি মেরেছে। আটকে গেল দম,

হেলান দিল রেইলিঙে। বেল যে নেই, এই প্রথম সত্যিকার প্রমাণ পেল ও। ওখানে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও, নিঃশ্বাস নিয়মিত হয়ে আসার পর নিচে নেমে লাইন খুলল।

ডকইয়ার্ডে, ফুয়েল পাম্পে যাচ্ছে রানা। ম্যানগ্রোভ বে ঘোরার সময় ভাবল, সহকারী হিসেবে কাউকে ভাড়া করা দরকার। ড. ফেরেল বা হ্যাসটন যে বোট চালাতে জানেন না, ধরে নেয়া চলে। ওঁদের কাছ থেকে প্রায় কোন সাহায্যই পাবে না ও।

বেল আর ওয়াটারম্যান ছাড়া বারমুডায় আর কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি ওর। বেল থাকলে আর কাউকে লাগত না, কিন্তু সে নেই। আর ওয়াটারম্যানকে পাওয়া সম্ভব নয়, এ-ধরনের একটা অভিযানে নেভি তাকে দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণের অনুমতি দেবে বলে মনে হয় না। মুখ চেনা লোকদের প্রস্তাব দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু তারা কেউ সাহস করে রাজি হবে কি? ও-ই বা জেনেশুনে কাউকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে বলবে কেন?

না, একাই ঝুঁকি নেবে ও। ঠিক একা না, হোল্ডের একটা বাক্সে ওর এক মিত্র আছে। প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করা যাবে। বেলের রেখে যাওয়া অস্ত্র, হয়তো ওই অস্ত্রে স্কুইডটা মারা যাবে বলেই বেল ওটাকে ওখানে রেখে গেছে।

দু'হাজার গ্যালন ডিজেল ভরতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর ট্যাঙ্কে ভরতে হলো সাতশো গ্যালন মিষ্টি পানি। সবশেষে ছয় বাক্স ভর্তি গ্রোসারি কিনল রানা—তাজা ও শুকনো ফল, শাক-সব্জি, টিনে ভরা শুকনো মাছ, পনির ও মাখন, পাউরুটি, স্টুর জন্যে মাংস ইত্যাদি। এ-সব খাবার খেয়ে শেষ করার আগেই দেখা যাবে হয় ওরা মারা গেছে নয়তো ডাঙায় ফিরে এসেছে।

ডকে ফিরে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। বোট থেকে কিছু কিছু

গিয়ার নামিয়ে রাখল রানা—ভাঙা ট্র্যাপ, স্কুবা ট্যাঙ্ক, খোলা একটা কমপ্রেসর-এর পার্টস। যে পাম্পটা মেরামত করার চেষ্টা করছিল বেল সেটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল একবার। ওর মনে হলো, বেলের স্পর্শ অনুভব করছে ও, জিনিসটার মধ্যে যেন বেলের শক্তি নিহিত আছে।

বোকার মত আচরণ করো না, নিজেকে তিরস্কার করল রানা। পাম্পটা নামাল বোট থেকে।

চার্চে উপাসনাটাই ছিল আনুষ্ঠানিকতার প্রথম ও শেষ পর্ব, তারপর ছেলে ও মেয়েকে আবার বোর্ডিং স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে এনা। ওদের বাড়িতে দুই বোনকেই শুধু পেল রানা, দূর-দূরান্ত থেকে যে-সব আত্মীয়স্বজন এসেছিল তারাও ফিরে গেছে। বেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রা ছিল, সেগুলো বের করে দেখছিল ওরা, আলোচনা করছিল বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে। দরজার সামনে রানাকে দেখে বিব্রত বোধ করল দু'জনেই।

'কিছুই বিক্রি করতে হবে না,' খালি একটা চেয়ার টেনে বৈঠকখানায় বসল রানা। 'মি. হ্যাসটন কাল সকালে পঞ্চাশ হাজার ডলার তোমার হাতে দিয়ে যাবেন, বাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেকও দেবেন—ওটা ভাঙাতে পারবে তিন দিন পর। কথা হয়েছে, বোটের কোন ক্ষতি হলে তারও ক্ষতিপূরণ দেবেন ওঁরা—আলাদা একটা চেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই বোন, তারপর একযোগে আবার রানার দিকে। দু'জনের চেহারাতেই উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'তুমি তাহলে ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছ?' জিজ্ঞেস করল এনা।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওঁরা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন।'

মোনা বলল, 'মাসুদ ভাই, আমি জানি, আপনি এনার আর্থিক

অবস্থার কথা ভেবে নিজের জীবনের ওপর এত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা চাই না···।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'এ-সব কথা থাক, মোনা। ঝুঁকি নেয়া আমার পুরানো অভ্যেস। পারো যদি এক কাপ কফি খাওয়াও, দুধ চিনি দিয়ে।'

কফি খাবার সময় কোন কথা হলো না, টিভিতে স্থানীয় খবর হচ্ছে। খবর শেষ হবার পরও টিভিটা বন্ধ করল না কেউ, যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে এই ভয়ে। কাপটা খালি হয়ে যাবার পর উঠে পড়ল রানা, বেরিয়ে এল লনে, তাকাল বে-র দিকে। দিনের আলো এখনও সামান্য লেগে রয়েছে পশ্চিম আকাশের গায়ে, অগভীর পানিতে সেন্ট্রির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জোড়া বক, রাতের খাবার হিসেবে দু'একটা মাছ পাবার আশায়। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে···পাখি, না বাদুড়?

লনে দাঁড়িয়েই আছে রানা, এখনও তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে, কেন যেন নড়তে ইচ্ছা করছে না ওর। পুব দিকে গাছপালার মাথার ওপর আধ খানা চাঁদ উঠল, সোনালি আলো ছড়াল সাগরে, বকগুলোকে মনে হলো একজোড়া মূর্তি।

'মাসুদ ভাই, ভেতরে আসুন,' দরজার কাছ থেকে গলা চড়িয়ে ডাকল মোনা।

রানা সাড়া দিল না। ওর দিকে তাকিয়ে মোনা ভাবছে, মাসুদ ভাই, তোমাকে ঠিক একজন প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানের মত লাগছে, বসে আছে পাহাড়ের কিনারায়, প্রস্তুতি নিচ্ছে মৃত্যুর।

আট

হোটেলের চারপাশে পাইন গাছের ভেতর দিয়ে শিস দিয়ে ছুটছে বাতাস, তারই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। এখনও আলো ফোটেনি, তবে চোখে না দেখেও আবহাওয়ার অবস্থা বুঝতে পারল ও। কানই বলে দিল, উত্তর-পশ্চিম দিকে বইছে বাতাস, পনেরো থেকে বিশ নট গতি। বছরের এই সময়টায় উত্তর-পশ্চিমমুখী বাতাস খুব খেয়ালী হয়, খুব তাড়াতাড়ি আবার হয়তো উল্টো দিকে বইতে শুরু করবে, নয়তো একেবারে থেমে যাবে। আবার বলা যায় না, রীতিমত একটা ঝড়ও হয়ে উঠতে পারে। তা যেন না হয়, ভাবল ও, সেক্ষেত্রে আজ ওদের সাগরে বেরুনো হবে না।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, নিচের রেস্তোরাঁয় নেমে ব্রেকফাস্ট সারল, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল বোটের কাছে। ইতিমধ্যে ভোর হতে শুরু করেছে। বাতাস এখনও আছে, তবে ততটা জোরালো নয়। দক্ষিণ-পুবের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিচু মেঘে ঢাকা। উত্তর দিকেও কালো একটা স্তম্ভ মাথাচাড়া দিচ্ছে আকাশে। রানা ধারণা করল, দুপুরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে বইতে শুরু করবে বাতাস। অগভীর পানিতে ঢেউয়ের মাথায় এখন যে ফেনা দেখা যাচ্ছে তখন তা-ও আর থাকবে না। গভীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে বড় বড় আকৃতির ঢেউগুলো।

বোট বাঁধা লাইনগুলো টান টান হয়ে আছে, ধীর গতিতে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে সী কুইন। বোটে উঠতে যাবে, রানার হঠাৎ মনে হলো কেবিনে কে যেন আছে। কেন মনে হলো বলতে পারবে না, তাই দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কান পাতল। লাইন থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, ছল ছলাৎ শব্দে খোলে বাড়ি খাচ্ছে পানি, এ-সবকে ছাপিয়ে উঠল নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

বোধহয় কোন রিপোর্টার, আন্দাজ করল রানা। বাতাসে গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পেরিয়ে এল ও, স্টীল ডেকে নেমে বলল, 'তিন পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যেই তীরে নেমে যেতে হবে, তা না হলে বাড়ি ফিরতে হবে লম্বা সাঁতার দিয়ে।' কথা শেষ করে কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়াল ও। 'এক···।' তারপরই দেখল চমকে উঠে শিরদাঁড়া খাড়া করল ওয়াটারম্যান, আপার বাঙ্ক থেকে গলাটা লম্বা করে দিল দরজার দিকে।

হাই তুলল সে, হাত দিয়ে চোখ ডলল, হাসল, তারপর বলল, 'এই যে, মি. রানা···।'

'তুমি? তুমি এখানে কি করছ?'

'ভাবলাম আজ আপনার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে···।'

'সহকারী একজন দরকার বটে, কিন্তু তুমি ···স্যাম চাচা রাগ করবেন না?'

'স্যাম চাচাই তো পাঠিয়েছেন আমাকে···মানে, মানেটা তাই দাঁড়ায় আর কি। বিজ্ঞানীরা—দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানী—চেষ্টা করছেন নেভি যাতে স্কুইডটাকে মারার জন্যে একটা অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু নেভি বলছে, এ-কাজের জন্যে তাদের ফাণ্ড নেই। যদিও আমার ধারণা, আসল কথা হলো যে-বিষয়ে কিছু জানে না সে ব্যাপারে জড়াতে চাইছে না নেভি। বোকা বনার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কাজেই ক্যাপটেন হান্টার

একটা ম্যাজিক ফর্মুলা বের করেছেন। আমার কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন যে আপনারা আজ রওনা হচ্ছেন, উনি ভাবলেন নেভিরও অংশগ্রহণ করা উচিত—অনেকটা পতাকা দেখানোর মত, মানে আমাকে। আমার দায়িত্ব হলো এমন ভূমিকা পালন করা যাতে মনে হয় ক্যাপটেন হান্টার কিছু একটা করছেন।' বিরতি নিল ওয়াটারম্যান। 'আমি আপনাকে ফোন করে পাইনি···ভেবেছিলাম···আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি।'

'আরে না। কিন্তু শোনো, টেডি, আমার কর্তব্য তোমাকে জানানো যে···।'

'দানবটাকে আমি দেখেছি, মি. রানা, কাজেই সাবধান করার কোন দরকার নেই···।'

'ঠিক আছে তাহলে। তুমি তো এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, তাই না?'

'এক বছরের একটা ট্রেনিং নেয়া আছে, মি. রানা।'

'গুড,' বলল রানা। 'তোমার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগতে পারে। ইতিমধ্যে, সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো, কফি বানানো।'

সাড়ে ছ'টার সময় বোট ছাড়ল ওরা। বে-র মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে এগোল সী কুইন, শহরের ডকে গিয়ে ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটনকে তুলে নিল।

ওঁরা দু'জন ভাড়া করা একটা পিকআপ ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রাকে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির কেস। ড. ফেরেল পরেছেন একটা উইণ্ডব্রেকার, খাকি প্যান্ট আর রাবার বুট। হ্যাসটনকে দেখে মনে হলো কোন ক্যাটালগ বুক থেকে বেরিয়ে এসেছেন—পায়ে টপসাইডার বুট শু, পরনে ডোরা কাটা ট্রাউজার, হালকা খয়েরি শার্টের বুক পকেটে ক্লাব লোগো, তার ওপর একটা

জ্যাকেট, বোতাম খোলা।

'ওগুলো কি?' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে জানতে চাইল রানা। 'আপনারা কি সমুদ্রে টাওয়ার বানাতে চান?'

ওঁরা কোন জবাব দিলেন না। মুখ দেখেই বোঝা যায়, চুপচাপ থাকলেও দু'জনেই খুব টেনশনে আছেন। ব্যাপার কি? বোট দরকার ছিল, তা তো পেয়েছেনই!

ড. ফেরেলের তত্ত্বাবধানে সব মিলিয়ে বাইশটা কেস তোলা হলো বোটে। কয়েকটা কেস কেবিনের ভেতর রাখতে চাইলেন তিনি, বাতাস বা রোদ লাগতে দিতে চান না, তবে বেশিরভাগই সাজিয়ে রাখা হলো আফটারডেকে।

সব কেস বোটে তোলার পর ট্রাকের ক্যাবে হাত গলিয়ে লম্বা আরও একটা কেস বের করে আনলেন হ্যাসটন। ওটা তিনি যেভাবে বহন করছেন, দেখেই বুঝতে পারল রানা অসম্ভব ভারি হবে। সন্দেহ নেই, কেসটার ভেতর মূল্যবান কিছু আছে, কারণ অত্যন্ত সাবধানে বয়ে আনলেন তিনি, লক্ষ রাখলেন কিছুর সঙ্গে যাতে ধাক্কা না লাগে।

'ওটা কি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি হেসে হ্যাসটন বললেন, 'পরে শুনবেন, প্লীজ।' রানার দিকে পিছন ফিরে ঢুকে পড়লেন কেবিনে।

হঠাৎ করে ডকের কিনারায় এসে থামল একটা ভ্যান। ভ্যানের গায়ে লেখাগুলো দেখে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে বাকি থাকল না রানার। দু'জন সহকারীকে নিয়ে প্রথমে নামল একজন ক্যামেরাম্যান, তারা তিনজন ধরাধরি করে নিচে নামাতে শুরু করল ভিডিও ক্যামেরা ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। ভ্যানের ক্যাব থেকে নামল দু'জন রিপোর্টার। 'মি. রানা,' তাদের একজন বলল, 'আপনার সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলতে পারি? বারমুডা টেলিভিশনের তরফ থেকে?'

'দুঃখিত, না,' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বলল রানা।

'মাত্র দু'মিনিট।' রিপোর্টার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল ক্যামেরাম্যান ছবি তোলার জন্যে তৈরি হয়েছে কিনা। 'আমরা শুনলাম আপনি নাকি জলদানবকে ধরার জন্যে রওনা হচ্ছেন। কেন আপনার মনে হলো···?'

'আপনারা ভুল শুনেছেন,' বলল রানা। 'সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ এরকম পাগলামি করবে না।' ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও। 'টেডি, নোঙর তোলো।' শেষ লাইনটা ডেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দিল। বে-তে আরও দশ-বারোটা বোট রয়েছে, সেগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে এগোল সী কুইন।

খানিক দূর আসার পর, যখন মনে হলো ওর কথা ডক থেকে শোনা যাবে না, ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে বলল রানা, 'মি. হ্যাসটন, এখানে একবার আসবেন?'

মই বেয়ে উঠে এলেন হ্যাসটন, হেঁটে সামনে চলে এলেন। 'কি ব্যাপার, মি. রানা?'

'কেসটায় কি আছে বলুন আমাকে।'

'সময় হলে···।'

'আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার!' নাক বরাবর একশো গজ দূরে ষাট ফুটী একটা স্কুনার আড়াআড়িভাবে ভাসছে, দু'পাশে একটা করে পঞ্চাশ ফুটী ফিশিং বোট। 'ঠিক আছে তাহলে···,' হাত বাড়িয়ে খপ করে হ্যাসটনের কব্জি চেপে ধরল রানা, ছেড়ে দিল হুইলের ওপর এনে। 'নিন, সামলান!'

ঘুরল রানা, ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে মইয়ের দিকে এগোল।

'কি করছেন আপনি!' চিৎকার করলেন হ্যাসটন।

'হঠাৎ ঘুম পেয়েছে।'

'হোয়াট!'

'আপনার শো, আপনি চালান।'

'প্লীজ, মি. রানা, প্লীজ—ফিরে আসুন!' আর্তনাদ করে উঠলেন হ্যাসটন, তাকিয়ে আছেন সামনে। স্কুনারটা এখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে আরও কমে আসছে। হুইল ঘুরিয়ে বোটটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই, কারণ চারদিকে শুধু বোট আর বোট।

'জায়গা মত পৌঁছে ডাকবেন আমাকে,' মই বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

থ্রটল টানলেন হ্যাসটন, হুইল ঘোরালেন, কিন্তু তবু থামল না বোট, এঁকেবেঁকে এগোল, আগের মতই সেই স্কুনারের দিকে ছুটছে। থ্রটল ঠেলে দিলেন তিনি, সগর্জনে রিভার্সে চলে গেল বোট, ঘুরে এগোল একটা ফিশিং বোটের পিছন লক্ষ করে। 'কি চান আপনি?' আতঙ্কিত গলায় জানতে চাইলেন।

রানা বলল, 'এত যখন শখ আপনার, সামলান।'

'না!' প্রতিবাদ করলেন হ্যাসটন। 'আমি···হেলপ! হেলপ!' থ্রটল সামনে ঠেললেন তিনি, আবার স্কুনারের দিকে মুখ করল বোট।

আরও এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। শূন্যে হাত তুলে হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এলেন হ্যাসটন। মইয়ের ধাপ দুটো টপকে ডেকের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে এল রানা, ধরে ফেলল হুইল। ওর হাতে ঘুরল সেটা, তারপর দর্জি যেমন সুচের ফুটোয় সুতো পরায়, বোটটাকে স্কুনারের বো আর ফিশিং বোটের লেজের মাঝখান দিয়ে বের করে আনল, দুটোকেই মাত্র ছ'ইঞ্চির জন্যে স্পর্শ করল না সী কুইন।

'মজার ব্যাপার, তাই না?' বিপদ কেটে যাবার পর বলল রানা। 'কিছু কিছু জিনিস টাকা দিয়েও কেনা যায় না।'

রেগে গেছেন হ্যাসটন। 'এ-সবের কোন দরকার ছিল না···।'

'খুব বেশি দরকার ছিল,' বলল রানা। 'শুনুন, মি. হ্যাসটন। এখানে আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বোটে আমরা সবাই যে যার আলাদা এজেণ্ডা নিয়ে ছুটোছুটি করব, এ হতে পারে না। ড. ফেরেল স্কুইডটা সম্পর্কে জানেন, কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে তাঁর কোন বাস্তব ধারণা নেই। টেডি ওয়াটারম্যান সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কিন্তু স্কুইড সম্পর্কে কিছু জানে না। আমি সমুদ্র, বোট ও স্কুইড, তিনটে সম্পর্কেই কম-বেশি জানি। আর আপনি, টাকা বানানোর কৌশল ছাড়া ঘোড়ার ডিম কিছুই জানেন না। কাজেই বলুন, কি আছে কেসটায়?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে হ্যাসটন বললেন, 'একটা রাইফেল।'

'ওটা আপনি আনলেন কিভাবে? বারমুডা কাস্টমস আর্মস আনতে দেয় না।'

'খুলে আনা হয়েছে। ড. ফেরেলের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সঙ্গে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ওগুলো। একজন আর্মারার ছাড়া আর কারও পক্ষে চিনতে পারার কথা নয়।'

'কি ধরনের রাইফেল?'

'একটা ফিনিশ অ্যাসল্ট রাইফেল। ভালমেট। সাধারণত ন্যাটোর স্ট্যাণ্ডার্ড সেভেন-পয়েন্ট-সিক্সটি-ফাইভ মিলিমিটার কার্তুজ ব্যবহার করা হয় ওটায়।'

'সাধারণত মানে? আপনি ওটার ওপর কারিগরি ফলিয়েছেন নাকি?'

'বুলেটগুলোয়, হ্যাঁ। ক্লিপগুলো লোড করা হয়েছে, যাতে দুটোর পর একটা করে বুলেট ফসফরাস ট্রেসার হয়, বাকিগুলোয় সায়ানাইড ভরা হয়েছে।'

'আপনার ধারণা, স্কুইডটাকে এভাবে মারা সম্ভব?'

'সে-কথা ভেবেই করা হয়েছে আয়োজনটা,' বললেন হ্যাসটন। 'ড. ফেরেল ওটাকে খুঁজে বের করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা সারতে চান সারবেন, তারপর আমি ওটাকে মারব।'

'মারার কাজটা আপনারই করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সত্যি মনে করেন, এই পর্যায়ে এসে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু করার আছে আপনার?'

'ব্যাপারটা এখন আর তাদেরকে নিয়ে নয়, মি. রানা। অন্তত এখন আর নয়। ব্যাপারটা এখন আমাকে নিয়ে। এটা এমন একটা কাজ, আমাকে করতেই হবে।'

আবার এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আই সী। ঠিক আছে, মি. হ্যাসটন। তবে আমার একটা পরামর্শ নিন। প্রথম সুযোগেই কাজটা সেরে ফেলবেন। কারণ আমি আপনাকে ওই একটা সুযোগই দেব। তারপর যা করার আমি করব, নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমার হাতে।'

'জানতে পারি, কি করতে চান আপনি?'

'আমি ওটাকে উড়িয়ে দেব। অন্তত চেষ্টা করব।'

'ফেয়ার এনাফ,' বললেন হ্যাসটন। 'কফি চলবে?'

'শিওর। ব্ল্যাক।'

মইয়ের দিকে হেঁটে গেলেন হ্যাসটন, বললেন, 'মেটকে বলছি, পাঠিয়ে দেবে।'

'মেট হলো, মি. হ্যাসটন, আপনাদের ইউএস নেভির একজন লেফটেন্যান্ট। বললে হবে না, অনুরোধ করতে হবে। আর প্লীজ বলতে ভুলবেন না।'

মুখ খুললেন হ্যাসটন, আবার সেটা বন্ধ করলেন। 'এক্সকিউজ মি,' বলে নেমে গেলেন নিচে।

বে-র মুখ থেকে দক্ষিণ দিকে ঘুরল বোট। বাঁক নেয়ার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। একজোড়া পাইন গাছের তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বোন, এনা আর মোনা, বাতাসে উড়ছে তাদের নাইটগাউন। রানাকে দেখে হাত নাড়ল তারা, সাড়া দিল রানাও। তারপর মোনাকে ওখানে রেখে ঘুরে দাঁড়াল এনা, লনের ওপর দিয়ে মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে। যতক্ষণ দেখা গেল ওদের, হাত নাড়ল মোনা।

রানার জন্যে এক মগ কফি নিয়ে এল ওয়াটারম্যান, তারপর ফ্লাইং ব্রিজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওর পাশে। উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকাল ওরা, গভীর পানির কিনারায় নোঙর ফেলে রয়েছে মরগান এক্সপ্লোরার।

কিছুক্ষণ কেউ ওরা কথা বলল না, তারপর রানা বলল, 'মেয়েটাকে তুমি পছন্দ করতে।'

'হ্যাঁ। এমন কি এ-ও ভেবেছিলাম যে···থাক, এখন আর এ-সব ভেবে লাভ কি।'

ব্রিজে উঠে এলেন ড. ফেরেল, একপাশে দাঁড়ালেন। উত্তেজিত ও অস্থির দেখাচ্ছে।

'সাগরে প্রচুর ঘোরাফেরা করেছেন, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামান্য, বহু বছর আগে। অক্টোপাস সংগ্রহ করতাম। তবে এরকম কিছু না। এর জন্যে আমি সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এটাই একমাত্র সাধ আমার, একটা জায়ান্ট স্কুইড ধরব। ওটা আমার ড্রাগন।'

'স্কুইড ড্রাগন হলো কি করে?'

'আমি ওটাকে এভাবেই দেখি। সেজন্যেই আমার শেষ বইটার নাম দিয়েছি, লাস্ট ড্রাগন। মানুষের ড্রাগন দরকার আছে, অচেনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে। আপনি তো প্রাচীন মানচিত্র অবশ্যই দেখেছেন। অচেনা ভূমি আঁকার সময় আগেকার দিনে ওঁরা লিখতেন, 'হিয়ার বি ড্রাগনস। তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যেত। আমি আমার জীবনটা ড্রাগনের ওপর পড়াশোনা আর লেখালেখি করে কাটিয়েছি। আপনি জানেন এরকম একটা ড্রাগনের মুখোমুখি হতে পারাটা কত বড় একটা সুযোগ, কি পরম সৌভাগ্য?'

'ড্রাগনটাকে আপনি না মারলে, ওটাই হয়তো আপনাকে মেরে ফেলবে, এভাবে কোনদিন ভেবেছেন কি, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিজ্ঞানীরা সেই ভয়ে পিছিয়ে আসেন না।' হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন ড. ফেরেল। 'দেখুন!'

বোটের বো থেকে ছিটকে সরে গেল ছ'সাতটা ফ্লাইং ফিশ, পানি ছুঁয়ে উড়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ গজ, তারপর আবার ডুব দিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন ড. ফেরেল।

এক সময় ওরা শেওলার লম্বা একটা বিস্তার দেখতে পেল, ইলুদ লতাপাতা, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয় অথচ একটা আরেকটাকে অনুসরণ করছে, পিঁপড়েদের মত, সেই দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

'ওগুলো কি সব সময় সরল একটা রেখা তৈরি করে?' জানতে চাইলেন ড. ফেরেল।

'সেরকমই তো দেখি। এটা একটা রহস্য। স্তূপ হয়ে থাকা মাছের ডিম বা ওই ধরনের কিছু আমরা যা দেখেছিলাম, ওটার মত। ওটা কি ছিল, বুঝতে পারিনি আমি, জানি না কোত্থেকে এল বা কোথায় গেল।'

'কিসের কথা বলছেন? কি রকম দেখতে?'

স্বচ্ছ জেলির মত জিনিসটার বর্ণনা দিল রানা, মাঝখানে একটা গর্ত আছে, ব্যাখ্যা করল কিভাবে ওগুলো ঘুরছে বলে মনে হচ্ছিল, যেন প্রতিটি অংশ মেলে ধরছিল সূর্যের দিকে।

একের পর এক প্রশ্ন করলেন ড. ফেরেল, জেরা করার সুরে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলেন। প্রতিটি উত্তর তাঁকে যেন আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলল। 'ওটা ছিল ডিমের একটা থলি,' অবশেষে বললেন তিনি। 'এর আগে কেউ কোনদিন দেখেনি, অন্তত গত একশো বছরে কেউ দেখেনি। আপনার কি মনে হয়, ওরকম আরেকটা আপনি দেখতে পাবেন?'

'কি করে বলি। সেদিনই প্রথম দেখলাম, আগে কখনও চোখে পড়েনি। দু'বার দেখেছি, একবার চেষ্টা করি খানিকটা সংগ্রহ করার, কিন্তু খসে পড়ে যায়।'

'তাই তো যাবে। আর একবার ওটার জরায়ু ছিঁড়ে গেলে, ভেতরের প্রাণীগুলো সব মারা যাবে।'

'এ-ধরনের একটা থলেতে কি ধরনের প্রাণী বাস করে?'

সাগরের দিকে তাকালেন ড. ফেরেল। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন রানার দিকে। 'আপনার কি ধারণা, মি. রানা?'

'আমি কি করে জানব···!' মাঝপথে থেমে গেল রানা, তারপর প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'মাই গড! শিশু দানব? ওই জেলির ভেতর?'

'শয়ে শয়ে,' ড. ফেরেল বললেন। 'এমন কি হয়তো হাজারে হাজারে।'

'কিন্তু ওগুলো মারা যাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'সাধারণত, হ্যাঁ। বেশিরভাগ।'

রানা বলল, 'কিছুতে খেয়ে ফেলবে।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন ড. ফেরেল। 'তবে খেয়ে ফেলার জন্যে কিছু যদি থাকে পানিতে।'

নয়

'আপনার বুক শেলফে আমি হোমারের ইলিয়াড দেখেছি,' বললেন ড. ফেরেল, নিজের একটা কেস থেকে ছয় ইঞ্চি স্টেনলেস-স্টীল হুক বের করে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। 'আপনি সম্ভবত তাঁর অডিসিও পড়েছেন।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। হুকের কাঁটা একটা ম্যাকারল্-এর গায়ে ঘষল ও, তারপর মাছটাকে ছুঁড়ে দিল একদিকে, ওখানে ধীরে ধীরে একটা স্তূপ তৈরি হচ্ছে।

'আমি নাম শুনেছি, কিন্তু পড়িনি,' বলল ওয়াটারম্যান। হুকের চোখে সুইভেল আটকাচ্ছে সে, তারপর প্রত্যেক সুইভেলে ছয়-ফুটী টাইটেনিয়াম ওয়্যার লিডার বাঁধছে।

'এমন অনেক মানুষ আছে, তাদের মধ্যে আমি একজন, যারা বিশ্বাস করে হোমার তিন হাজার বছর আগে জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে লিখে গেছেন। তিনি ওটার নাম দিয়েছিলেন সিলা। তার দেয়া সিলার বর্ণনা শুনুন—"চ্যাপটা বারোটা পা আছে ওটার, লম্বা হাড্ডিসার গলা আছে ছ'টা। প্রতিটি গলার ওপর রয়েছে একটা করে কুৎসিত মাথা, ঘন সন্নিবেশিত কালো তিন সারি দাঁত থেকে মৃত্যু উদ্‌গিরণ করে···খাদ্য হিসেবে মানুষই ওটার বিশেষ পছন্দ, প্রতিটি অন্ধকার জাহাজ থেকে মাথার সাহায্যে একজন মানুষ ছিনিয়ে নিতে ভুল করে না"।' হাসলেন

ড. ফেরেল। 'খুঁটিয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, তাই না?'

'আমার মনে হয়েছে,' বলল রানা, ড. ফেরেলের একটা আমব্রেলা রিগে লিডার ওয়্যার আটকাল, 'হোমার মহাশয় খানিকটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন।' আমব্রেলা রিগটা ডেকের ওপর দিয়ে টেনে আনল ও, আরও দুটোর পাশে রাখল।

'মোটেও তা নয়,' বললেন ড. ফেরেল। 'নিজেকে কল্পনা করুন সেই প্রাচীন যুগের একজন নাবিক হিসেবে, যখন মনস্টার আর ড্রাগনই ছিল সব প্রশ্নের উত্তর। ধরুন, একটা আর্কিটিউথিস দেখতে পেয়েছেন। ডাঙায় ফিরে লোকজনকে ওটার কি বর্ণনা দেবেন আপনি? কিংবা আধুনিক যুগেই, ধরুন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, আপনি একটা ট্রুপ ট্রান্সপোর্টে রয়েছেন, এই সময় একটা আর্কিটিউথিস হামলা করল আপনার জাহাজকে। বলা নেই কওয়া নেই প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হঠাৎ পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আপনার জাহাজের রাডার পোস্ট ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চেষ্টা করল, আপনার মুখ থেকে কি ধরনের বর্ণনা শুনতে পাব আমরা?'

'সেরকম কিছু ঘটেছে নাকি?' আমব্রেলা রিগের ক্যাপ রিঙ এক প্রস্থ কেবলের সঙ্গে আটকাল রানা, কেবলটা জোড়া লাগানো রয়েছে নাইলন রোপ-এর সঙ্গে।

'একবার নয়, কয়েকবার—হাওয়াইয়ে। অবশ্য সেটা গত শতাব্দীর কথা।'

'একটা স্কুইড কি কারণে জাহাজের ওপর হামলা চালাবে?'

'কেন, কেউ তা জানে না,' বললেন ড. ফেরেল। 'এটা একটা রহস্য।'

ওদের পাশে গুলি ছুটল। ত্রিশ রাউণ্ড, এত দ্রুত যে মনে হলো কেউ বুঝি কাপড় ছিঁড়ল। ঝট করে তাকাতেই জেরি হ্যাসটনকে দেখতে পেল

ওরা, স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। বোটের পিছনে পাখির পালক দেখা গেল, উড়ছে।

'গুলি করা হলো কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

'একটু প্র্যাকটিস করলাম, ড. ফেরেল,' বললেন হ্যাসটন। রাইফেল থেকে খালি ক্লিপ বের করে নতুন একটা ভরলেন।

গিয়ারটা পানিতে নামাতে এক ঘণ্টা সময় লাগল ওদের। ড. ফেরেল জানালেন, তাঁর অপারেশনের এটা প্রথম পর্ব। আধ ইঞ্চি মোটা রশি, তিন হাজার ফুট লম্বা; খানিক দূর পরপর ছ'টা আমব্রেলা রিগ আটকানো হয়েছে, বিভিন্ন স্তরে; প্রতিটিতে টাইটেনিয়াম লিডারের সঙ্গে দশটা করে টোপ আছে। ওয়্যার ছিঁড়বে না, হুক বাঁকা হবে না। প্রতিটি হুক গোড়ায় চার ইঞ্চি। এত বড় হওয়ায় অন্য আর মাত্র একটা প্রাণী আকৃষ্ট হতে পারে—হাঙর। হুকে যদি একটা হাঙর আটকায়, ড. ফেরেল যুক্তি দেখিয়েছেন, ওটার ধস্তাধস্তি ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে, ফলে স্কুইডের আকৃষ্ট হবার সম্ভবনা আরও খানিকটা বাড়বে। আর যদি আর্কিটিউথিস একটা টোপ গেলে, ওটার অনেকগুলো বাহু ঘন ঘন আছাড় খাবে, ফলে অন্যান্য হুক গেঁথে যাবে ওগুলোয়, এভাবে এক সময় অচল হয়ে পড়বে ওটা।

'স্কুইডটার ওজন কি রকম হতে পারে বলে আপনার ধারণা?' ড. ফেরেল তাঁর প্ল্যান ব্যাখ্যা করার সময় জানতে চেয়েছে রানা।

'তা কেউ বলতে পারে না। আমি মরা স্কুইডের মাংস মেপেছি, প্রায় হুবহু সীওয়াটারের সমান ওজন। কাজেই সত্যিকার বড় একটা স্কুইড পাঁচ থেকে দশ টন হওয়া সম্ভব।'

'দশ টন! এই বোটে আমি দশ টন মাংস তুলতেই পারব না। তাছাড়া ওটাকে মরা দেখতে পাব বলেও মনে হয় না। সী কুইনের পক্ষে

দশ টন টো করা সম্ভব, কিন্তু···।'

'কেউ আপনাকে ওটা তুলতে বলছে না, মি. রানা। আমরা ওটাকে উইঞ্চে আটকে ওপরে তুলব, তারপর মি. হ্যাসটন ওটাকে মেরে ফেলার পর নমুনা হিসেবে খানিকটা মাংস কেটে নেব আমি···।'

'কি দিয়ে, আপনার পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে?'

'আমি দেখেছি নিচে একটা চেইন স আছে। কাজ করে?'

'আপনি অ্যামবিশাস, ডক্টর, এটা মানতেই হবে,' বলছে রানা। 'কিন্তু ধরুন, ওটা যদি আপনার নিয়মে খেলতে রাজি না হয়?'

'ওটা একটা জন্তু, মি. রানা,' জবাব দিলেন ড. ফেরেল। 'স্রেফ একটা জন্তু। কথাটা ভুলবেন না।'

পানিতে রশি নামানোর পর তিনটে চার-ফুটী লালচে প্লাস্টিক মুরিং বয়া এক লাইনে ফেলেছে রানা ও ওয়াটারম্যান, রশির শেষ মাথায় আটকে ছুঁড়ে দিয়েছে বোটের বাইরে।

'এবার কি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'অন্তত দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'তারপর না হয় তোলা যাবে রশি। চলো, খেয়ে নিই।'

লাঞ্চের পর ড. ফেরেল তাঁর কয়েকটা কেস খুললেন। একটা ভিডিও মনিটর সেট করে এক জোড়া ক্যামেরা পরীক্ষা করলেন তিনি। বাঙ্কে বসে একটা ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছেন হ্যাসটন। ওয়াটারম্যানকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। বয়াগুলোর সঙ্গে ভেসে চলেছে বোট, তবে বোটের গতি একটু বেশি হওয়ায় বয়াগুলো একশো গজের মত পিছিয়ে পড়েছে। 'লম্বা ফাঁদের সঙ্গে নিজেকে কেউ জড়ালে হুকগুলো সত্যি তাকে গেঁথে ফেলবে।'

ওয়াটারম্যান বলল, 'কিন্তু, মি. রানা, আমার মনে হয় না ড.

ফেরেল ওটাকে মারতে চান।'

'না, তা চান না। উনি প্রথমে ওটাকে দেখতে চান, দেখে কিছু শিখতে চান। বিজ্ঞানী মানুষ তো, দোষ দিতে পারো না। তবে, মনে রেখো, আমাদের দু'জনকে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। বিপদ দেখলে কাউকে কোন সুযোগ দেব না আমরা—না ড. ফেরেলকে, না স্কুইডটাকে।'

'এমন হতে পারে লাইনে জড়িয়ে নিজেই ওটা মারা পড়বে।'

'সম্ভাবনা আছে,' ওয়াটারম্যানকে আশ্বাস দিয়ে হাসল রানা। 'কিন্তু তবু ব্যাটার যদি কোন কুমতলব থাকে, আমাদের তৈরি থাকতে হবে। তুমি আমাকে বোট হুকটা দাও।'

'বোট হুক? কেন, মি. রানা?'

'সাবধানের মার নেই, টেডি। ছোট একটা বীমার ব্যবস্থা করে রাখি।' মই বেয়ে আফটার হ্যাচ দিয়ে নিচে নামল ও, অদৃশ্য হয়ে গেল হোল্ডের ভেতর।

বো থেকে বোট হুক নিয়ে ফিরে এল ওয়াটারম্যান, দেখল ইতিমধ্যে হোল্ড থেকে উঠে এসেছে রানা, দাঁড়িয়ে আছে মিডশিপ হ্যাচ কাভারের পাশে, জুতোর বাক্স আকৃতির একটা কার্ডবোট কার্টন খুলছে। কার্টনটার পাশে একটা মাত্র শব্দ স্টেনসিল করা—বিদেশী একটা শব্দ।

'কি ওটা, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

কার্টনের ভেতর হাত গলিয়ে ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা জিনিস বের করল রানা, ডায়ামিটারে ইঞ্চি তিনেক হবে, গায়ে গাঢ় লাল প্লাস্টিকের আবরণ। জিনিসটা হাতে ধরে উঁচু করে দেখাল ও। বলল, 'সেমটেক্স।'

'সেমটেক্স!' বলল ওয়াটারম্যান। 'জেসাস, ওটা তো টেরোরিস্টরা ব্যবহার করে।' সেমটেক্স সম্পর্কে শুনেছে সে, তবে দেখেনি কখনও। চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সফিসটিকেটেড

বিস্ফোরক, টেরোরিস্টদের সেরা পছন্দ। কারণ হলো, সেমটেক্স অত্যন্ত শক্তিশালী, নমনীয় ও টেকসই। সেমটেক্স দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরিত হতে পারে শুধু আনাড়ি কোন লোকের বোকামির কারণে। যে ক্যাসেট প্লেয়ারটা প্যান অ্যাম একশো-ত্রিশ উড়িয়ে দিয়েছিল তাতে ঠাসা ছিল এই জিনিস। 'এ আপনি পেলেন কোথায়?'

'সে লম্বা এক কাহিনী,' বলল রানা। 'মানুষ যদি জানত তাদের চারপাশে কি উড়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে তারা বোধহয় ঘর ছেড়ে বেরই হত না।'

কৌতূহলী ওয়াটারম্যানকে কাহিনীটা শোনাতে হলো।

কমপ্রেসর পার্টস-এর জন্যে জার্মানীতে অর্ডার দিয়েছিল বেল, সেগুলোর সঙ্গে চলে আসে জিনিসটা। ধরে নিতে হবে, প্যাকিং-এ ভুল হয়েছিল। কে জানে কোথায় ওটা পাঠাবার কথা ছিল। দেখে বেল প্রথমে বুঝতে পারেনি জিনিসটা কি, বুঝতে পারেনি কাস্টমস ইন্সপেক্টরও। ভবিষ্যতে কোনদিন কাজে লাগতে পারে ভেবে জিনিসটা কাস্টমসকে দান করতে চায়নি বেল, প্রশ্নের উত্তরে জানায় ওটা লুব্রিক্যান্ট। এর প্রায় দু'হপ্তা পর একটা বইতে সেমটেক্সের ছবি দেখে সে, তখন বুঝতে পারে কি রেখেছে গ্যারেজে।

বলার পর সেমটেক্সটা আবার ওয়াটারম্যানকে দেখাল রানা। 'দেখতে সামান্য হলে কি হবে, এটুকু দিয়েই বারমুডার শেষ মাথাটা হাইতি পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারি। তবে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে আমাদের।'

'কি সেটা?'

'কোন ডেটোনেটর নেই। বেল নিশ্চয়ই ডাঙায় কোথাও রেখেছিল, পরে বোটে তুলতে ভুলে গেছে। বেল চায় না...,' থামল রানা, বড় করে শ্বাস টানল, শুধরে নিয়ে বলল আবার, '...চায়নি বোটে এমন কিছু

থাকুক যা বোটটা ডুবিয়ে দিতে পারে।'

ডেটোনেটর একটা বানিয়ে নেয়া যায়,' বলল ওয়াটারম্যান।

'কি কি দরকার তোমার?'

'বেনজিন···রেগুলার গ্যাসোলিন।'

'আউটবোর্ডের জন্য নিচে একটা গ্যালন আছে।'

'গ্লিসারিন। লাক্সের গুঁড়ো আছে বোটে?'

'গ্যালিতে, সিঙ্কের নিচে। ব্যস?'

'না, আমার একটা ট্রিগার দরকার হবে, ওটাকে ইগনাইট করার জন্যে। ফসফরাস হলে সবচেয়ে ভাল হয়। এক বাক্স কিচেন ম্যাচ পেলে হয়তো···।'

'কোন সমস্যা নয়। মি. হ্যাসটনের কাছে দুশো রাউণ্ড ফসফরাস ট্রেসার রয়েছে। কতটা দরকার তোমার?'

'ট্রেসার একটা হলেই চলবে। কিন্তু, মি. রানা, এর আগে কখনও এ-কাজ করিনি আমি। জানি কিভাবে কি করতে হয়, কিন্তু···।'

'আমিও তো এর আগে কখনও দশ টনী একটা স্কুইডকে ধাওয়া করিনি,' বলল রানা। হাসল। 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, কোথাও ভুল হচ্ছে দেখলে আমি তোমাকে শুধরে দেব।'

'দেখে বোমা বলে মনে হচ্ছে না,' কাজটা ওরা শেষ করার পর বলল ওয়াটারম্যান। 'মনে হচ্ছে সস্তা একটা পটকা।'

'কিংবা কসাইয়ের উদ্ভাবিত প্র্যাকটিক্যাল জোক,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হলো, জিনিসটা কাজ করবে কিনা।'

'করা উচিত।'

'একটা সান্ত্বনা আছে, টেডি; কাজ যদি না করে, তোমাকে দোষ দেয়ার জন্যে আশপাশে কেউ থাকবে না।'

প্রথমে সাবানের গুঁড়ো আর গ্যাসোলিন দিয়ে খানিকটা পেস্ট তৈরি করেছে ওরা, তারপর সেমটেক্স থেকে বেরিয়ে আসা স্টিকের শেষ মাথায় আটকে দিয়েছে সেটা। একটা ট্রেসার বুলেট আগেই খুলেছিল ওয়াটারম্যান, কাজ করার সময় হাত দুটো ছিল পানি ভর্তি একটা প্যানের ভেতর, কারণ বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র আগুন ধরে যায় ফসফরাসে। সীসার খোল আলাদা করার পর ফসফরাস, গানপাউডার আর পানির মিশ্রণ ছোট একটা কাঁচের পিল বটলে ভরেছে, মুখ বন্ধ করে কবর দিয়েছে পেস্টে।

এই মুহূর্তে দশ ফুট লম্বা বোট হুকের শেষ মাথায় ডাক্ট টেপ দিয়ে পুরো জিনিসটা আটকাচ্ছে ওরা। কাজটা শেষ হতে বোট হুক ওপরে তুলে ঝাঁকাল রানা, বোমাটা শক্তভাবে আটকে থাকে কিনা দেখে নিল। 'বলো তো, পিল বটল ভাঙার আগেই যদি স্কুইডটা এটা গিলে ফেলে, কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফাটবে না,' বলল ওয়াটারম্যান। 'ফসফরাসে বাতাস না লাগলে কোন কাজ হবে না। ওটায় যদি আগুন না ধরে, ডেটোনেটরের বাকি অংশ জ্বলবে না। বোমাটা হবে অকেজো।'

'তারমানে তুমি চাও আমি যেন স্কুইডটাকে বাধ্য করি ওটায় কামড় বসাতে?'

'ওটার নাগালের মধ্যে এক সেকেণ্ডের বেশি থাকবেন না, মি. রানা। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেবেন, তা না হলে···।'

'জানি, জানি। ভাগ্য ভাল হলে ড. ফেরেলের প্ল্যানেই কাজ হবে, এ-সব আমাদের দরকার হবে না।' একবার থামল রানা। 'ভাগ্য আরও ভাল হলে, দেখা যাবে স্কুইডটা নেই, বারমুডা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।'

ফ্লাইং ব্রিজে উঠল রানা, হেঁটে চলে এল হুইলের কাছে, বোটটা

ঘুরিয়ে নিল দক্ষিণ দিকে, সাগরের পিঠে চোখ বুলিয়ে বয়াগুলো খুঁজছে। সেমটেক্সের সাহায্যে শুধু বোমাটা তৈরি করেনি ওরা, রেইলিঙের গায়ে একটা রড হোল্ডারও খাড়া করেছে, বোট হুকটা যাতে নিরাপদ দূরত্বে খাড়াভাবে থাকে। এ-সব কাজ সারতে ঘণ্টাখানেক লেগেছে ওদের। এতক্ষণ বয়াগুলোর কথা মনে ছিল না রানার।

সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো দেখতে না পাওয়ায় অবাক হলো ও। ওগুলোর কাছ থেকে আধ মাইলের বেশি এগিয়ে আসতে পারে না বোট, আর এরকম পরিষ্কার দিনে লাল বলগুলোকে অন্তত এক মাইল দূর থেকে দেখতে পাবার কথা। তবু, ঠিক কোথায় আছে ওগুলো, জানে ও; পানিতে ফেলার সময় ল্যাণ্ডমার্ক দেখে রেখেছিল। বোধহয় ওর ধারণার চেয়ে উঁচু ঢেউগুলো। তাছাড়া, এই মুহূর্তে একটা ঢেউয়ের নিচে রয়েছে ওরা। এক আধ মিনিটের মধ্যে দেখতে পাবে ওগুলোকে।

কিন্তু পেল না। দু'মিনিট পর নয়, তিন মিনিট পরও নয়। তারপর, পাঁচ মিনিট হলো দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে সী কুইন, ল্যাণ্ডমার্ক দেখে রানা বুঝতে পারল বয়াগুলো যেখানে পানিতে ছেড়েছিল সেই জায়গার ওপর দিয়ে আরও সামনে চলে এসেছে ওরা।

নেই ওগুলো।

বিনকিউলার চোখে তুলে সামুদ্রিক শেওলার ওপর ফোকাস ফেলল রানা। বয়াগুলো যদি স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে থাকে, শেওলার পথ ধরেই যাবে। বিস্তৃত শেওলা অনুসরণ করে দিগন্তরেখা পর্যন্ত চোখ বুলাল রানা। কোথাও নেই।

পিছনে পায়ের শব্দ, তারপর জেরি হ্যাসটনের গলা শোনা গেল, 'ওগুলো কি খুইয়েছেন?'

'না,' বলল রানা। 'এখনও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আসলে খানিক পরপর নজর রাখা উচিত ছিল,' বললেন হ্যাসটন।

'বোমা তৈরির কাজে এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন আপনারা··· ।'

একটা হাত তুলল রানা, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কিছু একটা শুনেছে ও, কিংবা অনুভব করেছে···নাকি সন্দেহ করেছে?

তারপর রানা উপলব্ধি করল, অনুভূতিটা আসছে পায়ের মাধ্যমে। অস্পষ্ট, অনেক নিচে থেকে আসছে, দুম-দুম একটা আওয়াজ। যেন দূরে কোথাও বিস্ফোরিত হচ্ছে কিছু।

'মি. রানা, আপনি কি ভেবেছেন···?'

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল রানা, চিনতে পারল শব্দটা। প্রথম এক সেকেণ্ড অবিশ্বাসে নড়তে পারল না। 'সান-অভ-আ-বীচ!' দাঁতে দাঁত পিষল ও, কাঁধের এক ধাক্কায় ভদ্রলোককে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ছুটল রেইলিঙের দিকে, ঝুঁকে তাকাল তলাবিহীন নীল সাগরে।

ঠিক এই সময় দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল ওটা, ওই একটাই অক্ষত আছে, সারফেসে উঠে আসছে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের মত। জোরাল হুস শব্দের সঙ্গে পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওটা, ছয় ফুট শূন্যে উঠল, পানি ছিটাল ওদের গায়ে, তারপর পানির ওপর দোল খেতে শুরু করল—ওটার পিছু নিয়ে পানির নিচে ঝুলে আছে বিস্ফোরিত বাকি দুটো বয়ার ছিন্নভিন্ন অবশিষ্টাংশ।

ইতিমধ্যে ওয়াটারম্যানের পিছু নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন ড. ফেরেল। রানা ডেকে নেমে দেখল এরই মধ্যে রশির মাথায় হুক বেঁধে বয়াটাকে বোটে তুলে আনছে ওয়াটারম্যান।

হুক খুলে বয়াটাকে মুক্ত করল রানা, উইঞ্চে রশি আটকে চালু করল ওটা।

'ওটা কি···?' জানতে চাইছেন হ্যাসটন, '···ওটা কি স্কুইড?'

রশিটা কাঁপছে, পানির ছিটা ছড়াচ্ছে। আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে অনুভব করল রানা। 'বলতে পারছি না, মি. হ্যাসটন। তবে জানি যে

তিনটে মুরিং বয়ার প্রতিটি আধ টন ভার বহন করেও ভেসে থাকতে পারে, এর সঙ্গে যোগ করুন আধ মাইল পলি রোপ-এর টান। বয়াগুলো পানির এত গভীরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনটের মধ্যে দুটো ফেটে গেছে। এত শক্তি কার হতে পারে, আমার জানা নেই।' রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে সাগরে তাকাল ও। 'ওখানে এখনও ওটা আছে কিনা তা-ও আমি বলতে পারছি না।'

'হুকে যদি আটকা পড়ে থাকে,' ড. ফেরেল বললেন, 'তাহলে আছে। ওই ওয়্যার ছিঁড়তে পারবে না, কিংবা হুকগুলোও বাঁকা করতে পারবে না।'

'নেভার সে নেভার, ডক,' বলল রানা। 'অন্তত যখন আপনি নিজেও জানেন না কিসের সঙ্গে লাগতে গেছেন।' ওয়াটারম্যানের দিকে ফিরল ও। 'একটা ছুরি আনো, টেডি। ধার দাও ওটায়, ক্ষুরের মত হওয়া চাই। তারপর ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়াও।'

কেবিনে ফিরে গেল ওয়াটারম্যান, তার পিছু নিয়ে ড. ফেরেলও ঢুকলেন, ভিডিও ক্যামেরা লোড করছেন।

'ছুরি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যাসটন। 'কি জন্যে?'

'সাবধানের মার নেই, মি. হ্যাসটন,' বলল রানা। 'যদি দেখি যে সত্যি ওটা একটা দানব, যে আকারের কথা ড. ফেরেল বলছেন তার চেয়ে যদি অর্ধেক ছোটও হয়, আর যদি দেখি আমরা ওটার সঙ্গে পারছি না, লাইন কেটে চলে যেতে দেব ওটাকে।'

'আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তা দেখছি মিথ্যে!' রাগে ডেকের ওপর পা ঠুকলেন হ্যাসটন। 'আপনি কথা বলছেন একজন কাপুরুষের মত, মি. রানা! আমি গুলি না করা পর্যন্ত ওটাকে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন না!'

'সময় হলে দেখা যাবে কে কাপুরুষ আর কে বীরপুরুষ,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আপনি ওটাকে মারতে পারলে মারবেন, কেউ আপনাকে

বাধা দেবে না। আপনি তো শোকে এমন কাতর হয়ে আছেন, কি বলছেন নিজেও বুঝছেন না, নিজের প্রাণের ওপর আপনার কোন মায়াও আর নেই। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার শখ এখনও মেটেনি।'

কথা না বলে গট গট করে কেবিনের দিকে চলে গেলেন হ্যাসটন।

ফ্লাইং ব্রিজে একটা তেপায়া খাড়া করে তার ওপর ভিডিও ক্যামেরা বসালেন ড. ফেরেল। রেইলিঙের গায়ে গা ঠেকিয়ে পজিশন নিলেন জেরি হ্যাসটন, ত্রিশ রাউণ্ড ব্যানানা ক্লিপে লোড করা তাঁর রাইফেল, সেটা বাগিয়ে ধরেছেন বুকের কাছে। নিচে একটা উইঞ্চ চালাচ্ছে রানা, প্লাস্টিক ড্রামে রশি যোগান দিচ্ছে ওয়াটারম্যান।

ড্রামটা প্রায় অর্ধেক ভরে যেতে হাত বাড়িয়ে রশির গায়ে বার কয়েক আঙুল দিয়ে বাড়ি মারল রানা। এরপর উইঞ্চ বন্ধ করে এক হাতে জড়াল রশিটা, টান দিল।

'নেই ওটা,' বলল ও। 'ছিল কিনা কে জানে। তবে রশি এখন মুক্ত।'

'তা হতে পারে না!' প্রতিবাদ জানালেন ড. ফেরেল।

'একটু পরই জানতে পারবেন,' বলে আবার উইঞ্চ চালু করল রানা।

'তাহলে আসলে হুকে ওটা ঠিকমত আটকায়ইনি।'

'আপনি বলতে চান, বয়াগুলোকে নিয়ে শুধু খেলছিল ওটা?'

প্রথম আমব্রেলা রিগটা উঠে এল, পানি থেকে সেটাকে বোটে তুলে আনল ওয়াটারম্যান। টোপটা রয়েছে, পুরোটা, অক্ষত। এক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় রিগটা উঠল, তারপর তৃতীয়টা। তিনটের কোনটাই খাওয়া হয়নি।

চতুর্থ রিগ চোখের সামনে উঠে আসছে, একটা হাত তুলল ওয়াটারম্যান, উইঞ্চের গতি কমাল রানা।

'লর্ড!' বলল ওয়াটারম্যান, রিগটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল, 'দেখে মনে হচ্ছে এটার ওপর দিয়ে যেন একটা ট্রেন চলে গেছে।'

রিগটা চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে, তারগুলো রশির চারধারে শক্তভাবে জড়ানো। রশি আর তারের শক্ত বুননের মধ্যে থেকে বেরিয়ে রয়েছে সাদা আঁশের মত কি যেন। দুটো টোপ অক্ষত পাওয়া গেল, হুকের সঙ্গে আটকানো, বাকিগুলো নেই। আর হুকগুলোর অবশিষ্ট বলতে আছে দেড়-দু'ইঞ্চি লম্বা একটা করে দণ্ড, গায়ে খোদাই করা গিট-এর নকশা।

ড. ফেরেলের ক্যামেরা চলছে, ভিউফাইণ্ডারে চোখ সেঁটে রেখেছেন তিনি। লেন্সের সামনে একটা হুক তুলে ধরল রানা। 'এগুলো বাঁকা করা সম্ভব নয়, তাই না? দেখতেই পাচ্ছেন, ড. ফেরেল, শুধু বাঁকা করেনি, কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। ওটাকে তাহলে আপনি কি বলবেন?'

রিগ থেকে কিছু সাদা আঁশ ছাড়াল ওয়াটারম্যান, তার আঙুলে উৎকট গন্ধ রেখে গেল ওগুলো। মুখ বিকৃত করে ট্রাউজারে হাত মুছল সে।

'ওটা আর্কিটিউথিস,' বললেন ড. ফেরেল। 'অ্যামোনিয়ার গন্ধ শুঁকুন। এই গন্ধই তার ভিজিটিং কার্ড।' ক্যামেরা বন্ধ করলেন তিনি।

'অ্যামোনিয়ার গন্ধ কি আর কারও নেই?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'আর্কিটিউথিসের মত এতটা না,' বললেন ড. ফেরেল। 'এই অ্যামোনিয়াকে ওটার সিগনেচার বলা যেতে পারে। আর এই অ্যামোনিয়ার কারণেই ওটা সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি আমরা। চলতি শতাব্দীতে জীবিত দেখা যায়নি, একটা বাদে—উনিশশো চল্লিশ সালে কিছু লোককে মেরে ফেলে সেটা। তা-ও সময়টা ছিল রাত, অন্ধকার, আসলে কিছুই দেখতে পায়নি কেউ। তবে মরা স্কুইড দেখেছে মানুষ। ষাটের দশকে স্রোতের সঙ্গে ভেসে এসেছিল

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। ডুবে না গিয়ে ভেসে ওঠার কারণ হলো ওগুলো মাছের মত নয়, সুইম ব্লাডার নেই—মাংসে আছে অ্যামোনিয়াম আইয়ন। আর অ্যামোনিয়াম আইয়ন-এর গ্র্যাভিটি সীওয়াটারের চেয়ে সামান্য কম।'

'ঠিক কতটা কম?'

'সীওয়াটারের গ্র্যাভিটি ওয়ান-পয়েন্ট-ওহ্-টু-টু, আর অ্যামোনিয়াম আইয়নের গ্র্যাভিটি ওয়ান-পয়েন্ট-ওহ্-ওয়ান। আমি মরা স্কুইড দেখেছি, মি. রানা। অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ ছাড়ে।' ড. ফেরেল ঘাড় ফিরিয়ে হ্যাসটনের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন। 'আমরা ওটাকে পেয়েছি, মি. হ্যাসটন। কোন সন্দেহ নেই, এখানেই আছে ওটা।'

'কিন্তু একটা কথা, ড. ফেরেল,' বলল রানা। 'হয় আপনি পাগলামি করছেন, না হয় কিছু গোপন করে রেখেছেন। একটা জায়্যান্ট স্কুইডকে আপনি হুক দিয়ে অটকাতে পারবেন না। ওটাকে এমন কি সাবমেরিনের সাহায্যেও ধরা সম্ভব নয়। কাজেই সত্যি কথাটা এবার বলুন তো, আসলে কিভাবে ওটাকে ধরতে চাইছেন আপনি?'

মুখে সবজান্তার হাসি, ড. ফেরেল বললেন, 'জীবিত যে-কোন প্রাণী আদিম দুটো ইন্সটিঙ্কট-এর দ্বারা পরিচালিত হয়, মি. রানা, তাই নয় কি? প্রথমটা হলো খিদে। দ্বিতীয়টি কি?'

ওয়াটারম্যান অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'সেক্স ?' বলল রানা।

'সেক্স,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ড. ফেরেল। 'আমি প্রকাণ্ড এই দানবটাকে সেক্স দিয়ে ধরতে চাই।'

দশ

কেসগুলোয় নম্বর দিয়েছেন ড. ফেরেল, কোনটার ভেতর কি আছে তা-ও নম্বর অনুসারে একটা কাগজে বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছেন। এই মুহূর্তে কাগজে চোখ রেখে, ওয়াটারম্যান ও হ্যাসটনের সাহায্য নিয়ে, কেসগুলো বাছাই করছেন তিনি, আফটারডেকে সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখছেন।

কাজটা শেষ হবার পর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকালেন হ্যাসটন। রানার দৃষ্টিতে, ভদ্রলোক বেঁচে আছেন শুধু একটা মাত্র উদ্দেশ্যে, স্কুইডটাকে খুন করবেন। আর সব কিছু তাঁর কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। এ-ধরনের নেশাগ্রস্ত মানুষ আগেও দেখেছে রানা, তাদের কাছে নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব নেই। এ-ধরনের লোক বোটে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

রানা ও ওয়াটারম্যানকে ডাকলেন ড. ফেরেল। লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি, আকারে সেটা কফিনের মত। স্ন্যাপ লক দিয়ে সুরক্ষিত। তালা খুলে ঢাকনিটা তুললেন তিনি। 'স্বীকার করুন,' গর্বভরে বললেন তিনি, 'এরচেয়ে সেক্সি জিনিস আগে কখনও দেখেননি।'

ফোম রাবারে পড়ে থাকা জিনিসটা দেখে বোলিং পিন বলে মনে হলো রানার। ছ'ফুট লম্বা, নতুন প্লাস্টিকে তৈরি, উজ্জ্বল লাল রঙ করা।

ওটার চারধারের সুইভেল থেকে কয়েকশো স্টেনলেস স্টীল হুক ঝুলছে, মাথার দিকে গাঁথা রয়েছে তিন ইঞ্চি স্টেনলেস রিঙ।

রিঙ ধরে জিনিসটা তুললেন ড. ফেরেল, ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। রানা অনুভব করল, দশ পাউণ্ডের মত ওজন হবে। টোকা দিতে ভেতরটা ফাপা লাগল।

'হার মানলাম,' বলল রানা, জিনিসটা ধরিয়ে দিল ওয়াটারম্যানের হাতে।

'ইট'স জিনিয়াস, পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল,' সহাস্যে বললেন ড. ফেরেল।

'বোঝাই যাচ্ছে,' সমর্থন করল ওয়াটারম্যান, 'কিন্তু জিনিসটা কি?'

হেসে ফেলল রানা।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ড. ফেরেল। ওয়াটারম্যানের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দু'প্রান্তে হাত রাখলেন, উঁচু করলেন তার চোখের সামনে। 'এটাকে আপনারা মূল দেহ হিসেবে কল্পনা করুন, মাথা আর ধড়—যেটাকে আমরা ম্যানটল্ বলব—আর্কিটিউথিসের। সাধারণ নিয়ম হলো, একটা জায়্যান্ট স্কুইডের মূল শরীর সর্বমোট দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ হবে। কাজেই এই জিনিসটা এমন একটা প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে যার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য, বাহু আর চাবুক সহ, হবে আঠারো বা বিশ ফুট।'

'একটা শিশু,' মন্তব্য করল ওয়াটারম্যান। 'নগণ্য একটা প্রাণী।'

'নট নেসেসারিলি। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেক্স ড্রাইভ বা যৌনাবেগ আকৃতির ওপর নির্ভর করে না। এমনকি আমাদের আলোচ্য প্রাণীটি যদি এই জিনিসটার চেয়ে চার কি পাঁচ গুণ বেশি বড়ও হয়, হবে বলে আমি ধারণা করছি, ওটার উত্তেজনা এটা জাগাতে পারবে। প্রাণীটি যদি পুরুষ হয়, সে তার স্পার্ম ঢালবে এটার মধ্যে; আর যদি মেয়ে হয়,

সে তার ডিম নিষিক্ত করতে চাইবে।'

'এক টুকরো প্লাস্টিকে কেন ওটা কিছু করতে চাইবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানেই উদ্ভাবনী শক্তির বাহাদুরি।' স্ক্রুর প্যাঁচ ঘুরিয়ে স্টীল রিঙটা খুলতে শুরু করলেন ড. ফেরেল। 'আর্কিটিউথিসকে যৌন কর্মে আকৃষ্ট করে, হুবহু সেরকম একটা কেমিকেল বানিয়েছি আমি—আমার কয়েক বছরের গবেষণার ফল। দুটো মরা নমুনা থেকে টিস্যুও সংগ্রহ করেছি। নোভা স্কটিয়ায় ভেসে উঠেছিল বড় আকৃতির একটা মেয়ে, সেটা থেকে ওভিডাক্ট বের করে নিয়েছি। তার দু'বছর পর খবর পেলাম কেপ কড-এ ভেসে উঠেছে একটা পুরুষ। পুরোটা নয়, আংশিক ম্যানটল্। ওখানে যখন গিয়ে পৌঁছুলাম, বেশি কিছু অবশিষ্ট ছিল না, পাখি আর কাঁকড়া পেয়ে বসেছিল। তবে বালির ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ায় খানিকটা রক্ষা পায়। ওখান থেকে আমি পুরোটা স্পারমাটোফোরাল ব্যাগ উদ্ধার করি। প্রায় তিন ফুট লম্বা ছিল ওটা। কয়েক মাস ধরে দুটো অংশই পরীক্ষা করি আমি, মেয়ে ও পুরুষের—মাইক্রোস্কোপ, স্পেকট্রোগ্রাফ আর কমপিউটরের সাহায্যে। অবশেষে আমি কৃত্রিম কেমিকেলটা তৈরি করে ফেলি।'

'আপনি পজিটিভ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'জিনিসটা কখনও পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে? না। তবে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করেছি। সায়েন্টিফিক্যালি ঠিকই আছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দিয়ে আপনাকে আমি বিড়ম্বিত করব না, শুধু এটুকু বলব যে উত্তেজিত একটা কুকুর যেমন গন্ধ ছড়ায়, মানুষ যেমন টেসটসটেরোন ও ফেরমোন সহ আমাদের সমস্ত হরমোন সিগন্যালে সাড়া দেয়, সেরকম একটা জায়্যান্ট স্কুইডও তার প্রজাতির অন্যান্যদের ছড়ানো রাসায়নিক পদার্থের সঙ্কেতে

সাড়া দেয়।' স্টীল রিঙের নিচে একটা গর্তের ভেতর আঙুল রাখলেন ড. ফেরেল। 'একটা ফাইল থেকে তরল কেমিকেল পড়বে এটার ভেতর, প্রতিটি হুকের পিছন দিকের খুদে গর্ত থেকে পানিতে বেরিয়ে যাবে। জিনিসটা কয়েক মাইল পর্যন্ত ছড়াবে। আর্কিটিউথিস বুঝতে পারবে, তারই মত একটা প্রাণী বংশবৃদ্ধি করার জন্যে তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির ডাক, কাজেই এড়িয়ে যেতে পারবে না সে।'

'বুঝবে না যে ব্যাপারটা ভুয়া?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

'না। মনে রাখবেন, নিচে প্রায় কোন আলোই নেই, অর্থাৎ ওটা তার চোখের ওপর খুব একটা নির্ভর করে না। আমরা জানি বটে যে স্কুইড রঙ বদলায়, কিন্তু জানি না রঙ চিনতে পারে কিনা, সেজন্যেই নকলটা বা টোপটায় আমি লাল রঙ দিয়েছি। আমরা সবাই জানি, লাল উত্তেজনাকর রঙ। নকলটার আকৃতি একদম ঠিক। সাবধানের মার নেই ভেবে ওটার পাশে আমরা কেমিকেল লাইট ঝোলাব, বলা যায় না নিশ্চিত হবার জন্যে স্কুইড হয়তো চোখের ওপরও নির্ভর করতে পারে। যথেষ্ট আভা ছড়াবে ওগুলো।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'স্কুইডটা এই নকলটার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এল। কিন্তু তারপর?'

'ওটার আছে আটটা বাহু আর দুটো চাবুক। সন্দেহ নেই, সবগুলোর সাহায্যে নকলটা জড়িয়ে ধরবে সে। সম্পূর্ণ শরীর চেপে ধরবে ওটার সঙ্গে, এ-কাজে যেমন করা হয় আর কি।' খুদে হুকগুলো নাড়লেন ড. ফেরেল, ঠনঠন আওয়াজ করল ওগুলো। 'এগুলো সব ওটার মাংসে গেঁথে যাবে—গাঁথলেও ব্যথাটা সচকিত হবার মত যথেষ্ট হবে না। তবে যখন নকলটাকে ছেড়ে সরে যেতে চাইবে, পারবে না। তখনই ওটাকে আমরা পানি থেকে ওপরে তুলে আনব, সারফেসের যতটা কাছাকাছি আনলে আমার পক্ষে ছবি তোলা সম্ভব হবে। তারপর মি. হ্যাসটন

ওটাকে নিয়ে যা খুশি করবেন। সবশেষে আমি ওটা থেকে নমুনা হিসেবে কিছু কিছু অংশ কেটে নেব।' প্রথমে ওয়াটারম্যান, তারপর রানার দিকে তাকালেন তিনি, দাঁত বের করে হাসছেন।

'একটা ব্যাপারে বোধহয় নিশ্চিত হওয়া যায়,' বলল রানা। 'পানির ওপর উঠে আসবে ক্রুদ্ধ ও আক্রোশে অন্ধ একটা স্কুইড···।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা, তখন শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবে ওটা। পানির তাপমাত্রা দ্রুত বদলে যাওয়ায় নির্জীব হয়ে পড়তে পারে, প্রেশার-এর পরিবর্তনে সারফেসে ওঠার আগে মারাও যেতে পারে, কিংবা এত বেশি ক্লান্ত থাকবে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়বে। তবে যা-ই ঘটুক না কেন,' ইঙ্গিতে হ্যাসটনকে দেখালেন তিনি, 'মি. হ্যাসটন ওটাকে সামলাবেন নিজের দায়িত্বে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের রাইফেলটা দেখালেন হ্যাসটন।

'আমার ভয়টা কি জানেন?' বলল রানা। 'এ-সবের ওপর বড় বেশি নির্ভর করছেন আপনারা। অনেক নিখুঁত প্ল্যান গুবলেট হয়ে যেতে দেখেছি আমি।'

'ওঁদের প্ল্যান ব্যর্থ হলেও চিন্তার কিছু নেই,' বলল ওয়াটারম্যান, হাসছে সে। 'আমাদের কাছেও একটা অস্ত্র আছে। একটা বোমা।'

'বিস্ফোরকের কোন প্রয়োজন হবে না,' ড. ফেরেল আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'আমি বলছি, দেখবেন।'

'না হলেই ভাল,' বলল রানা। 'তবে এ-পর্যন্ত যা বুঝেছি, ওটাকে আণ্ডারএস্টিমেট করা উচিত হবে না।'

ড. ফেরেলের রিগ সেট করতে তিন ঘণ্টা লাগল ওদের। জিনিসটা অসম্ভব জটিল, উপকরণ হিসেবে থাকল কয়েক হাজার ফুট রশি,

কয়েকশো ফুট কেবল, সঙ্গে একটা লো-লাইট সার্ভেইল্যান্স ভিডিও ক্যামেরা—ফুটবল আকৃতির প্লেক্সিগ্লাস গোলকের মাথায় বসানো। ড. ফেরেল বুঝতে পারেননি পানির তলায় লম্বা লাইনে কোন জিন্সি থাকলে তা ঘোরে। বরং ধরে নিয়েছিলেন যে টোপের পাশেই থাকবে তাঁর ক্যামেরা, সেটার দিকেই সারাক্ষণ ফোকাস করবে। কাজেই চেইন শ খুঁজে বের করতে হলো রানাকে, লোহার একটা পাত কেটে ক্যামেরা ও টোপের মাঝখানে আটকাতে হলো।

'কতক্ষণ সচল থাকবে ক্যামেরা?' জিজ্ঞেস করল রানা, ড. ফেরেল ব্যাটারি প্যাকে পাওয়ার কর্ড ঢোকাবার পর।

'টেপটা চলবে একশো বিশ মিনিট,' ড. ফেরেল বললেন। 'বেসে এটা লিথিয়াম ব্যাটারি, ক্যামেরা আর লাইটগুলোতে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে। তবে ক্যামেরাটা আমরা অন করে ছেড়ে দেব না। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর এক মিনিটের জন্যে ওটাকে অন করবে একটা টাইমার। কিংবা ইচ্ছে করলে এখান থেকেও আমি যখন খুশি অন-অফ করতে পারব।'

শেষ রিগটা তৈরি করতে সন্ধে হয়ে এল। ইতিমধ্যে বাতাস মরে গেছে, ঢেউগুলোকে ইস্পাতের মত চকচকে আর মসৃণ লাগছে।

স্টার্নের ওপর একজোড়া সী গাল দেখল ওয়াটারম্যান, শূন্যে স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, যেন আশা করছে দু'এক টুকরো রুটি বা দু'একটা মাছ দেয়া হতে পারে। তারপর বাঁক ঘুরে চলে গেল। ওগুলোর পিছু নিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। দূরে কি যেন একটা দেখতে পেল সে। পানির সারফেসে।

প্রথমে ওয়াটারম্যান ভাবল, পানিতে ডাইভ দিচ্ছে কোন মাছ, ছলকে ওঠা পানি দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু ছলকে ওঠা পানির মত লাগছে না, ওঠার পর অনেকক্ষণ থাকছে, উঠছেও বেশ অনেকটা ওপরে। স্প্রে-র

মত।

তারপর ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। 'মি. রানা, দেখুন!' হাত লম্বা করল ওয়াটারম্যান। 'তিমি।'

'চমৎকার,' বলল রানা। 'দু'একটা তাহলে এখনও আছে।'

'কি ওগুলো? হাম্পব্যাক?'

'না। স্পার্ম হোয়েল। হাম্পব্যাক এক জায়গায় ওভাবে দেরি করে না, চলার মধ্যে থাকে। সন্ধের দিকে সব সময় এক জায়গায় জড়ো হয় স্পার্ম হোয়েল, কেন জানি না।'

তিমিগুলোর দিকে তাকালেন ড. ফেরেল, তারপর দুই হাত এক করে মুখের সামনে চোঙ বানিয়ে গর্জে উঠলেন, 'ভাগো! যাও! ভাগো!'

হেসে উঠল রানা। 'তিমির বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি, ড. ফেরেল?'

'কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি চাই না ওগুলো আর্কিটিউথিসকে ভয় পাইয়ে দিক। আপনি জানেন, ওগুলো স্কুইড খায়।'

'তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই আপনার,' বলল রানা। 'ওই প্রাণীটাকে ভয় পাইয়ে দেবে এমন কিছু আল্লাহ তৈরি করেছেন বলে জানা নেই আমার। তিমিরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, জানে কখন কোত্থেকে সরে যেতে হবে।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন ড. ফেরেল। আবার যখন বেরিয়ে এলেন, তিমিগুলো চলে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে পানি।

স্বচ্ছ তরল পদার্থ ভরা ছয় আউন্সের একটা ভায়াল রয়েছে তাঁর হাতে। ওদেরকে নির্দেশ দিলেন তিনি, ওয়াটারম্যান টোপটাকে খাড়া করে ধরল, হ্যাসটন এক বালতি সীওয়াটার ঢাললেন ওটার ভেতর। এরপর ড. ফেরেল ভায়ালের ছিপি খুললেন, মুখ খোলা ভায়ালটা বাড়িয়ে দিলেন ওদের দিকে। 'শুঁকুন, শুঁকে দেখুন,' আহ্বান জানালেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'স্কুইডের দুর্গন্ধ শোঁকার সুযোগ জীবনে বারবার আসে না···।' ড. ফেরেলের কব্জিটা মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরল ও, তারপর ভায়ালের কাছাকাছি সরিয়ে আনল নাক। ওর মনে হলো, নাকের ভেতরে আগুন ধরে গেল। পানি বেরিয়ে এল চোখে, পেটের ভেতর নাড়ীভুঁড়ি সব মোচড় খেলো। পিছিয়ে এসে কাশতে শুরু করল ও।

হেসে উঠে ড. ফেরেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দিয়ে তৈরি বলুন তো দেখি!'

'কি দিয়ে আবার,' বলল রানা। 'অ্যামোনিয়া, সালফার, অ্যামিল নাইট্রেট আর··· কি যেন··· জানি না। খুব খারাপ কিছু হবে।'

টোপটার ভেতর ভায়ালটা খালি করলেন ড. ফেরেল, তারপর স্ক্রু এঁটে রিঙটা আগের জায়গায় বসালেন। রিঙটা জিঞ্জির দিয়ে কেবলের সঙ্গে বাঁধা হলো, ধরাধরি করে রিগটা নামানো হলো স্টার্ন থেকে। পানিতে কিছুক্ষণ ভেসে থাকল ওটা, টোপের ভেতর থেকে সবটুকু বাতাস না বেরুনো পর্যন্ত, তারপর একগাদা বুদবুদ ছেড়ে ডুবে গেল।

স্টার্নের দু'দিকে হস্তচালিত দুটো উইঞ্চ রয়েছে, ঘোরাতে শুরু করল ওয়াটারম্যান আর রানা। পালা করে প্রথমে কেবল ছাড়ল ওরা, তারপর রশি, প্রতি বারো মিনিট পর পর থামল, ক্যামেরার কেবল রশিতে বাঁধার কাজে ড. ফেরেলকে সুযোগ দেয়ার জন্যে।

এরপর অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, স্থির সমুদ্রে ফুটে উঠল রূপালি তারার প্রতিবিম্ব, সেই সঙ্গে পুব দিগন্তরেখা থেকে সী কুইনের স্টার্ন পর্যন্ত সোনালি একটা পথ তৈরি করল চাঁদ। ওদের পিছন থেকে আসছে কেবিন লাইটের উষ্ণ আভা।

অবশেষে, ন'টার দিকে, চারশো আশি ফ্যাদম চিহ্ন সহ ওদের হাত

থেকে বেরিয়ে গেল রশিগুলো, রিগটা থামাল ওরা, রশি জড়াল উইঞ্চে, তারপর সেগুলো লোহার একটা টোইং পোস্টে বাঁধল—পোস্টটা ডেক থেকে বোটের তলা পর্যন্ত চলে গেছে।

'কিছু খাবেন, মি. হ্যাসটন?' ওয়াটারম্যানকে নিয়ে বোটের সামনে আসার জন্যে তৈরি হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে মাথা নাড়লেন হ্যাসটন, এখনও একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কেবিনের ভেতর, টেবিলে বসে ভিডিও রেকর্ডার, মনিটর ও কন্ট্রোল বক্স অ্যাডজাস্ট করছেন ড. ফেরেল। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে মনিটরের দিকে তাকাল রানা। ফ্রেমে ধরা পড়েছে টোপটা, আগুপিছু নড়াচড়া করছে, ওটার গায়ের কয়েকশো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে ল্যাবে তৈরি চকচকে কেমিকেল, পিছনে অস্পষ্ট একটা দাগ তৈরি করছে, হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

রানা লক্ষ করল, ড. ফেরেল ঘামছেন, কন্ট্রোল বক্সের ডায়াল ঘোরানোর সময় হাত কাঁপছে। 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল ও। 'অনেক সময় স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই ভাল।'

'ভয় পাব কেন!' তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ জানালেন ড. ফেরেল। 'আমি উত্তেজিত। বুঝতে পারছেন না, আজকের এই দিনটার জন্যে ত্রিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি। না, ভয় পাব কেন!'

'কোন কোন সময় ভয় পাওয়া ভাল,' বলল রানা। 'সাবধান হবার কথা মনে করিয়ে দেয়।' কেবিন থেকে হুইল হাউসে চলে এল ও।

জানালা দিয়ে শান্ত সাগরের দিকে তাকাল রানা। চারদিকে কোথাও অন্য কোন আলো নেই, নেই কোন ফিশিং বোট, কোন জাহাজও আসা-যাওয়া করছে না। সাগরে ভেসে আছে শুধু ওরা কয়েকজন। ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর, কাঁধ ঝাঁকিয়ে থামিয়ে দিল

সেটাকে।

ফ্যাদোমিটারের দিকে ফিরল রানা। গ্রাফ পেপারে একটা নকশা তৈরি হচ্ছে। ডেপথ পড়ল ও। তিন হাজার ফুট পানির নিচে তলা। লাইন মাপায় যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে, তলা থেকে একশো বিশ ফুট ওপরে ঝুলে আছে ক্যামেরা আর টোপটা। কেবিনে ফিরে আসার জন্যে এগোতে যাবে, কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে অন করল ফিশ-ফাইণ্ডার। ডেপথ পড়ল, পাঁচশো ফ্যাদম। স্ক্রীন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সাগরের তলা সরল একটা রেখার মত আভা ছড়াচ্ছে। স্ক্রীনের বাকি অংশ খালি।

'আপনার কেমিকেলের গন্ধ বারমুডা থেকে সব কিছুকে খেদিয়ে দিয়েছে,' কেবিনে ফিরে এসে ড. ফেরেলকে বলল ও। 'সী কুইন আর বটমের মাঝখানে কোন মাছই নেই।'

'হ্যাঁ,' বললেন ড. ফেরেল, 'থাকার কথা নয়।' ক্যামেরা বন্ধ করে টাইমার চালু করলেন তিনি।

দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা বোতামে চাপ দিল রানা, ফ্লাইং ব্রিজের ওপর আলোটা জ্বলে উঠল, উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল আফটার ডেক। জানালা দিয়ে দেখল, একচুল নড়লেন না হ্যাসটন, যেন হঠাৎ আলোর এই বিস্ফোরণও তিনি লক্ষ করেননি। মিডশিপ হ্যাচ কাভারের ওপর বসে আছেন, দু'পাশে ঝুলে রয়েছে কাঁধ, রাইফেলটা ধরে আছেন কোলের ওপর।

রানার হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ ধরিয়ে দিল ওয়াটারম্যান। ইঙ্গিতে হ্যাসটনকে দেখিয়ে অনুমতি চাইল, 'ভদ্রলোককে দিয়ে আসব একটা?'

'ওঁর খিদে নেই,' বলল রানা। 'উনি নিজেই নিজেকে খাচ্ছেন।'

'মি. হ্যাসটন আসলে দুর্ভাগা,' রুটি আর পনিরের জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন ড. ফেরেল। 'ভদ্রলোক ভবিষ্যৎ হারিয়ে ফেলেছেন।

তিন হপ্তা আগে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন তিনি, জানতেন সেই ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে, তাতে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন। সেজন্যেই এটাকে তিনি একটা ভাল চুক্তি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটা অবসেশন হয়ে উঠেছে।'

'আপনি তাঁকে দোষ দিতে পারেন না,' বলল ওয়াটারম্যান।

'অবশ্যই পারি,' বললেন ড. ফেরেল। 'উনি বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, চিন্তা-ভাবনায় কোন যুক্তি থাকছে না।'

'তারচেয়েও খারাপ,' বলল রানা। 'উনি এখন রীতিমত বিপজ্জনক। সেজন্যেই ভদ্রলোকের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।'

'এই অবস্থা উনি কাটিয়ে উঠবেন। আমরা তাঁকে আর্কিটিউথিসকে গুলি করার সুযোগ দেব। তারপর আগাগোড়া যা ছিলেন আবার তাই হয়ে উঠবেন—একজন বিজয়ী।'

'অতি সরলীকরণ হয়ে যাচ্ছে না, ড. ফেরেল?'

'অ্যানিমেলস আর প্রেডিক্টেবল, মি. রানা, ইভেন দ্য হিউম্যান ওয়ান।'

'আর্কিটিউথিস সহ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি নিশ্চিত, একটা মেশিনের মতই প্রোগ্রাম করা ওটা। আমরা একবার যদি ওটার কোড জানতে পারি, কখন কি করবে অনায়াসে বলে দিতে পারব।'

সাড়ে দশটার মধ্যে বারোবার ক্যামেরা চালু করল টাইমার, প্রতিবার মনিটরের সামনে ভিড় জমাল ওরা, ফ্রেমের ভেতর টোপটাকে আগুপিছু নড়তে দেখল, ফিতের মত দাগ ছাড়ছে। টোপ থেকে স্রোতের উজানে আলোর ফুলকির মত দু'একটা খুদে মাছ ছুটে গেল, স্রোতের ভাটিতে কিছু নেই, শুধুই অন্ধকার।

শান্ত সাগরে ভেসে চলেছে বোট, সামান্য হেলছে দুলছে। কেবিনের আলোয় কমলা একটা ভাব আছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত শান্তির একটা ভাব তৈরি হয়েছে, ওদেরকে যেন সম্মোহিত করতে চায়।

'ধরুন আজ যদি ওটা না আসে?' ড. ফেরেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাহলে কাল সকালে আসবে, কিংবা দুপুরে। তবে আসবেই।'

'আপনারা তাহলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে পারেন।'

'আমি?' হেসে উঠলেন ড. ফেরেল। 'ওটাকে না দেখা পর্যন্ত ঘুম নেই আমার, মি. রানা। তবে, প্লীজ, আপনারা শুধু শুধু জেগে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন, দরকার হলে আমি ডাকব।'

'তর্ক করবেন না, ড. ফেরেল। আপনাকেও বিশ্রাম নিতে হবে।'

রানার নির্দেশে নিচের বাঙ্করুমে নেমে গেল ওয়াটারম্যান। মনিটরের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বেঞ্চের ওপর লম্বা হলেন ড. ফেরেল, বন্ধ করলেন চোখ দুটো। হাসি চেপে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

এখনও হ্যাচ কাভারের ওপর রয়েছেন হ্যাসটন, তবে ঢলে পড়েছেন, গভীর ঘুমে অচেতন।

রশিগুলো পরীক্ষা করল রানা—সরল রেখার মত ঝুলে আছে ওগুলো, নড়ছে না।

কালো আকাশের গায়ে হালকা গোলাপি আভার মত লাগছে বারমুডাকে। সাউথহ্যাম্পটন প্রিন্সেস হোটেলের আলোর নকশা আর গিবস হিল লাইটহাউসের সচল রশ্মি চিনতে পারল ও। ওগুলো দশ মাইল দূরে, তবু ওখানে ডাঙা আছে বলে খানিকটা যেন স্বস্তিবোধ করল। এনা আর মোনার কথা মনে পড়ল ওর, বিছানায় শুয়ে আছে, তবে বোধহয় ঘুমাতে পারছে না। বেলের কথা ভাবছে দুই বোন।

কেবিনে ফিরে এসে রানা দেখল, আবার চালু হয়েছে টেলিভিশন মনিটর, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে ড. ফেরেলের মুখে। তিনি ঘুমাচ্ছেন।

হুইলহাউসে উঠে এল রানা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাতের শব্দ শুনছে। জেনারেটর থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে, হিসহিস করছে ফ্যাদোমিটার, গুঞ্জন তুলছে ফিশ-ফাইণ্ডার। ফিশ-ফাইণ্ডারের স্ক্রীন এখনও খালি। ইস্পাতের খোলে পানির আলতো স্পর্শ, শুনতে পাচ্ছে ও। আরও শুনতে পাচ্ছে ড. ফেরেলের নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

কেবিনে ফিরে একটা বাঙ্কে শুয়ে পড়ল রানা। চোখে ঘুম নেই, তবু ভয় হচ্ছে চোখ বুজলে ঘুম না এসে যায়। খুবই ক্লান্ত ও, বলা যায় না। যদিও, ওর ঘুম খুব পাতলা। বিশেষ করে এ-ধরনের বিপজ্জনক অভিযানে ঘুমের ভেতরও ওর ব্রেনের একটা অংশ সজাগ থাকে—তাপমাত্রা বা বাতাসের গতি বদলে গেলে ঠিক টের পেয়ে যায়। সাগরের নিয়মিত ছন্দে সামান্য পরিবর্তনও জাগিয়ে দেয় ওকে।

রানা জানে, ওর ব্রেনে যে পাহারাদার আছে, বিশেষ করে আজ খুব সজাগ হয়ে থাকবে সে। কাজেই চোখ বুজে বিশ্রাম নেয়া যায়। ঘুমাবে না ও, তবে ঘুমিয়ে পড়লেও কোন অসুবিধে নেই।

ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। শারীরিক ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল মস্তিষ্ক। পাহারাদার সজাগ দাঁড়িয়ে থাকল, নিঃসঙ্গ একজন সেন্ট্রি।

এগারো

অতিকায় স্কুইড প্রসারিত করল ম্যানটল্, ভেতরে পানি টানল, পেটের ফানেল থেকে বের করে দিল আবার। বিশাল শরীরটা অন্ধকার পানির ভেতর দিয়ে এত জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যে প্রেশার ওয়েভ তৈরি হচ্ছে তার সামনে, পিছনে রেখে যাচ্ছে বিপুল আলোড়ন।

আদিম একটা প্রবৃত্তি তাকে একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর থামছে সে, আবার ছুটছে আরেকদিকে। তার সেন্স বা ইন্দ্রিয় অনেকগুলো, সবগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে, ছড়ানো-ছিটানো যে-সব সঙ্কেত তাকে অস্থির করে তুলেছে সেগুলো আরও ভালভাবে অনুভব করতে চাইছে। তার শরীরের কেমিস্ট্রি এলোমেলো হয়ে গেছে—গায়ের রঙ দ্রুত বদলে যাচ্ছে, ম্লান ধূসর থেকে বেগুনি, বেগুনি থেকে গোলাপি, তারপর লাল। কখনও উদ্বেগ তাকে অস্থির করে তুলছে, আবার কখনও প্রবল উত্তেজনা।

যে-সব সঙ্কেত পাচ্ছে সেগুলো আংশিক অচেনা, আংশিক পরিচিত, তবে তার ব্রেন ওগুলোকে দুর্নিবার আকর্ষণ হিসেবে সনাক্ত করছে। আর তাই উদভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে ওটা, কখনও ওপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে ওপরে ছুটছে, আবার কখনও এক পাশ থেকে আরেক পাশে, অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারানো প্লেনের মত।

হঠাৎ করে একসঙ্গে অনেকগুলো সঙ্কেত পেয়ে গেল জলদানব।

দীর্ঘ একটা রেখার মত, অত্যন্ত ঝাঁঝাল আর স্পষ্ট।

বাকি সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল তার, দীর্ঘ সঙ্কেত ধরে ছুটল সে তীরবেগে।

ঘুম ভেঙে গেল রানার, জানে না কেন ভাঙল। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে শুয়ে থাকল, নড়ল না। কান পেতে থাকল, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ।

পরিচিত শব্দগুলো পাচ্ছে ও। রিফ্রিজারেটরেরগুঞ্জন, ফ্যাদোমিটারের কাগজে স্টাইলাস-এর আঁচড় কাটার আওয়াজ, ড. ফেরেলের নিঃশ্বাস। পরিচিত দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে। অন্ধকার দূর হয়েছে শুধু হুইলহাউসের বিনাকল থেকে বেরিয়ে আসা অস্পষ্ট লাল আভায়। পার্থক্য অনুভব করল শুধু বোটের দোলায়। সী কুইনের মধ্যে কেমন একটা অনিচ্ছার ভাব, যেন সাগরের স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে এখন আর এগোচ্ছে না বোটটা।

একটা গড়ান দিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল রানা, দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বেরিয়ে এল বাইরে। পানির ওপর চোখ পড়া মাত্র বুঝতে পারল কেন ওর ঘুম ভেঙেছে।

সী কুইন উল্টোদিকে যাচ্ছে। কিছু একটা পিছন দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওটাকে।

তারপর স্টার্নের দিকে তাকাল রানা, দেখল বোটের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, ছলকে উঠছে পানি। রশিগুলো আগের মতই রয়েছে, সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে, তবে এখন সেগুলো কাঁপছে। এতটা দূর থেকেও টান পড়া ফাইবারের মচমচ শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল ও।

আচ্ছা, ভাবল রানা। তাহলে শুরু হয়েছে।

মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকল ও, চিৎকার করে ডাকল,

'ওয়াটারম্যান!'

ধড়মড় করে বেঞ্চের ওপর উঠে বসলেন ড. ফেরেল। 'কি? কি?'

'টিভি মনিটর অন করুন, জলদি!' বলল রানা, তারপর আবার ডাকল, 'ওয়াটারম্যান, তাড়াতাড়ি চলো!'

'কেন?' হাঁপাচ্ছেন ড. ফেরেল, এখনও পুরোপুরি সজাগ নন। 'কি···?'

'স্কুইডটা হুকে আটকেছে, আবার কেন। পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোট।' ড. ফেরেলের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়াল রানা, চাপ দিল বোতামে। কাঁপতে কাঁপতে উজ্জ্বল হলো মনিটর।

স্পষ্ট কোন দৃশ্য নয়, শুধু অনেকগুলো ছায়া আর বুদবুদ দেখা যাচ্ছে স্ক্রীনে। অন্ধকার আর আলো জড়িয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। এলোমেলো একটা দৃশ্য, পরিষ্কার কিছু বোঝার উপায় নেই।

'টোপ!' আঁতকে উঠলেন ড. ফেরেল। 'টোপটা কোথায়?'

'টোপ এখন ওটার দখলে,' বলল রানা। 'টোপ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।'

ঠিক তখনই নিচে থেকে উঠে এল ওয়াটারম্যান। হাত-ইশারায় তাকে ডাকল রানা, বেরিয়ে এল বাইরে। স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হ্যাসটন, পানির ছিটা লাগায় ভিজে গেছেন, তাকিয়ে আছেন অস্থির রশিগুলোর দিকে। 'ওটাই কি?' জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'হয় ওটা, নয়তো খোদ শয়তান।' হাত তুলে ওয়াটারম্যানকে স্টারবোর্ড উইঞ্চটা দেখাল রানা, পোর্টসাইড উইঞ্চটা নিজে ধরল। দু'জন এক সঙ্গে পেঁচাতে শুরু করল রশিগুলো।

দু'এক মিনিট রশি পেঁচাল না, উইঞ্চ ড্রামে পিছলে গেল। বোট আগের মতই পিছন দিকে যাচ্ছে, ঢেউয়ের গায়ে নাক গলিয়ে দিচ্ছে স্টার্ন, ছলকে উঠছে পানি।

তারপর হঠাৎ ঢিল দিয়ে সচল হলো রশি, থেমে গেল বোট।

'রশিতে কোন টান নেই,' বলল ওয়াটারম্যান। 'তারমানে কি টোপ ছেড়ে দিয়েছে ওটা?'

'হতে পারে। কিংবা হয়তো স্রেফ বাঁক ঘুরছে, বলতে পারব না। ঘোরাতে থাকো।'

ধীরে ধীরে উঠছে রশি, প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট, প্রতি মিনিটে এক ফ্যাদম। ব্যথা শুরু করল রানার পেশীতে, তারপর মনে হলো যেন আগুন ধরে গেছে, কয়েকবার উইঞ্চ ঘুরিয়েই হাত বদল করতে হলো।

'ওটা বোধহয় চলে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান, রশির দুশো ফ্যাদম মার্ক উইঞ্চ ড্রাম হয়ে ওদের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাতে দেখে। 'তা না হয়েই যায় না।'

'কি জানি, মনে হয় না,' বলল রানা। রশিতে একটা হাত দিয়ে রেখেছে ও, কিছু অনুভব করা যায় কিনা পরীক্ষা করছে। ভার আছে রশিতে, তবে টান নেই। 'এমন হতে পারে, আছে ওটা, টানছে না। হয়তো একটু দম নিচ্ছে।'

'কিংবা হয়তো মরে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান, গলায় আশার সুর।

'ঘোরাতে থাকো, টেডি,' তাগাদা দিল রানা।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ড. ফেরেল। 'ভিডিওতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি,' বললেন তিনি। 'সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে।'

'তবু চালু থাকুক,' বলল রানা।

'রেখেছি।' ওদের পিছনে দাঁড়ালেন ড. ফেরেল, কেবিন বাল্কহেডের গায়ের সঙ্গে সেঁটে। অন্য একটা কেস থেকে আরেকটা ভিডিও ক্যামেরা বের করেছেন তিনি, এই মুহূর্তে স্টেটায় টেপ ভরে ব্যাটারি লাগাচ্ছেন।

হঠাৎ ওয়াটারম্যান বলল, 'মি. রানা! দেখুন···!' হাত তুলল সে।

রশিগুলো এখন আর খাড়া ঝুলছে না, ধীরে ধীরে বোট থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। তবে এখনও উইঞ্চ ঘোরাতে কোন বাধা অনুভব করছে না ওরা, বোটে উঠে আসছে রশিগুলো।

'সাবধান!' অকস্মাৎ চিৎকার করল রানা। 'উঠে আসছে ওটা!'

'সত্যি?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

হ্যাসটনের দিকে ফিরল রানা। 'গান কক করুন। এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন আপনি।' তারপর ড. ফেরেলকে বলল, 'যদি কোন ছবি তুলতে চান, যা করার তাড়াতাড়ি করবেন। ওটা পানির ওপর বেশিক্ষণ থাকবে না।'

পরবর্তী কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। শান্ত-নিস্তব্ধ পরিবেশটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হলো রানার।

ওয়াটারম্যান আর রানা অবিরাম উইঞ্চ ঘোরাচ্ছে, বোটের ওপর স্তূপ তৈরি করছে রশিগুলো। তারপর এক সময় সবটুকু রশি উঠে এল। মোটা জিঞ্জির বুলওয়ার্কে লেগে ঝন ঝন আওয়াজ তুলল, ওটার পিছু নিয়ে এল প্রথম প্রস্থ কেবল। 'পঞ্চাশ ফ্যাদম, টেডি,' বলল রানা। 'আর দেড় কি দু'মিনিট।'

উঠে আসছে কেবল, পুরোপুরি খাড়া নয়, টান টান হয়ে আসছে, কাঁপছে। তবে এখনও উঠে আসছে। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে স্কুইডটা, তবে নিশ্চিতভাবে বোঝার কোন উপায় নেই। কে জানে কত দূরে এখনও।

স্টার্নের নিচে পানির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, রূপালি কেবল দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে, ল্যাম্পের আলোয় দেখার চেষ্টা করছে পানির নিচে কিছু আছে কিনা।

'চেহারা দেখাও, বেজন্মা শয়তান!' হঠাৎ হিসহিস করে উঠলেন জেরি হ্যাসটন।

ঠিক তখনই বাধা পেল উইঞ্চ, হড়কে গেল, সেই সঙ্গে এইমাত্র বোটে উঠে আসা কেবল কুণ্ডলী ছাড়িয়ে নেমে যেতে শুরু করল সাগরে।

'কি করছে ওটা?' চিৎকার করল ওয়াটারম্যান।

'ছুটছে আবার,' বলল রানা, উইঞ্চের হাতল ধরে শরীরের ভর চাপাল ওটার ওপর। কিন্তু মানছে না উইঞ্চ, স্পূল ঘুরছে, পানিতে ফিরে যাচ্ছে কেবল।

'না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন হ্যাসটন। 'থামান ওটাকে!'

'পারছি না,' বলল রানা। 'সম্ভব নয়।'

'আসলে আপনি চাইছেন না! আপনি ভয় পেয়েছেন! কিভাবে থামাতে হয় দেখুন।' হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখলেন হ্যাসটন। কুণ্ডলী পাকানো রশির দিকে ঝুঁকলেন তিনি, ঢিলে এক প্রস্থ কেবল ধরলেন।

'না!' নিষেধ করল রানা, হ্যাসটনের দিকে এক পা এগোল। কিন্তু বাধা দেয়ার আগেই লোহার পোস্টে কেবল জড়িয়ে ফেললেন হ্যাসটন। এই পোস্ট ডেক থেকে বোটের তলা পর্যন্ত চলে গেছে।

পোস্টে কেবল জড়িয়ে বেঁধে ফেললেন হ্যাসটন। 'এবার দেখুন,' বললেন তিনি, হাতে আবার রাইফেল তুললেন।

স্টার্ন থেকে এখনও নেমে যাচ্ছে কেবল, স্টীল বুলওয়ার্কে ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলছে। স্টার্নের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলেন হ্যাসটন, উঁচু করলেন রাইফেল, তাঁর সাইটে স্কুইডটা উঠে আসার অপেক্ষায় থাকবেন। কিন্তু তাঁর ঘোরা তখনও শেষ হয়নি, পিছলে গেল পা, আর নিশ্চয়ই ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল হলো স্কুইডের গতি, কারণ হঠাৎ দেখা গেল কেবলের কুণ্ডলীগুলো লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে ডেক ছেড়ে। ভারসাম্য ফিরে পাবার জন্যে হোঁচট খাচ্ছেন হ্যাসটন, বৃত্তের আকৃতি নিয়ে পড়ে থাকা এক প্রস্থ কেবলের মাঝখানে পা ফেললেন। চোখের

পলকে বৃত্তটা উঠে এল তাঁর হাঁটুর ওপর, শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল তাঁর উরু, একটা পুতুলের মত ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়লেন তিনি। আলোর ভেতর এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকলেন। কোন শব্দ করলেন না, হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেলটা।

তারপর প্রচণ্ড একটা শক্তি টান দিল কেবলে, দেখে মনে হলো পিছন দিকে উড়ে যাচ্ছেন হ্যাসটন, টানটা লাগছে তাঁর পায়ে, হাত দুটো প্রসারিত, যেন ডাইভ দিতে যাচ্ছেন।

পলকের জন্যে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। সেখানে কোন আতঙ্ক, কোন কষ্ট বা কোন প্রতিবাদ দেখতে পেল না রানা। শুধু বিস্ময়ের ভাব ফুটে আছে হ্যাসটনের চেহারায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি যেন হতভম্ব।

ডেকে পড়ল রাইফেল, একটা বুলেট ছুটল, বুলওয়ার্কে লেগে ছিটকে গেল আরেক দিকে।

রানার মনে হলো, হ্যাসটনের পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেবল থেকে কি যেন খসে পড়ল একটা। তবে পানিতে কোন শব্দ হলো না, কারণ সেই মুহূর্তে বিকট শব্দে লোহার পোস্টে টান দিল কেবল।

কেবলে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ছুটল বোট, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে বোটে উঠল, পানির ছিটা ভিজিয়ে দিল ওদেরকে।

তারপর রানা দেখল, পানি থেকে উঠে আসছে কেবল। গলা ফাটাল ও, 'উঠে আসছে ওটা!'

'কোথায়?' গর্জে উঠলেন ড. ফেরেল। 'কোথায়?'

এই সময় সবেগে উথলে ওঠা পানির আওয়াজ পেল ওরা, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন শোনা গেল। উৎকট দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। ঝর্ণার মত ঝর ঝর করে নেমে এসে যে পানি ওদেরকে ভিজিয়ে দিচ্ছে

তা কালির মত কালো।

ডেকে হাঁটু গেড়ে ছিল রানা, সিধে হতে যাচ্ছে,এই সময় দেখতে পেল স্টার্ন থেকে দশ কি পনেরো ফুট পিছনে রূপালি একটা ঝিলিক। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কি ওটা—কেবলের রোঁয়াগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, পাক খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে।

চিৎকার করল ও, 'পালান!'

'হোয়াট?' হাঁ করে তাকালেন ড. ফেরেল্।

ডাইভ দিয়ে তাঁর ওপর পড়ল রানা, ডেকে ফেলে দিল তাঁকে। ওরা পড়ে যাচ্ছে, বোটের পিছন থেকে বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হলো, যেন একটা টানেলের ভেতর ম্যাগনাম পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, পরমুহূর্তে বাজতে শুরু করেছে তীক্ষ্ণ একটা হুইসেল।

মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ আর্তনাদ তুলে ছুটে গেল এক প্রস্থ কেবল, ভেঙে চুরমার করে দিল কেবিনের পিছনের জানালাটা। দ্বিতীয় আরেক প্রস্থ কেবল অনুসরণ করল সেটাকে। ওরা শুনতে পেল ড. ফেরেলের ক্যামেরা হাউজিং স্টীল বাল্কহেডে আছাড় খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দোল খেলো বোট, আগুপিছু করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'জেসাস গড...' সশব্দে হাঁপ ছাড়লেন ড. ফেরেল।

একটা গড়ান দিয়ে তাঁর ওপর থেকে নেমে সিধে হলো রানা। পিছন দিকে, অন্ধকারে তাকাল ও। এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে ওখানে কখনও কিছু ছিল—পানি সম্পূর্ণ শান্ত, কোথাও কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ সাগরে শোনা যাচ্ছে শুধু বাতাসের ফিসফিসানি।

ড. ফেরেলের চেহারা কার্ডবোর্ডের মত মলিন, ডেক থেকে উঠে

দাঁড়াবার সময় কাঁপছেন থরথর করে। 'আমি কখনও ধারণাই করতে পারিনি···,' শুরু করলেও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল গলা।

'ভুলে যান,' বলল রানা। বোটের গা ঘেঁষে রশির ছেঁড়া টুকরো গিজগিজ করছে, ওয়াটারম্যানকে নিয়ে সেগুলো তুলছে ও।

'আপনার কথাই ঠিক,' বললেন ড. ফেরেল। 'প্রথম থেকেই আপনি ঠিক বলে আসছেন। এমন কোন উপায় নেই যার সাহায্যে ওটাকে আমরা···।'

'শুনুন, ড. ফেরেল···।' প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, ভাবল, উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'প্রথমে তীরে ফিরে চলুন, তারপর আত্মসমালোচনা করার আর শোক প্রকাশের প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। মি. হ্যাসটনের জন্যে আমরা সবাই দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি চাই নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে। আপনি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, প্লীজ।'

ছেঁড়া রশিগুলো বোটে তোলার পর স্টার্ন থেকে নিচের দিকে ঝুঁকল ওয়াটারম্যান, বলল, 'ভাবছি রশির দু'একটা টুকরো প্রপেলারে জড়ায়নি তো?'

'নিচে নেমে একবার দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'আমি চাই না।' তারপর বলল, 'ড. ফেরেলের একটা ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কাজে লেগেছে টোপটা। কেমিকেলের গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছিল ওটা। কিন্তু এখন কি হবে কে জানে! ওটার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হলে কি ঘটাবে বলা কঠিন।'

কেবিনে ঢুকল রানা। টেবিলে বসে আছেন ড. ফেরেল। ভিডিও টেপ রিওয়াইণ্ড করেছেন, মনিটরে চোখ রেখে রেকর্ড করা দৃশ্যগুলো দেখছেন।

'কি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যদি কোন আকৃতি দেখতে পাই,' বললেন ড. ফেরেল। 'ঝাপসা হলেও একটা আভাস পেতে চাই।'

হুইলহাউসের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ওয়াটারম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'অয়েল প্রেশার চেক করো, টেডি।'

এঞ্জিন রূমের হ্যাচ খুলে নিচে তাকাল ওয়াটারম্যান।

হঠাৎ সীটের ওপর একটা ঝাঁকি খেলেন ড. ফেরেল। 'জেসাস, মেরি অ্যাণ্ড জোসেফ!' চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছেন মনিটরে। অন্ধের মত রেকর্ডারের কন্ট্রোল হাতড়াচ্ছেন।

ছুটে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়াল রানা ও ওয়াটারম্যান। টেপ কন্ট্রোল খুঁজে পেয়ে 'পজ' বাটনে চাপ দিলেন ড. ফেরেল।

মনিটরে শুধু ফেনা আর বুদবুদ দেখা যাচ্ছে। 'ফ্রেম-অ্যাডভান্স' বাটনে চাপ দিলেন ড. ফেরেল। লাফ দিল দৃশ্যটা। 'ওই আমাদের টোপ,' বললেন তিনি, ঘন আর চকচকে একটা জিনিসের দিকে আঙুল তাক করলেন। সাদা-কালো স্ক্রীনে ওটাকে গাঢ় রূপালি মাছের মত লাগছে। পরবর্তী ফ্রেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা, তারপর আবার স্ক্রীনের ওপর দিকে উদয় হলো। স্ক্রীনের নিচের দিকটা দেখালেন ড. ফেরেল, বললেন, 'এবার দেখুন!'

ধূসর রঙের কুঁজসদৃশ্য একটা আকৃতি স্ক্রীনের নিচ থেকে মাথাচাড়া দিল। ওপর দিকে উঠে আসছে, যতক্ষণ না ঢেকে ফেলল পুরোটা স্ক্রীন। ফ্রেম বদলে যাচ্ছে আগের মত, ধূসর রঙের ছায়াটা এখনও ওপর দিকে উঠছে। আর তারপরই স্ক্রীনের তলার দিকটায় সাদাটে কি যেন একটার অনুপ্রবেশ ঘটল, ওটার মাথার দিকটা ক্রমশ বেঁকে গেছে। ওপর দিকে উঠে আসছে, যেন স্ক্রীনটাকে ঢেকে ফেলতে চায়।

জিনিসটা নিশ্চয়ই ক্যামেরার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, কারণ দৃশ্যটা

ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে। নিখুঁত সাদাটে একটা বৃত্তের আকৃতি পেল জিনিসটা, বৃত্তের মাঝখানে আরেকটা নিখুঁত বৃত্ত, কয়লার চেয়েও কালো।

'মাই গড!' বলল ওয়াটারম্যান। 'ওটা কি···একটা চোখ?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ফেরেল।

'কত বড়?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'বলতে পারছি না,' উত্তর দিলেন ড. ফেরেল। 'ওটার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু নেই। তবে ক্যামেরার ফোকাল লেংথ্ যদি ছয় ফুট হয়, আর চোখটা যদি পুরো ফ্রেম জুড়ে থাকে, ওটার আকার হবে তাহলে···এরকম।' দুই ফুট ব্যবধানে হাত দুটো উঁচু করলেন তিনি। এক সেকেণ্ড নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন অবাক হয়ে, যেন চোখের যে আকৃতি তিনি তৈরি করেছেন তা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে। তারপর, এমন নিচু স্বরে কথা বললেন, কোন রকমে শোনা গেল, 'তারমানে ওটা নব্বুই ফুট, সম্ভবত আরও বড়।' রানার দিকে তাকালেন। 'ওটা একশো ফুটী একটা দানবও হতে পারে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা। মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, হার্টবিট বেড়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে একবার ওর দিকে, একবার ড. ফেরেলের দিকে তাকাচ্ছে ওয়াটারম্যান।

ধাপ দুটো টপকে হুইল হাউসে চলে এল রানা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ভোর হয়ে আসছে। এরই মধ্যে হালকা নীল হয়ে উঠেছে পুবদিকের আকাশ, দিগন্তে ফিকে লাল একটা রেখা তৈরি হয়েছে।

স্টার্টার বাটনে চাপ দিল রানা, এঞ্জিন রুম থেকে ওয়ার্নিং বেল বাজার অপেক্ষায় থাকল। খক খক করে কেশে জ্যান্ত হয়ে উঠবে এঞ্জিন।

কিন্তু শুধু ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, আর কিছু শোনা গেল না।

বাটনে আবার চাপ দিল রানা। এবার কোন শব্দই হলো না। বিড়বিড় করে কিছু বলল ও। রাগে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল হুইলে। এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না দেখেই বুঝে ফেলেছে কারণটা।

জেনারেটর থেকে কোন শব্দ আসছে না। তারমানে রাতে কোন এক সময় জেনারেটরের ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। আপনা থেকেই দায়িত্ব নিয়েছিল ব্যাটারি, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো জ্বলেছে, রিফ্রিজারেটর, ফ্যাদোমিটার আর ফিশ-ফাইণ্ডার চলেছে, ফলে ব্যাটারির শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। এখনও সামান্য যে শক্তি আছে, বড় আকৃতির ডিজেল এঞ্জিনটাকে জ্যান্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

পুরোপুরি চার্জ করা দুটো কমপ্রেসর ব্যাটারি আছে, একটা বেছে নিয়ে মেইন এঞ্জিনে নিয়ে যেতে হবে। প্রথমে ওটাকে নামাতে হবে মাউন্ট থেকে, তারপর রাজ্যের মেশিনারির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে এঞ্জিন রুমে, বসাতে হবে এঞ্জিনের পাশে।

অত্যন্ত খাটনির কাজ, তবে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

হুইলহাউস থেকে বেরুতে যাবে, খেয়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইন্সট্রুমেন্টগুলো বন্ধ করা দরকার, পাওয়ার বাঁচানোর জন্যে। নতুন ব্যাটারির সমস্ত শক্তি এঞ্জিন চালু করার জন্যে দরকার হবে। ফ্যাদোমিটারের নব ঘোরাল রানা, স্টাইলাসের নড়াচড়া থেমে গেল। ফিশ-ফাইণ্ডারের সুইচ আরও খানিক দূরে। সেদিকে হাত বাড়িয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকাল ও।

স্ক্রীনটা এখন খালি নয়। প্রথমে রানা ভাবল, যাক, সাগরের তলায় প্রাণ ফিরে আসছে। তারপর আরও কাছ থেকে তাকাল, উপলব্ধি করল স্ক্রীনে এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। ছোট ছোট বিন্দুগুলো ছড়ানো-ছিটানো মাছের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু বিন্দুগুলো অনুপস্থিত। মোটা দাগ দেখলে বোঝা যায় ওখানে বড় আকৃতির মাছ আছে, কিন্তু

সেরকম কোন দাগও নেই। স্ক্রীনে একটা জিনিসই শুধু দেখা যাচ্ছে—নিরেট একটা স্তূপ। মনে হলো স্তূপটা জ্যান্ত।

কিছু একটা সারফেসের দিকে উঠে আসছে। উঠে আসছে দ্রুত।

বারো

সাগরের তলা থেকে একটা টর্পেডোর মত ওপর দিকে ছুটল জলদানব। কোন দর্শক থাকলে ভাবত, পালাচ্ছে ওটা, কারণ পিছন দিকে ছুটছে। কিন্তু না, পালাচ্ছে না। প্রকৃতি ওটাকে প্রচণ্ড বেগে দক্ষতার সঙ্গে পিছন দিকে ছোটার মত করে তৈরি করেছে। আসলে আক্রমণে রয়েছে জলদানব, তেকোণা লেজ তীরের মাথার মত, টার্গেটের দিকে গাইড করছে ওটাকে।

চাবুকের মুগুর থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত একশো ফুটেরও বেশি লম্বা ওটা, ওজন বারো টন। তবে নিজের আকৃতি সম্পর্কে ওটার কোন ধারণা নেই, জানে না পানির জগতে তার ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি।

জলদানবের চাবুকগুলো শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে এখন, বাহুগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো, গতি বেশি পেতে হলে এভাবেই ওগুলোকে রাখতে হবে।

ওটার কেমিস্ট্রি এলোমেলো হয়ে গেছে, ফলে রঙ বদলেছে বহুবার। ইন্দ্রিয়গুলো অস্থির হয়ে উঠেছে সঙ্কেতগুলোর অর্থ বোঝার জন্যে। প্রথমে যৌন-সঙ্গমের অদম্য ইচ্ছে অনুভব করছিল, কিন্তু মিলিত হতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। তারপরও অচেনা একটা বস্তু আদিম

প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার মত গন্ধ ছেড়ে দিশেহারা করে তোলে তাকে। মিলিত হবার চেষ্টা করে সে, ব্যর্থ হয়, অচেনা বস্তুটা তার জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অগত্যা তার চাবুক আর বাহুর সাহায্যে জিনিসটাকে ধ্বংস করে দেয় সে।

এখন খেপে গেছে জলদানব, প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। এ এক নতুন ধরনের রাগ তার। জলদানবের রঙ এখন গভীর, গাঢ় লাল।

এর আগে অতিকায় স্কুইডের রাগ হলেই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠত, ফলে খানিক পরই পানি হয়ে যেত রাগ। কিন্তু এবার রাগটা কোনমতে দূর হচ্ছে না, আরও যেন বাড়ছে। এবং এখন তার সামনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আছে একটা টার্গেট।

কাজেই সাগরের তলা থেকে ওপরে উঠে আসছে জলদানব। শুধু ধ্বংসযজ্ঞে আজ সন্তুষ্ট হবে না, আজ তাকে হত্যার নেশায় পেয়েছে।

ফিশ-ফাইণ্ডারে চোখ রেখে বিড়বিড় করল রানা, 'এক হাজার ফুট!' স্কুইডটা এক হাজার ফুট নিচে রয়েছে, ছুটে আসছে দ্রুত। তারমানে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট সময় পাবে ওরা।

লাফ দিয়ে কেবিনে ঢুকল ও। 'বোট হুক, টেডি—জলদি! ফায়ারের জন্যে ডেটোনেটর রেডি কিনা দেখে নাও। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

'কি ব্যাপার? আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

'আবার ওটা উঠে আসছে,' বলল রানা। 'বোট চলবে না, ব্যাটারি শেষ।' হ্যাচ গলে এঞ্জিন রুমে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে বোট হুকটা তুলল ওয়াটারম্যান, তারপর বোমাটা পরীক্ষা করল। গ্লিসারিন আর গ্যাসোলিন দিয়ে তৈরি পেস্ট শক্ত হয়ে গেছে, তবে এখনও ভেজা ভেজা, বিস্ফোরকের চারদিকে ভাল করে সেঁটে দিল সে। এরপর কাঁচের শিশিটা পেস্টের আরও গভীরে ঢোকাল,

বোট হুকের শেষ মাথাটা চারদিকে ছুটোছুটি করলেও যাতে পড়ে না যায়।

সহজ একটা ডিভাইস, কাজ না করার কোন কারণ নেই। ফসফরাসে বাতাস লাগা মাত্র আগুন ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা চেইন রিয়্যাকশন শুরু হবে, বিস্ফোরিত হবে সেমটেক্স। ওদেরকে শুধু দেখতে হবে, স্কুইড যেন বোতলটা কামড়ায়, কিংবা চাবুকের বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলে।

একশো ফুটী একটা দৈত্যকে বিস্ফোরক গেলানো সহজ কাজ? তারপর সময় মত লাফ দিয়ে সরে যেতে না পারলে ওটার সঙ্গে ওরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল ওয়াটারম্যান। শান্ত সাগরের দিকে তাকাল সে, সদ্য উঠে আসা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। সব কিছু শান্ত, নিরাপদ দেখাচ্ছে। মি. রানা কি করে বুঝলেন, আবার উঠে আসছে ওটা? স্ক্রীনে হয়তো একটা তিমি দেখেছেন তিনি।

এ-সব চিন্তা বাদ দাও, হাতের কাজ সারো, তৈরি হও।

বোমাটা কাজ করবে।

এঞ্জিন রূমে হামাগুড়ি দিচ্ছে রানা, সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভারি টুয়েলভ-ভোল্ট ব্যাটারি। ওর হাঁটু আর কনুইয়ের চামড়া রক্তাক্ত হয়ে গেছে, পা দুটো ক্র্যাম্পের শিকার। যখন বুঝল কেবলটা ব্যাটারির নাগাল পাবে, অকেজো ব্যাটারি থেকে খুলে নিল সেটা, মাউন্ট থেকে অকেজো ব্যাটারি খোলার ঝামেলায় গেল না। নতুন ব্যাটারি কাত হয়ে পড়ে গেলে বা কেবল ছিঁড়ে ফেললে কিছু আসে যায় না ওর, এঞ্জিন একবার চালু হলে ওটা আর দরকার হবে না।

শান্তভাবে কাজ করছে রানা, কেবলগুলো ঠিকমত জোড়া লাগানো হচ্ছে কিনা দেখে নিয়ে—পজিটিভের সঙ্গে পজিটিভ, নেগেটিভের সঙ্গে

নেগেটিভ।

কাজটা শেষ করে মইয়ের দিকে ছুটল ও।

জলদানবের শিকার সরাসরি ওপরে।

চোখ দিয়ে সেটাকে দেখতে পাচ্ছে, শরীরের সেনসরের সাহায্যে অনুভবও করতে পারছে। শিকারের ভাল-মন্দ বোঝার জন্যে বা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে থামল না ওটা। প্রাণের লক্ষণ বা খাবারের কোন গন্ধ আছে কিনা জানার কোন গরজ নেই।

তবে যেহেতু শিকার অচেনা, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল ওটা, জিনিসটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল। তিমি যেমন সোনার ইমপাল্‌স্ ছাড়ে, ফিরে আসা ইমপালস ডিসাইফার করে, অচেনা বস্তুটার তলা দিয়ে চক্কর দেয়ার সময় আর্কিটিউথিস ডাক্স-ও তাই করল। এবার জিনিসটাকে চোখ দিয়েও দেখল সে। তার ছোটার পথের সামনে তৈরি হলো একটা প্রেশার ওয়েভ।

তারপর হঠাৎ ওটার ওপরে ঝুলে থাকা শিকার থেকে বিস্ফোরিত হলো তুমুল শব্দ। সেই সঙ্গে শিকার সচল হলো।

আওয়াজ আর গতিটাকে যুদ্ধের আহ্বান বলে ধরে নিল জলদানব। পেটের ফানেল ঘোরাল, সেই সঙ্গে ঘুরে গেল তার পুরোটা দৈর্ঘ্য। হামলা শুরু করল জলদানব।

ওর নিচে বোট উঁচু হচ্ছে অনুভব করে দম আটকাল রানা, তাড়াতাড়ি চাপ দিল বোতামে। এক সেকেণ্ড পর ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ এল কানে। এঞ্জিন পুরোপুরি সচল হবার অপেক্ষায় থাকল না ও, গায়ের জোরে সামনে ঠেলে দিল থ্রটল, হেলান দিল সেটার ওপর।

প্রথমে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট, তারপর হঠাৎ হারিয়ে ফেলল গতি, যেন স্টার্নের সঙ্গে নোঙরে বাঁধা রয়েছে। পিছন দিকটা ডেবে

গেল, উঁচু হলো বো, ছিটকে বাঙ্কহেডে পড়ল রানা। পরমুহূর্তে বোটের সামনের দিকটা নিচু হলো; নাক ঢোকাচ্ছে পানিতে। এখনও গতি পাচ্ছে না।

বদলে যাচ্ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। প্রথমে কর্কশ গর্জন, তারপর প্রতিবাদের সুরে গোঙাতে শুরু করল, সবশেষে খক খক করে কাশছে। দু'বার কেশে থেমে গেল এঞ্জিন। অচল পড়ে থাকল সাগরে।

সর্বনাশ! চেহারা কালো হয়ে গেল রানার। স্কুইডটা সী কুইনের প্রপেলার ভেঙে ফেলেছে। হঠাৎ শীত অনুভব করল ও।

কেবিন হয়ে আফটারডেকে বেরিয়ে এল রানা।

মিডশিপ হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ড. ফেরেল, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা অসাড়, বোকার মত তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে। রানার সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কোথায় বলুন তো? আপনি বললেন যে···।'

'ঠিক আমাদের নিচে,' বলল রানা। 'খুব সাবধান, যা করবেন বুঝেসুঝে করবেন।' স্টার্নে চলে এল ও, ট্র্যানসমের ওপর দিয়ে পানির দিকে তাকাল। সুইম স্টেপের কয়েক ফুট নিচে, বোটের তলা থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে একটা টেনট্যাকল-এর ডগা।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ড. ফেরেল, বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই, ওটা দিয়ে প্রপেলার জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল।'

'একটা বাহু হারিয়ে এবার যদি শান্ত হয়,' বলল রানা। 'বা ভয় পায়।'

'মাথা খারাপ!' ড. ফেরেল বললেন। 'আরও বরং খেপে উঠবে।'

মুখ তুলে ফ্লাইং ব্রিজে তাকাল রানা, দেখল রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াটারম্যান, হাতে জেরি হ্যাসটনের রাইফেল। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও, শুনতে পেল ড. ফেরেল বলছেন, 'মি. রানা···।'

'বলুন।'

'আমি দুঃখিত,' বললেন ড. ফেরেল। 'এর জন্যে একা আমি দায়ী···।'

'ভুলে যান। এখন দুঃখিত হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। তাড়াতাড়ি একটা লাইফ জ্যাকেট পরে নিন।'

'তারমানে··· আমরা কি ডুবে যাচ্ছি?'

'এখনও না,' বলল রানা। 'তবে সম্ভাবনা আছে।'

একটা রড হোল্ডারে খাড়াভাবে ঝুলছে বোট হুক, নামিয়ে সেটার ওজন অনুভব করল রানা।

'আমাকে দিন,' বলল ওয়াটারম্যান, বোট হুকের শেষ মাথায় আটকানো বোমাটা ইঙ্গিতে দেখাল।

'না, টেডি,' বলে জোর করে একটু হাসল রানা। 'এই বোটে আমি ক্যাপটেন। এটা ক্যাপটেনের দায়িত্ব।'

তারপর দু'জনই ওরা পানির দিকে তাকাল।

অন্ধকারে মোচড় খাচ্ছে জলদানব, ব্যথা ও বিস্ময়ে দিশেহারা। সদ্য হারানো টেনট্যাকল-এর গোড়া থেকে সবুজ তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে।

জলদানব পঙ্গু হয়ে যায়নি, শক্তির কোন অভাব অনুভব করছে না। শুধু জানে যেটাকে শিকার বলে ধারণা করেছিল সেটা শুধু শিকার নয়—শত্রুও।

আবার সারফেসের দিকে উঠতে শুরু করল জলদানব।

রানা আর ওয়াটারম্যান বোর দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ ওদের পিছন থেকে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এল ড. ফেরেলের। 'না!'

চরকির মত আধ পাক ঘুরে স্টার্নের দিকে তাকাল ওরা, পরমুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল।

বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে কিছু একটা উঠে আসছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো জিনিসটা যেন প্রকাণ্ড আকারের লাল একটা শামুক, গা থেকে পিচ্ছিল কি যেন ঝরছে। তারপর ওটার সামনের অংশ ঠোঁটের মত উল্টে গেল। আরও উঁচু হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, যতক্ষণ না চওড়ায় চার ফুট আর লম্বায় আট ফুট হলো—আড়াল করল রোদকে। জিনিসটার গায়ে সজীব বৃত্ত গিজগিজ করছে, প্রতিটি একেকটা ক্ষুধার্ত মুখ। রানা দেখতে পেল, প্রত্যেক বৃত্তের মাঝখানে চকচক করছে কালো একটা করে ফলা।

'গুলি করো, টেডি।' চিৎকার করল ও। 'ফায়ার!'

কিন্তু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল ওয়াটারম্যান, সম্মোহিত হয়ে পড়েছে সে। তার হাতের রাইফেল কোন কাজে আসছে না। তারপর, ওদের নিচে, কিছু একটা শুনতে পেলেন ড. ফেরেল, ঘুরলেন বাম দিকে, পরমুহূর্তে তাঁর গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। বোটের মাঝখানে, চুপিসারে উঠে আসছে জলদানবের আরেকটা চাবুক।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে সংবিৎ ফিরল ওয়াটারম্যানের, ঝট করে ঘুরে তিনটে গুলি করল সে। একটা অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল, দ্বিতীয়টা লাগল বাল্কহেডে, ছিটকে আরেক দিকে বেরিয়ে গেল, শেষ বুলেটটা চাবুকের ডগায় অর্থাৎ মুগুর আকৃতির ঠিক মাঝখানে ঢুকল। মাংসে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, কোন রক্ত ঝরল না, এমনকি একটু ঝাঁকিও খেলো না। মনে হলো, বুলেটটা যেন গিলে ফেলা হয়েছে।

দুটো চাবুকই আরও বেশি করে উঠে আসছে বোটে, মোচড় খাচ্ছে সাপের মত, লাল মাংসের স্তূপ তৈরি হচ্ছে, প্রতিটি ইঞ্চি আপন ছন্দে নড়াচড়া করছে, কাঁপছে, যেন প্রতি ইঞ্চি দিয়ে অনুভব করতে চায়। ওগুলো সম্ভবত আন্দাজ করতে পারছে যে বোটে জ্যান্ত কিছু আছে, কিছু নড়াচড়া করছে—কারণ দেখা গেল, চাবুকের মাথার মুগুরগুলো সামনে বাড়তে শুরু করল, অনুসন্ধানী মাকড়সার মত।

ড. ফেরেলকে মনে হলো পঙ্গু হয়ে গেছেন। তাঁর চোখের পাতা

পড়ছে না। স্থির, অনড় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'ড. ফেরেল!' চিৎকার করল রানা। 'পালিয়ে আসুন, সরে আসুন ওখান থেকে!'

দুটো চাবুকই যখন স্টার্নে উঁচু স্তূপ হয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল ওগুলোর নড়াচড়া। যেন ইতস্তত করছে জলদানব। আর তারপরই হঠাৎ এক সঙ্গে লম্বা হলো চাবুক দুটো, শক্ত টান টান হয়ে আছে পেশী, সেই সঙ্গে বোটের স্টার্ন নিচের দিকে দেবে গেল। বোটের পিছনে মাথাচাড়া দিচ্ছে সাগর, যেন জন্ম দিচ্ছে একটা পাহাড়কে। শুষে নেয়ার তীব্র একটা আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা গর্জন।

'ওহ্ গড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বোটে উঠে আসছে!' পিছিয়ে এল ও, কাঁধের পাশে ধরে আছে বোট হুক।

প্রথমে ওরা টেনট্যাকলগুলো দেখতে পেল। সাতটা ছুঁড়ে দেয়া বাহু, আঁকড়ে ধরল স্টার্ন, যেন একজন অ্যাথলেট নিজেকে কোন প্যারালাল বার-এ তুলে আনছে, ওপরে ওঠার জন্যে চাপ দিচ্ছে নিচের দিকে।

তারপর ওরা একটা চোখ দেখল, সাদাটে হলুদ আর এত বড় যে বিশ্বাস করা যায় না, যেন সূর্যের নিচে একটা চাঁদ উঠছে। মাঝখানে অতল গহীন কালো একটা গোলক।

পানিতে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত নিচের দিকে দেবে গেল স্টার্ন। বোটে পানি উঠল, ছুটে এল সামনের দিকে, ঢুকে পড়ছে আফটার হ্যাচগুলোয়।

সত্যি যে এ-সব ঘটছে, চোখে দেখেও অবিশ্বাস্য লাগছে রানার। ডুবে যাচ্ছে ওরা, ভাবল ও। বোট ডুবে গেলে সবাই ওরা পানিতে পড়বে, আর তখন একটা একটা করে শিকার ধরবে ওটা।

এবার অন্য চোখটা উঁচু হচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে ফিরল ওটা, মনে হলো চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে ওদের ওপর। চোখ দুটোর সামনে

বাহুগুলো কাঁপছে, মোচড় খাচ্ছে। আর বাহুগুলোর গোড়ায়, একটা টার্গেটে বুল'স আই-এর মত, দুই ফুট লম্বা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ আর ফোলা, খাবারের প্রত্যাশায় খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ঘন ঘন। শব্দটা ঠিক যেন একটা বনভূমি ঝড়ের কবলে পড়েছে, বিশাল সব গাছের কাণ্ড ভেঙে যাচ্ছে বিকট আওয়াজের সঙ্গে।

হঠাৎই সংবিৎ ফিরল ড. ফেরেলের। ঘুরলেন তিনি, ছুটলেন। পৌঁছে গেছেন মইয়ের তলায়। ধাপ বেয়ে উঠতেও শুরু করেছেন। ফ্লাইং ব্রিজে ওঠার জন্যে অর্ধেকটা মই পেরিয়ে এসেছেন। এই সময় তাঁকে দেখতে পেল স্কুইডটা।

মোচড় খেয়ে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল একটা চাবুক; শূন্যে উঠল, তারপর ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত সামনে ছুটল, ড. ফেরেলের নাগাল পেতে চাইছে। ওটাকে আসতে দেখলেন তিনি, মাথা নিচু করে ধাপের ওপর বসে পড়তে চাইলেন, কিন্তু পিছলে গেল পা। হাত দিয়ে ধাপ ধরে ঝুলে আছেন। চাবুকটা তাঁকে নয়, মইটাকে প্যাঁচাল, এক টানে বাল্কহেড থেকে ছিঁড়ে নিল, ঝুলিয়ে রাখল ফ্লাইং ব্রিজের ওপর। ধাপ ধরে এখনও দোল খাচ্ছেন ড. ফেরেল। তোবড়ানো একটা পুতুলের মত লাগছে তাঁকে।

'হাত ছেড়ে দিন, ডক্টর!' চিৎকার করল রানা। 'খসে পড়ুন!'

সেই মুহূর্তে অপর চাবুকটা বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল, আঘাত করতে চাইছে ড. ফেরেলকে।

মইয়ের ধাপ ছেড়ে দিলেন ড. ফেরেল। ফ্লাইং ব্রিজের আউটবোর্ড লিপ-এ পা দিয়ে পড়লেন তিনি, এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়েই টললেন, নাচানাচি করে রেইলিং ধরতে চেষ্টা করছে হাত দুটো। বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ, হাঁ হয়ে আছে মুখ। তারপর, প্রায় স্লো মোশনে, পিছন দিকে হেলে পড়লেন তিনি, খসে পড়লেন সাগরে। চাবুকটা আছাড় মারল মইটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল আরেক দিকে।

ক্লিপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুইডটাকে গুলি করল ওয়াটারম্যান। ট্রেসার বুলেটগুলো ভেজা জবজবে মাংসে ঢুকে হারিয়ে গেল।

জলদানবের লেজ আছাড় খেলো, শরীরটাকে বোটের আরও ওপরে টেনে আনছে, পানির তলায় আরও খানিকটা ডেবে গেল স্টার্ন। পানি থেকে উঠে পড়ল বো, সেই সঙ্গে নিচ থেকে ভেসে এল টুলস, চেয়ার আর তৈজসপত্র স্টীল বাল্কহেডে লেগে ভেঙে চুরমার হবার শব্দ।

'পালাও, টেডি!' রানার গলা।

'আপনি যান, মি. রানা! ওটা আমাকে দিন···।'

'যাও বলছি! ওহ গড!'

রানার দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলার আর কিছু নেই। বিস্ফারিত চোখ নিয়ে বোট থেকে সাগরে লাফিয়ে পড়ল সে।

পিছন দিকে ঘুরল রানা। কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, ওর নিচে ঢালু হয়ে রয়েছে ডেক। বাধ্য হয়ে বসে পড়তে হলো, একটা পা বাধিয়ে রাখল রেইলিঙে।

জলদানব বোটটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে। এলোপাতাড়ি ভাবে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যাচ্ছে চাবুকগুলো, কিছুর স্পর্শ পেলে সঙ্গে সঙ্গে আঁকড়ে ধরছে সেটাকে—রশি জড়ানো একটা ড্রাম, হ্যাচ কাভার, অ্যান্টেনা মাস্ট—আছাড় মেরে ভাঙছে, ফেলে দিচ্ছে সাগরে। ম্যানটেলে বাতাস ভরার আর ফানেল দিয়ে তা বের করে দেয়ার সময় স্কুইডটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করছে হাঁপিয়ে ওঠা শূকরের মত।

আর তারপর হঠাৎ ধ্বংসযজ্ঞে বিরতি দিল সে। যেন জরুরী কি একটা মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল বিশাল মাথা। মুখটা যেন অজগরদের একটা আস্তানা। ধীরে ধীরে রানার দিকে ঘুরে গেল ওটা। বাতাসে শিস দিয়ে ছুটে এল চাবুকগুলো। ফ্লাইং ব্রিজের একটা স্টীল স্ট্যানচিঅনে জড়াল। পেশীতে টান পড়ায় ওটার মাংস ফুলে

উঠতে দেখল রানা। টান দিল চাবুক, সামনের দিকে লাফ দিল স্কুইড।

একটা পা রেইলিঙে, একটা পা ডেকে রেখে ভারসাম্য রক্ষা করছে রানা; মাথার ওপর বোট হুকটা ধরে আছে হার্পূনের মত করে। একটা মাপ পাবার চেষ্টা করল ও, ঠোঁট থেকে কতটা দূরে রয়েছে ও।

মনে হলো প্রকাণ্ড দানব রানার ওপর নেমে আসছে। নাগাল পাবার চেষ্টা করল বাহুগুলো। কোন দিকে খেয়াল নেই রানার, সমস্ত মনোযোগ এক করে তাকিয়ে আছে ঠোঁটটার দিকে। তারপর ছুঁড়ল।

ঠিক ছুঁড়তে পারল কিনা বলা কঠিন, বরং বলা উচিত বোট হুকটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো। সেই সঙ্গে লোহার রেইলিঙের গায়ে ছিটকে পড়ল ও। দেখল, বোট হুক নিয়ে উঁচু হচ্ছে একটা চাবুক, ঝাঁকি দিয়ে সাগরে ফেলে দিল সেটা।

শুধু একটা কথা ভাবতে পারছে রানা, আমি মারা যাচ্ছি।

বাহুগুলো ওর নাগাল পাবার জন্যে এগিয়ে আসছে। রেইলিঙ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল রানা। বাঁচার এখন একটাই উপায়, বোট থেকে নেমে যাওয়া। পানিতে নেমে যদি বোটের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে, ভাঙাচোরা কিছু একটার আড়ালে যদি লুকানো সম্ভব হয়।

ওর নাগাল পেয়ে যাচ্ছে বাহুগুলো। এখন আর রেইলিঙ টপকানো সম্ভব নয়। শরীরটা কুঁকড়ে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করল রানা। পিছু হটছে বসে বসে। কাত হয়ে থাকা ডেকে পিছলে গেল ও। ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা থেকে ঢালু আফটার ডেকে পড়ে গেল।

আফটার ডেকে কোমর সমান উঁচু হয়ে উঠেছে পানি। পানি কেটে রেইলিঙের দিকে এগোল রানা। না, সাগরে না নেমে আর কোন উপায় নেই।

জলদানব এবার কেবিনের কোণ ঘুরে ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করল, ঝুলে থাকল ওর ওপর, নৃত্যরত কেউটের মত এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে চাবুকগুলো। সাতটা ছোট বাহুও ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে,

এমন কি ডগা কাটা অষ্টম বাহুটাও স্থির নয়, ওকে ধরে ঠেলে দিতে চাইছে ঠোঁটের ভেতর।

ঘুরল রানা, বোটের অপর দিকে ছুটল। ওর পাশের পানিতে আছাড় খেলো একটা বাহু, ঝট করে আরেক পাশে সরে গেল ও। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে আবার পানির ভেতর দিয়ে ছুটল। আর কতদূর? সাত ফুট? দশ ফুট? না, বোট থেকে কোনদিনই নামা হবে না ওর। তবু থামছে না রানা, কারণ আর কিছু করার নেই ওর, কারণ ওর ভেতর কি যেন একটা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছে না।

একটা বাধা থামিয়ে দিল ওকে। পথ থেকে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু জিনিসটা অসম্ভব ভারি, নড়বে না। কি ওটা দেখার জন্যে তাকাল রানা, ভাবছে ওটার আড়ালে লুকাতে পারবে কিনা। মিডশিপ হ্যাচের বড় কাভার, ভাসছে। কাভারের ওপর পড়ে রয়েছে চেইন স।

ইতস্তত করেনি রানা, কিছু চিন্তাও করেনি, চেইন স-টা তুলে নিয়ে টান দিল স্টার্টার কর্ডে। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল ওটা, ছোট্ট মোটর জ্যান্ত হয়ে উঠল। চাপ দিল ট্রিগারে, ফলাটাকে ঘুরতে দেখল। নিজের গলার আওয়াজ শুনল ও, 'ও. কে.।' তারপর ঘুরল, মুখোমুখি হলো জলদানবের।

মনে হলো এক মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিয়েছে ওটা। তারপরই রোমহর্ষক শব্দে বাতাস ছাড়ল, লাফ দিল রানার দিকে।

আবার ট্রিগারে চাপ দিল রানা, করাতের তীব্র আওয়াজ উঠল।

মোচড়ানো একটা উড়ন্ত বাহু রানার মুখের সামনে চলে এল, সেটা লক্ষ্য করে করাতটা ঠেলে দিল ও। করাতের দাঁত কামড় বসাল মাংসে, সেই সঙ্গে অ্যামোনিয়ার দুর্গন্ধ গ্রাস করল ওকে। প্রতিবাদ করল মোটর, কমে গেল গতি, যেন ভিজে কাঠ কাটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। রানা ভাবল, না! হাল ছেড়ো না! ডুবিয়ো না আমাকে!

মোটরের শব্দ বদলে গেল আবার। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দাঁতগুলো মাংসের গভীরে সেধিয়ে যাচ্ছে, ঝর্ণার পানির মত মাংসের কণা ছিটকে পড়ছে রানার চোখে-মুখে।

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাহুটা, খসে পড়ল নিচে। জলদানবের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের বেরিয়ে এল একটা শব্দ, ক্রোধ আর ব্যথার আওয়াজ।

আরেকটা বাহু ছুটে এল রানার দিকে, তারপর আরও একটা; করাত দিয়ে কেটে যাচ্ছে রানা। ইস্পাতের দাঁতগুলোর স্পর্শ পাওয়া মাত্র কুঁচকে যাচ্ছে বাহুগুলো, ঝাঁকি খেয়ে সরে যাচ্ছে, তারপর জলদানবের উদভ্রান্ত মস্তিষ্কের নির্দেশে আবার ছুটে এসে আক্রমণ করছে। রানার চারপাশে বৃষ্টির মত পড়ছে যেন মাংসের কিমা, সবুজ আঠাল পদার্থ আর কালো কালিতে ভিজে গেল ও।

হঠাৎ রানা অনুভব করল পানির তলায় ওর একটা পা ছুঁয়েছে কি যেন। হাঁটু বেয়ে উঠে আসছে সেটা, পেঁচিয়ে ধরছে কোমর।

একটা চাবুক পেয়ে গেছে ওকে।

ঘুরল রানা, পাবার চেষ্টা করছে ওটাকে, ওকে শক্তভাবে পেঁচিয়ে ধরার আগেই হামলা করতে চাইছে চেইন স দিয়ে। কিন্তু এঁকেবেঁকে থাকা, মোচড় খাওয়া একগাদা বাহুর মধ্যে থেকে সেটাকে আলাদা করে চিনতে পারছে না।

ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিল জলদানব, একটা পাইথনের মত। বাঁচার আর উপায় নেই, শেষ রক্ষা হলো না। সাকার ডিস্ক-এর হুকগুলো সেঁধিয়ে যাচ্ছে রানার চামড়ায়, ছোরার ফলা গাঁথার মত তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ও। চাবুকটা শূন্যে তুলে নিচ্ছে ওকে, অনুভব করল পা দুটো ডেক ছাড়ল। উপলব্ধি করল, পুরোপুরি শূন্যে উঠে গেলে বাঁচার আর কোন আশা থাকবে না।

শরীরটা মুচড়ে ঘুরল রানা, যাতে ঠোঁটটার দিকে ফিরতে পারে।

চাবুকটা যখন চাপ দিয়ে বের করে আনছে ওর দম, ঠোঁটটার দিকে ঝুঁকল ও, সামনে ধরে আছে করাত।

ঠোঁট খুলে গেল। মুহূর্তের জন্যে অস্থির একটা জিভ দেখতে পেল রানা, লাল, দাঁতের মত সারি সারি কাঁটা গিজগিজ করছে। খোলা ঠোঁটের ভেতর করাত-টা সবেগে ঢুকিয়ে দিল ও।

হাড়সর্বস্ব ঠোঁট কাটতে ব্যর্থ হলো স-র দাঁতগুলো, হড়কে পিছিয়ে এল। আবার সেটা তুলছে রানা, ওর মুখের সামনে চলে এল একটা বাহু, পেঁচিয়ে ধরল ওর হাত, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল স-টা, ফেলে দিল ছুঁড়ে।

এবার সত্যি মারা গেলাম, ভাবল রানা।

কোমরে চাপ বাড়াল চাবুক, রানা অনুভব করল ঝাপসা হয়ে আসছে ওর চোখ। তারমানে জ্ঞান হারাচ্ছে ও, এ তারই লক্ষণ। দেখতে পেল শূন্যে উঠে যাচ্ছে ওর শরীর, ওর দিকে নিচু হচ্ছে ঠোঁটটা, তীব্র গন্ধে অসুস্থ বোধ করল রানা।

জলদানবের একটা চোখ দেখতে পাচ্ছে ও। গাঢ় আর খালি, অস্থির।

আর ঠিক তখন মনে হলো জলদানব নিজেই উঁচু হচ্ছে, যেন নিচ থেকে একটা শক্তি ঠেলছে তাকে। একটা শব্দ হলো, জীবনে এরকম কোন শব্দ কখনও শোনেনি রানা। শোঁ শোঁ গর্জনের মত। বিশাল কি যেন একটা, নীলচে-কালো বিস্ফোরিত হলো সাগর থেকে, স্কুইডটাকে ধরে আছে মুখে।

ওকে জড়িয়ে ধরা চাবুকটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো, ছিটকে পড়ল রানা, কোত্থেকে কোথায় পড়ে যাচ্ছে জানে না। ওর জগৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে।

তেরো

'টানুন!' চিৎকার করল ওয়াটারম্যান।

পানির নিচে হাত ঢুকিয়ে রানার বেল্ট ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলেন ড. ফেরেল। বেল্টটা পেয়ে টান দিলেন তিনি, ওয়াটারম্যান ওর হাত দুটো ধরে ফেলল। উল্টো হয়ে ভেসে থাকা হ্যাচ কাভারে তোলা হলো রানাকে। ভেসে থাকলেও মাঝে মধ্যে পানি উঠছে ওটার ওপর। অত্যন্ত পুরু কাঠ একদম নিরেট, তিনজনের ঠাঁই হবার মত যথেষ্ট বড়ও।

রানার শার্ট ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। বুক আর পেটে রক্তের দাগ, যেসব জায়গায় স্কুইডটার হুক চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে।

ওর ঘাড়ের একটা রগ আঙুল দিয়ে অনুভব করল ওয়াটারম্যান। পালস নিয়মিত। 'ভেতরে কিছু ফেটে না থাকলে,' বলল সে, 'উনি বাঁচবেন!' হাসছে।

গাঢ় কুয়াশার ভেতর রানা শুনতে পেল, 'বাঁচবেন!' মনে হলো আলোর দিকে সাঁতার কাটছে ও। তারপর চোখ মেলল।

'মি. রানা, কেমন লাগছে এখন?'

'মনে হচ্ছে আমার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেছে।'

রানাকে ধরে বসাল ওয়াটারম্যান, ওর পিঠে একটা হাত রাখল। 'দেখুন,' বলল সে।

চারদিকে তাকাল রানা। হ্যাচ কাভারের দোলা বমির ভাব এনে

দিচ্ছে, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা দূর করতে চাইল ও।

বোটটা নেই। স্কুইডটাও নেই।

'কি ছিল ওটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কার কাজ?'

'একটা স্পার্ম হোয়েল,' বলল ওয়াটারম্যান। 'পুরো স্কুইডটাকে তুলে ফেলেছিল। ঠিক মাথার পেছনে কামড় বসিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।'

হঠাৎ পানির ওপর কি যেন একটা নড়ল। চমকে উঠল রানা।

'কিছু না,' ড. ফেরেল বললেন। 'স্রেফ মাছ। লাইফ অ্যাণ্ড নেচার।'

সাগরের সারফেসে ছড়িয়ে রয়েছে মাংস, ছোট বড় স্তূপের আকারে ভাসছে, প্রতিটি টুকরো হামলার শিকার। বোটের চার দিকে আলোড়ন ও শব্দ ছিল ডিনার পরিবেশনের ঘণ্টাধ্বনি, গভীর ও অগভীর পানি থেকে ডেকে এনেছে নানা জাতের প্রাণীদের। আবর্জনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল হাঙরের একটা ফিন। প্রকাণ্ড এক কাছিমের মাথা পানির ওপর উঁকি দিল, তাকাল চারদিকে, তারপর ডুবে গেল আবার। ভোজনে ব্যস্ত বলে টাইগারফিশ, ইয়েলোটেইল, জ্যাকস কেউ কারও দিকে খেয়াল করছে না।

'আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল!' বলল রানা।

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোনদিকে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান। 'আমি তো কোথাও তীর দেখতে পাচ্ছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

একটা আঙুল ভিজিয়ে বাতাসে তুলল রানা। 'বাড়ি যাচ্ছি,' বলল ও। 'উত্তর-পশ্চিমে বইছে বাতাস। বারমুডায় ফিরছি আমরা।'

সাগরের গভীরে জন্মেছে, কয়েক হপ্তা ওখানেই ছিল, পাহাড়ের গা থেকে ঝুলে পড়া একটা পাথরকে অবলম্বন করে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক প্রকৃতি যেমনটি চেয়েছে। জমাট বাঁধা অ্যামোনিয়াম আইয়ন ভাসমানতা দেয় ওটাকে, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করে সারফেসের দিকে। যুগটা প্রাচীন হলে, ওপরে ওঠার পথে খেয়ে ফেলা

হত ওটাকে, কারণ খাদ্য হিসেবে খুবই উপাদেয় ওটা।

কিন্তু কেউ ওটাকে আক্রমণ করেনি, ফলে আবরণ ছিঁড়ে সাগরের পানি ঢোকেনি ভেতরে। তা ঢুকলে ভেতরের খুদে প্রাণীগুলো মারা যেত। কাজেই নিরাপদে উঠে এল সারফেসে, রোদ মাখল গায়ে। এই রোদ ওদের বেঁচে থাকার জন্যে একান্ত দরকার।

শান্ত পানিতে ভাসতে থাকল ওটা, বাতাস বা আবহাওয়া সম্পর্কে কোন সচেতনতা নেই, এত পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ বলে মনে হবে। তবে জেলি স্কিন বেশ মজবুত।

জিনিসটা গোলাকার, মাঝখানে একটা গর্ত আছে, শত-সহস্র বছরের পুরানো জেনেটিক নির্দেশ অনুসারে চারদিকে ঘোরায় নিজেকে, রোদে উন্মুক্ত করে দেয় নিজের সবদিক, কারণ রোদই পুষ্টি যোগান দেয়, যে পুষ্টি প্রায় একশো মিলিয়ন মাইল দূর থেকে আসে।

তবে এখনও ওটা অরক্ষিত। একটা কাছিম ওটাকে খেয়ে ফেলতে পারে, কামড় বসাতে পারে কোন হাঙর। প্রকৃতির বিধি অনুসারে এই প্রজাতির অসংখ্য সদস্য মারা যাবে, খোরাক হবে অন্যান্য প্রজাতির, যাতে করে ফুড অভ চেইনে ভারসাম্য রক্ষা পায়।

কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি নিজেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, জেলির মত নরম আর মোমের মত স্বচ্ছ জিনিসটা দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘুরতে থাকে, যতদিন না তার মেয়াদ পুরো হয়। অবশেষে, পূর্ণতা পেয়ে, হাজার হাজার ছোট থলির আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাগরে, প্রত্যেকটিতে রয়েছে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা প্রাণী। প্রাণীগুলো যখন বুঝতে পারে জীবন সংগ্রামের সময় হয়েছে, থলি থেকে বেরিয়ে আসে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় খাদ্যের সন্ধান।

ওগুলো রাক্ষস, স্বগোত্রভোজী, খিদে পেলে পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। তবে সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি আর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সাগরে যে বেশিরভাগই বেঁচে থাকে, নেমে যেতে শুরু করে অন্ধকার

গভীরে।

সাগরের তলায় পৌঁছুবার আগে প্রায় সবগুলোকেই খেয়ে ফেলার কথা, বাঁচার কথা প্রতি একশোতে একটা। কিন্তু শিকারীরা প্রায় সবাই অদৃশ্য হয়েছে, মাঝে মধ্যে দু'একটা দেখা যায়। কাজেই নিরাপদ পানির ভেতর দিয়ে তিন হাজার ফুট নিচে নেমে এসে পাহাড় প্রাচীরে আশ্রয় নেয় ওগুলো, ইতিমধ্যে টিকে আছে শতকরা দশ ভাগ। তা-ও কম নয়, এক দেড়শো তো হবেই। এগুলো বেঁচে থাকে—বড় হয়।

সাগরের অতলতলে ঝুলে থাকে ওগুলো, প্রত্যেকে একা, কারণ সবাই ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ম্যানটেলে পানি ভরে, বের করে দেয় পেটের ফানেল থেকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বাড়ে ওদের আত্মবিশ্বাস। ওদের শরীর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, এক কি দেড় বছর শিকারীদের ভয়ে সাবধান থাকবে ওরা। তবে একটা সময় আসবে যখন ওরা নিজেদের অমিত শক্তি আর কর্তৃত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, আর তখন ওরা বেরুবে অভিযানে।

ঝুলে থাকে ওরা, অপেক্ষায়।

[শেষ]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও ১৬পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২-৫-৯৫ বিষের ভয় (তিন গোয়েন্দা) রকিব হাসান

বিষয়: কল্পনাই করতে পারেনি তিন গোয়েন্দা সাধারণ চোর পাহারা দেয়ার ঘটনা তাদেরকে নিয়ে যাবে ভয়াবহ ফ্লোরিডা এভারগ্লেডের গভীরে। সাপের কামড় খেলো মুসা। আটকা পড়ল কিশোর ও রবিন। উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

আরও আসছে

২৮-৫-৯৫ রহস্যপত্রিকা (১১ বর্ষ ৮ সংখ্যা জুন, ১৯৯৫)